গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটি

প্রতিবেদন

২য় খণ্ড

নভেম্বর ২০০৭

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ)
অধ্যাদেশ, ২০০৭

(২০০৭ সালের ------- নং অধ্যাদেশ)

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৭

(২০০৭ সালের ------- নং অধ্যাদেশ)

প্রথম অধ্যায়ঃ	**প্রারম্ভিক**
১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ
২।	সংজ্ঞা
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	**ওয়ার্ড**
৩।	ওয়ার্ড গঠন
৪।	ওয়ার্ড সভা
৫।	ওয়ার্ড পর্যায়ে উন্মুক্ত সভা
৬।	ওয়ার্ড সভার ক্ষমতা ও কর্মপরিধি
৭।	ওয়ার্ড সভার দায়িত্ব
তৃতীয় অধ্যায়ঃ	**পরিষদ**
৮।	জেলার প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশে স্থানীয় সরকার ও উহার কর্মস্থল নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা
৯।	পরিষদ সৃষ্টি
১০।	পরিষদ গঠন
১১।	ইউনিয়ন গঠন
১২।	উপজেলা গঠন
১৩।	জেলা গঠন
১৪।	সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা নিয়োগ
১৫।	ওয়ার্ডের সীমা নির্ধারণ
১৬।	পরিষদের এলাকা রদবদলের ফল/প্রভাব
১৭।	কোন পরিষদ বা অংশ বিশেষ পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদিতে অন্তর্ভুক্তির ফল
১৮।	পৌরসভা ইত্যাদির সমগ্র বা আংশিক এলাকা নিয়া ইউনিয়ন পরিষদ গঠন
১৯।	নদী ভাংগন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে পরিষদ পুনর্গঠন
২০।	অবস্থা বিশেষে প্রশাসক নিয়োগ
চতুর্থ অধ্যায়ঃ	**চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচন**
২১।	ভোটার তালিকা
২২।	ভোটাধিকার
২৩।	নির্বাচন পরিচালনা
২৪।	নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ
পঞ্চম অধ্যায়ঃ	**নির্বাচনী বিরোধ**
২৫।	নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল
২৬।	নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন
২৭।	নির্বাচনী দরখাস্ত স্থানান্তর
২৮।	নির্বাচনী দরখাস্ত, আপিল ইত্যাদি নিষ্পত্তি

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

২৯। পরিষদের সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা
৩০। একই ব্যক্তি দুইটি পদে প্রার্থী না হওয়া

সপ্তম অধ্যায়ঃ পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সম্পর্কিত বিধান

৩১। পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের শপথ
৩২। পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পদের মেয়াদ
৩৩। দায়িত্ব হস্তান্তর
৩৪। ব্যত্যয়ের দণ্ড
৩৫। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পদত্যাগ
৩৬। চেয়ারম্যান এর প্যানেল
৩৭। চেয়ারম্যানের কার্যাবলী ও দায়িত্ব
৩৮। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সাময়িক বরখাস্তকরণ ও অপসারণ
৩৯। চেয়ারম্যান ও সদস্যপদ শূন্য হওয়া
৪০। শূন্য পদ পূরণ
৪১। সদস্য পদ পুনর্বহাল
৪২। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের অধিকার ও দায়দায়িত্ব
৪৩। অনাস্থা প্রস্তাব
৪৪। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের অনুপস্থিতির ছুটি
৪৫। সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা

অষ্টম অধ্যায়ঃ পরিষদের সভা, ক্ষমতা ও কার্যাবলী

৪৬। পরিষদের সভা
৪৭। পরিষদের সভায় সম্পাদনীয় কার্য তালিকা
৪৮। পরিষদের কার্যাবলী নিষ্পন্ন
৪৯। স্থায়ী কমিটি গঠন
৫০। পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা
৫১। পরিষদের কার্যাবলী
৫২। নাগরিক সনদ প্রকাশ
৫৩। উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুশাসন

নবম অধ্যায়ঃ পরিষদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সম্পদ ও তহবিল

৫৪। পরিষদের সম্পত্তি অর্জন, দখলে রাখিবার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা
৫৫। পরিষদকে সম্পদ হস্তান্তর
৫৬। পরিষদের তহবিল
৫৭। পরিষদের ব্যয়
৫৮। পরিষদের তহবিল সংরক্ষণ বা বিনিয়োগ এবং বিশেষ তহবিল গঠন
৫৯। দায়যুক্ত ব্যয়
৬০। কমিশনের অর্থ বিষয়ক সুপারিশ বাস্তবায়ন

দশম অধ্যায়ঃ বাজেট ও হিসাব নিরীক্ষা

৬১। বাজেট
ক) ইউনিয়ন পরিষদ খ) উপজেলা পরিষদ গ) জেলা পরিষদ
৬২। হিসাব
ক) ইউনিয়ন পরিষদ খ) উপজেলা পরিষদ গ) জেলা পরিষদ
৬৩। নিরীক্ষক নিয়োগ
৬৪। নিরীক্ষকগণের ক্ষমতা
৬৫। নিরীক্ষা প্রতিবেদন

একাদশ অধ্যায়ঃ পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

৬৬। ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী
ক) সচিব
খ) অন্যান্য কর্মচারী
৬৭। উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী
৬৮। জেলা পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী
৬৯। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পরিষদে ন্যস্তকরণের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা
৭০। পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্পর্ক

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ পরিষদের করারোপ

৭১। ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক করারোপ
১) করারোপ, ২) আদর্শ কর তফসিল, ৩) কর সংক্রান্ত দায়,
৪) কর সংগ্রহ ও আদায়
৫) কর মূল্যায়ন, নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপত্তি ইত্যাদি, ৬) কর বিধি
৭২। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক করারোপ
৭৩। জেলা পরিষদ কর্তৃক করারোপ

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ সরকার ও কমিশনের ক্ষমতা

৭৪। পরিষদের রেকর্ড ইত্যাদি পরিদর্শনের ক্ষমতা
৭৫। কারিগরি তদারকি ও পরিদর্শন
৭৬। সরকার বা কমিশনের দিকনির্দেশনা প্রদান এবং তদন্ত করিবার ক্ষমতা
৭৭। পরিষদ, পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গাফিলতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ
৭৮। পরিষদের সিদ্ধান্ত ও কার্যবিবরণী ইত্যাদি বাতিল বা স্থগিতকরণ
৭৯। পরিষদের (বার্ষিক) প্রশাসনিক প্রতিবেদন
৮০। পরিষদ বাতিল ও পুনঃনির্বাচন
৮১। স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ তথ্য প্রাপ্তির অধিকার

৮২। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার
৮৩। তথ্য সরবরাহের পদ্ধতি
৮৪। তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার শাস্তি
৮৫। সরল বিশ্বাসে কৃতকর্ম

পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ **টিউটরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ**

৮৬। টিউটরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদির নিবন্ধিকরণ
৮৭। প্রাইভেট হাসপাতাল ইত্যাদির নিবন্ধিকরণ
৮৮। নিবন্ধিকণের ব্যর্থতার দন্ড
৮৯। পরিষদ কর্তৃক ফি আদায়
৯০। পুনঃনিবন্ধিকরণ

ষোড়শ অধ্যায়ঃ **স্থানীয় সরকার পরিষদ ও অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত বিষয়াবলী**

৯১। যৌথ কমিটি
৯২। স্থানীয় পরিষদ ও পৌরসভার মধ্যে বিরোধ
৯৩। অপরাধ
৯৪। শাস্তি
৯৫। অপরাধের আপোষ রফা
৯৬। অপরাধ আমলে নেয়া
৯৭। পুলিশ অফিসারের কর্তব্য

সপ্তদশ অধ্যায়ঃ **বিবিধ**

৯৮। অবৈধভাবে সীমা লংঘন
৯৯। আপিল আদেশ
১০০। স্থায়ী আদেশ
১০১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
১০২। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা
১০৩। বিধি সংক্রান্ত সাধারণ বিধান ইত্যাদি
১০৪। নির্ধারিত কতিপয় বিষয়
১০৫। প্রথম নির্বাচনের জন্য পরিষদ এবং ওয়ার্ড
১০৬। রহিতকরণ এবং হেফাজতকরণ
১০৭। অসুবিধা দূরীকরণ
১০৮। ক্ষমতা অর্পণ
১০৯। লাইসেন্স ও অনুমোদন
১১০। পরিষদ ইত্যাদির বিষয়ে মোকদ্দমা দায়ের
১১১। নোটিশ ও উহা জারিকরণ
১১২। প্রকাশ্য রেকর্ড
১১৩। পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ইত্যাদি জনসেবক হইবেন
১১৪। সরল বিশ্বাসে গৃহীত ব্যবস্থাদি সংরক্ষণ
১১৫। নির্ধারিত কতিপয় বিষয়

তফসিল

প্রথম তফসিলঃ শপথনামা

দ্বিতীয় তফসিলঃ ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী

তৃতীয় তফসিলঃ উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী

চতুর্থ তফসিলঃ জেলা পরিষদের কার্যাবলী

পঞ্চম তফসিলঃ সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিষদে ন্যস্তকরণে সরকারের ক্ষমতা

ষষ্ঠ তফসিলঃ ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়

সপ্তম তফসিলঃ **উপ**জেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়

অষ্টম তফসিলঃ জেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়

নবম তফসিলঃ ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে বিবেচ্য অপরাধসমূহ

দশম তফসিলঃ উপজেলা পরিষদের অধীনে বিবেচ্য অপরাধসমূহ

একাদশ তফসিলঃ জেলা পরিষদের অধীনে বিবেচ্য অপরাধসমূহ

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৭
(২০০৭ সালের ------- নং অধ্যাদেশ)

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

যেহেতু বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ সংক্রান্ত বিদ্যমান অধ্যাদেশ/ আইনসমূহ রহিত করিয়া একটি সমন্বিত অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হইল ঃ-

ধারা ১ । **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ** ।

(১) এই অধ্যাদেশ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে ।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে ।

(৩) ইহা পৌরসভা অধ্যাদেশ ১৯৭৭, পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৮৩, চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৮২, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন আইন ১৯৮৭, খুলনা সিটি কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৮৪, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০১, সিলেট সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০১, এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আইন, ১৯২৪ এর আওতায় গঠিত এলাকা ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে ।

ধারা ২ । **সংজ্ঞা**

বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে -

(১) **'আদিবাসী'** বলিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বসবাসকারী আদিবাসী বুঝাইবে;

(২) **'ইমারত'** বলিতে যে কোন আবাসিক বা বাণিজ্যিক বাড়ী অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে নির্মিত ও ব্যবহৃত ভবন অথবা ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫৩ বা তৎপরবর্তী সংশ্লিষ্ট আইনের দ্বারা সংজ্ঞায়িত ভবন;

(৩) **'ইউনিয়ন'** অর্থ এই অধ্যাদেশের ১১ নং ধারার অধীন ইউনিয়ন হিসাবে ঘোষিত একটি পল্লী এলাকা;

(৪) **'ইউনিয়ন পরিষদ'** অর্থ এই অধ্যাদেশের ১০ নং ধারার অধীনে গঠিত একটি ইউনিয়ন পরিষদ;

(৫) **'উপ-আইন'** বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত উপ-আইনকে বুঝাইবে;

(৬) **'উপজেলা'** অর্থ এই অধ্যাদেশের ১২ নং ধারার অধীনে উপজেলা হিসাবে ঘোষিত একটি এলাকা;

(৭) **'উপজেলা পরিষদ'** অর্থ এই অধ্যাদেশের ১০ নং ধারার অধীনে গঠিত একটি উপজেলা পরিষদ;

(৮) **'উপজেলা নির্বাহী অফিসার'** অর্থ একটি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার;

(৯) **'ওয়ার্ড'** অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের একটি ওয়ার্ড;

(১০) **'কর'** শব্দের আওতায় এই অধ্যাদেশের অধীন যে কোন কর, উপ-কর, টোল, রেইট, ফিস অথবা ধার্য করা যায় এমন যে কোন কর অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১১) **'কমিশন'** অর্থ এই অধ্যাদেশের ৮১ ধারার অধীনে গঠিত স্থানীয় সরকার কমিশন;

(১২) **'গ্রাম এলাকা'** অর্থ শহর নয় এইরূপ এলাকা;

(১৩) **'চেয়ারম্যান'** অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান;

(১৪) **'জনপথ'** অর্থ সরকার কিংবা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণাধীন জনপথ;

(১৫) **'জনসংখ্যা'** বলিতে সর্বশেষ আদমশুমারিতে উল্লিখিত জনসংখ্যা বুঝাইবে;

(১৬) **'জমি'** শব্দের আওতায় নির্মাণাধীন বা নির্মিত অথবা জলমগ্ন যে কোন জমি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৭) **'জেলা'** অর্থ একটি প্রশাসনিক জেলা;

(১৮) **‘জেলা পরিষদ’** অর্থ এই অধ্যাদেশের ১০ নং ধারার অধীনে গঠিত একটি জেলা পরিষদ;

(১৯) **‘জেলা প্রশাসক’** বুঝাইতে এই অধ্যাদেশের অধীন একজন জেলা প্রশাসকের সমুদয় বা যে কোন দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে নিয়ুক্ত যে কোন অফিসার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২০) **‘তফসিল’** অর্থ এই অধ্যাদেশের সংগে সংযুক্ত যে কোন তফসিল;

(২১) **‘তহবিল’** অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের তহবিল;

(২২) **‘থানা’** অর্থ ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি (৫ নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী গঠিত পুলিশ স্টেশন;

(২৩) **‘নগর এলাকা’** অর্থ একটি পৌর সংস্থার আওতাধীন এলাকা;

(২৪) **‘নির্ধারিত’** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(২৫) **‘নির্ধারিত আসন’** বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত নির্ধারিত আসন বুঝাইবে;

(২৬) **‘নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ’** বলিতে সরকার বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(২৭) **‘নির্বাচন কমিশন’** অর্থ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন;

(২৮) **‘পথ’** শব্দের আওতায় জনসাধারণের চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হোক বা না হোক এমন পায়ে চলার পথ, স্কয়ার, মাঠ, বহিরাঙ্গন বা চলাচলের রাস্তা বা সড়ক অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৯) **‘প্রবিধান’** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত প্রবিধানসমূহ;

(৩০) **‘পৌর প্রতিনিধি’** অর্থ পৌরসভা অধ্যাদেশের অধীন পৌরসভার মেয়র বা তাঁহার দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি;

(৩১) **‘পৌরসভা’** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন গঠিত পৌরসভা;

(৩২) **‘বাজার’** বলিতে বুঝাইবে এমন কোন স্থান যেখানে জনগণ মাছ, মাংস, ফল-মূল, শাক-সব্জী বা অন্য যে কোন খাদ্যজাত দ্রব্য বিক্রয় ও ক্রয়ের জন্য জড়ো হয় অথবা পশু বা গরু-ছাগল, পশু পক্ষী ক্রয়-বিক্রয় হয় এমন কোন স্থান যা বিধি মোতাবেক বাজার হিসেবে ঘোষণা করা হইবে;

(৩৩) **‘বাজেট’** অর্থ পরিষদের একটি আর্থিক বৎসরের আয় ও ব্যয়ের নির্ধারিত আর্থিক বিবরণ;

(৩৪) **‘বার্ষিক মূল্য’** অর্থ কোন গৃহ বা জমি প্রতি বছর ভাড়া দিয়া প্রাপ্ত অথবা প্রাপ্য মোট টাকা;

(৩৫) **‘বিধি’** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধি;

(৩৬) **‘মৌজা’** অর্থ কোন নির্দিষ্ট এলাকা যাহা ভূমি জরিপের মাধ্যমে কোন জেলার ভূমি সংক্রান্ত দলিলে লিপিবদ্ধ ও সংজ্ঞায়িত;

(৩৭) **‘রাস্তা’** শব্দের আওতায় জনসাধারণের চলাচলের জন্য উম্মুক্ত নয় এমন রাস্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩৮) **‘সংক্রামক ব্যাধি’** অর্থ এমন ব্যাধি যাহা একজন ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিকে সংক্রামিত করে এবং সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রকাশিত অন্য যে কোন ব্যাধি;

(৩৯) **‘সদস্য’** অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের সদস্য;

(৪০) **‘সরকারি রাস্তা’** অর্থ সরকার কিংবা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণাধীন জনসাধারণের চলাচলের জন্য সকল রাস্তা;

(৪১) **‘সাধারণ বাসিন্দা’** অর্থ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের স্থায়ী বা ভাড়ার বিনিময়ে বসবাসকারী ব্যক্তি যাহার নাম সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে;

(৪২) **‘স্থানীয় কর্তৃপক্ষ’** অর্থ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন বিধিবদ্ধ সংস্থা;

(৪৩) **‘স্থানীয় পরিষদ’** বলিতে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর আওতায় গঠিত ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং পৌর পরিষদকে বুঝাইবে;

(৪৪) **‘স্থায়ী কমিটি’** বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটিকে বুঝাইবে;

(৪৫) **‘হাট’** বলিতে এমন স্থানকে বুঝাইবে যেখানে পণ্য সামগ্রী, খাদ্য, মালামাল, পশু সম্পদ ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময়ে ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বিধি অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয় ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ওয়ার্ড

ধারা ৩। ওয়ার্ড গঠন

(১) ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্ধারিত আসনসহ অন্যান্য সদস্য নির্বাচনের জন্য ওয়ার্ড সংখ্যা কমিশনের সহিত পরামর্শ করিয়া সরকার নির্ধারণ করিয়া দিবে;

(২) নির্ধারিত আসনে সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদকে উপধারা (১) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হইবে;

(৩) মোট ওয়ার্ড সংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ আসন মহিলা সদস্যদের জন্য নির্ধারিত থাকিবে, যাহা সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে ঘূর্ণায়মান (Rotation) পদ্ধতিতে পূরণ করিতে হইবে; সরকার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত আসনের ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করিবে;
শর্ত থাকে যে, মহিলা সদস্যদের জন্য উক্তরূপ নির্ধারিত আসন ব্যবস্থা পরবর্তী তিনটি সাধারণ নির্বাচনে বহাল থাকিবে;

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহ ব্যতীত অন্যান্য জেলার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার প্রয়োজনে ওয়ার্ড নির্ধারিত করিতে পারিবে।

ধারা ৪। ওয়ার্ড সভা

(১) এই অধ্যাদেশের আওতায় ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি ওয়ার্ড সভা গঠন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে ঐ ওয়ার্ডের ওয়ার্ড সভা গঠিত হইবে।

ধারা ৫। ওয়ার্ড পর্যায়ে উন্মুক্ত সভা

(১) প্রত্যেক ওয়ার্ড সভা উহার স্থানীয় সীমার মধ্যে বৎসরে কমপক্ষে তিনটি সভা অনুষ্ঠিত করিবে যাহার একটি হইবে বাৎসরিক সভা।

(২) ওয়ার্ড সভার কোরাম সর্বমোট ভোটার সংখ্যার বিশ ভাগের একভাগ দ্বারা গঠিত হইবে।
তবে, মূলতবী সভার জন্য কোন কোরাম আবশ্যক হইবে না, যাহা সাত দিন পর একই সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) পরিষদ ওয়ার্ড সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে সাতদিন আগে যথাযথভাবে সহজ ও গ্রহণযোগ্য উপায়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করিবে। মূলতবী সভার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞপ্তি জারি করিতে হইবে। সভার জন্য প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছাপানো লিফলেট আকারে সভার বিজ্ঞপ্তি জারি করিতে হইবে।

(৪) পরিষদ চেয়ারম্যান এই সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য সভাপতি হিসাবে উক্ত সভা পরিচালনা করিবেন।

(৫) ওয়ার্ড সভায় ওয়ার্ডের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা হইবে। বার্ষিক সভায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য বিগত বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং আর্থিক সংশ্লেষসহ ওয়ার্ডের চলমান সকল কার্যক্রম সভায় অবহিত করিবেন। ওয়ার্ড সভার কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হইলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য এবং পরিষদের চেয়ারম্যান তাহার যৌক্তিকতাসহ ওয়ার্ড সভায় উপস্থাপন করিবেন।

ধারা ৬। ওয়ার্ড সভার ক্ষমতা ও কর্মপরিধি

(১) এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ওয়ার্ড সভার নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা, কার্যাবলী ও অধিকার থাকিবে:-

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিন্যস্তকরণে সহায়তা প্রদান;

(খ) ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত এবং বাস্তবায়নযোগ্য স্কীম ও উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রাধিকার নিরূপণ;

(গ) নির্ধারিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচীর উপকারভোগীদের চূড়ান্ত অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত ও ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হস্তান্তর;

(ঘ) উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান;

(ঙ) স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম এবং সেবামূলক কাজকর্ম বাস্তবায়নে উৎসাহ প্রদান ও সহায়তাকরণ;

(চ) রাস্তার বাতি, নিরাপদ পানির উৎস ও অন্যান্য জনস্বাস্থ্য ইউনিট, সেচ সুবিধাদি এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রকল্প স্থান বা এলাকা নির্ধারণের জন্য পরিষদকে পরামর্শ প্রদান;

(ছ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ সংরক্ষণ, বৃক্ষ রোপণ, পরিবেশ দূষণ রোধ, দুর্নীতিসহ অন্যান্য সামাজিক অপকর্মের বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা;

(জ) ওয়ার্ডের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোকের মধ্যে ঐক্য ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি করা, সংগঠন গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা;

(ঝ) ওয়ার্ডের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত উপকারভোগী শ্রেণী/গোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ, তদারক ও সহায়তা প্রদান;

(ঞ) সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচিভুক্ত (যেমন, পেনশন, ভর্তুকি ইত্যাদি) ব্যক্তিদের তালিকা যাচাই ও মূল্যায়ন;

(ট) ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলকায় বাস্তবায়নযোগ্য কাজের প্রাক্কলন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি সংরক্ষণ;

(ঠ) পরবর্তী চার মাসের সম্পাদিতব্য কাজ ও সেবাসমূহের বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ;

(ড) পরিষদ কর্তৃক ওয়ার্ড সংক্রান্ত বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের যৌক্তিকতাসমূহ অবহিত হওয়া;

(ঢ) ওয়ার্ড সভা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করা;

(ণ) জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম, বিশেষতঃ বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধ এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে সক্রিয় সহযোগিতা করা; স্যানিটেশন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান;

(ত) ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, রাস্তা আলোকিতকরণ ও অন্যান্য সেবা প্রদানে ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ চিহ্নিত করা এবং এইগুলি দূরীকরণের ব্যবস্থা করা;

(থ) ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়ন;

(দ) যৌতুক, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ ও এসিড নিক্ষেপের মত সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে সামাজিক আন্দোলন গড়িয়া তোলা;

(ধ) আত্ম কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড উৎসাহিত করা;

(ন) সরকার/কমিশন/পরিষদ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন।

(২) ওয়ার্ড সভা ইহার সাধারণ বা বিশেষ সভায় প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিবে; বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের বাজেট বিভাজন, কর্মপরিকল্পনা, আইটেম ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ, প্রাক্কলন, সম্পাদিত ও সম্পাদিতব্য কাজের মালামাল ক্রয় বাবত অর্থ ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত থাকিবে এবং জনগণকে অবহিত রাখিবে;

(৩) ওয়ার্ড সভায় উপস্থাপিত অডিট রিপোর্ট সভায় আলোচনা করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে সভার মতামত ও সুপারিশ পরিষদের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে;

(৪) পরিষদের সচিব ওয়ার্ড সভায় উপস্থিত থাকিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী তৈরী করিবেন, গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ রেকর্ড করিবেন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরবর্তী পরিষদ ও ওয়ার্ড সভায় উপস্থাপন করিবেন;

(৫) ওয়ার্ড সভা কোন সাধারণ বা বিশেষ কার্যাদি সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে;

শর্ত থাকে যে, উপ-কমিটির সদস্য সংখ্যা ১০ (দশ) জনের বেশী হইবে না এবং তন্মধ্যে ৫ (পাঁচ) জন হইবেন মহিলা।

(৬) সংখ্যা গরিষ্ঠের ভিত্তিতে ওয়ার্ড সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে যতদূর সম্ভব সাধারণত ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় হইবে;

(৭) ওয়ার্ড সভা বিজ্ঞপ্তি আহবানের মাধ্যমে সম্ভাব্য উপকারভোগীদের থেকে প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ তদন্ত করিয়া যাচাই বাছাইয়ের জন্য সভায় উপস্থাপন করিবে। সভায় যাচাই বাছাইয়ের পর নির্ধারিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে উপকারভোগীদের চূড়ান্ত অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা হইবে এবং উহা পরিষদের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হইবে;

শর্ত থাকে যে, কোনরূপ অনিয়ম না হইলে পরিষদ ওয়ার্ড সভা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও প্রেরিত অগ্রাধিকার তালিকা পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

ধারা ৭। ওয়ার্ড সভার দায়িত্ব

(১) ওয়ার্ড সভা নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করিবে -

- (ক) ওয়ার্ডের উন্নয়নমূলক ও জনকল্যাণমুখী কার্যক্রমের অগ্রগতি ও অন্যান্য তথ্যাদি সরবরাহ;
- (খ) কৃষি, মৎস্য, হাঁস-মুরগি ও পশুপালন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, যোগাযোগ, যুব উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ;
- (গ) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনসহ অত্যাবশ্যকীয় আর্থ-সামাজিক উপাত্ত সংগ্রহ;
- (ঘ) বৃক্ষ রোপণ ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখা;
- (ঙ) নারী ও শিশু নির্যাতন, নারী ও শিশু পাচার এবং যৌতুক, বাল্যবিবাহ ও এসিড নিক্ষেপ নিরোধ কার্যক্রমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা;
- (চ) ওয়ার্ডের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখা;
- (ছ) জনগণকে কর, ফি রেইট ইত্যাদিসহ বিভিন্ন প্রকার ঋণ পরিশোধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা;
- (জ) স্থানীয় সম্পদের সংগ্রহ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পরিষদের সম্পদের উন্নয়নে সহায়তা করা;
- (ঝ) স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক ও অন্যান্য সমাজগঠনমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে এবং সংগঠন তৈরীতে সহায়তা;
- (ঞ) মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরি ভিত্তিতে করণীয় নির্ধারণ।

(২) ওয়ার্ড সভার কার্যাবলী ও দায়িত্ব সম্পর্কে পরিষদকে রিপোর্ট প্রদান;

(৩) উপধারা (১) এ বর্ণিত তফসিলভুক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব ছাড়াও ওয়ার্ড সভা ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ সভা আহবানের জন্য পরিষদকে অনুরোধ করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিষদ

ধারা ৮। জেলার প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশে স্থানীয় সরকার ও উহার কর্মস্থল নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা।

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৯ (১) এর প্রেক্ষিতে প্রতিটি ইউনিয়ন ও প্রতিটি উপজেলা প্রশাসনিক একাংশ হিসাবে গণ্য হইবে। সংবিধানের ১৫২(১) এ জেলাকে প্রশাসনিক একাংশ ঘোষণা করা হইয়াছে।

(২) সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত স্তরে স্থানীয় সরকার গঠন করিবেঃ-

- (ক) কয়েকটি ওয়ার্ড সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ;
- (খ) কয়েকটি ইউনিয়ন সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ; এবং
- (গ) প্রতি জেলায় একটি জেলা পরিষদ।

(৩) সরকার কোন পরিষদের অনুরোধে অথবা পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে বিজ্ঞপ্তি জারির পরবর্তী সময়ে-

- (ক) নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া পরিষদের কর্মস্থল পরিবর্তন করিতে পারিবে;
- (খ) পরিষদকে অধিকতর প্রতিনিধিত্ব করিবার লক্ষ্যে সীমা হ্রাস/বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, পরিষদের নামকরণ ব্যক্তির নামে হইবে না।

(৪) সরকার সংশ্লিষ্ট পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া, যদি কোন পরিষদের এখতিয়ার কোন এলাকার উপর না থাকে, তাহা হইলে এই সংক্রান্ত দায়-দেনা হইতে সংশ্লিষ্ট পরিষদকে মুক্ত করিবার অধিকার রাখিবে।

ধারা ৯। পরিষদ সৃষ্টি

(১) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদ গঠিত হইবে;

(২) পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশ ও বিধি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে অথবা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে;

(৩) জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ এই অধ্যাদেশসহ অন্য কোন আইনের দ্বারা প্রদত্ত উল্লিখিত ক্ষমতা, কার্যাবলী এবং দায়িত্ব পালন করিবে।

ধারা ১০। পরিষদ গঠন

এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী নিম্নলিখিতভাবে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হইবে-

(১) ইউনিয়ন পরিষদ

(ক) সরকার প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি পরিষদ গঠন করিবে যাহার চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হইবেন;

(খ) ইউনিয়নের অন্তর্গত সকল ভোটার, যাহাদের নাম নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত সর্বশেষ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়, স্থান ও পদ্ধতিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে চেয়ারম্যান ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য নির্বাচন করিবে যাহা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সংখ্যার বেশী হইবে না;

শর্ত থাকে যে, কোন ইউনিয়নের ওয়ার্ড সংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ আসন মহিলা সদস্যদের জন্য নির্ধারিত থাকিবে যাহা নির্বাচন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ঘূর্ণায়মান **(Rotation)** পদ্ধতিতে পূরণ করা হইবে। প্রয়োজনে সরকার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে আসন নির্ধারণ করিতে পারিবে;

আরও শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত আসন বহির্ভুত আসনে মহিলা প্রার্থীরা সরাসরি অংশগ্রহণ করিতে পারিবে;

আরও শর্ত থাকে যে, মহিলা সদস্যদের জন্য নির্ধারিত আসনের বিধান পরবর্তী পর পর তিনটি নির্বাচনের পর আর কার্যকর থাকিবে না;

(গ) এই অধ্যাদেশের অধীনে গঠিত প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নাম সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হইবে;

(ঘ) ইউনিয়ন পরিষদে কর্মরত সকল সরকারি কর্মকর্তাদের উপর পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

(২) উপজেলা পরিষদ

(ক) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হইবেন;

(খ) উপজেলাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদের সকল নির্বাচিত চেয়ারম্যান অথবা তাহার স্থলাভিষিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইহার সদস্য হইবেন;

(গ) উপজেলাভুক্ত প্রত্যেক পৌরসভার মেয়র (যদি থাকেন) অথবা তাহার স্থলাভিষিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইহার সদস্য হইবেন;

(ঘ) প্রতিটি ইউনিয়ন হইতে জনগণের সরাসরি ভোটে একজন প্রতিনিধি ইহার সদস্য হইবেন;

(ঙ) মোট সদস্যের শতকরা ৪০ ভাগ মহিলা সদস্য ঘূর্ণায়মান **(Rotation)** পদ্ধতিতে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হইবেন এবং এই ঘুর্ণায়মান ব্যবস্থা সরকার নির্বাচন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে গেজেটে প্রকাশ করিবে;

শর্ত থাকে যে, মহিলা সদস্যদের জন্য নির্ধারিত আসনের বিধান পরবর্তী পর পর তিনটি নির্বাচনের পর আর কার্যকর থাকিবে না;

আরও শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত আসন বহির্ভুত আসনে মহিলা প্রার্থীরা সরাসরি অংশগ্রহণ করিতে পারিবে;

(চ) পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায় (যদি থাকে) প্রয়োজনে সরকার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে আসন নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(ছ) নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা নির্ধারণের বিষয়ে উপজেলাভুক্ত মোট ইউনিয়নের সংখ্যাকে প্রধান নির্ণায়ক হিসাবে বিবেচনা করা হইবে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উপজাতি সম্প্রদায়ের সংখ্যাও গণ্য করিতে হইবে;

(জ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদের প্রধান নির্বাহী হিসাবে প্রশাসনিক ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করিবেন। উপজেলায় কর্মরত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ পরিষদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং পরিষদের সভায় কিংবা প্রয়োজনবোধে পরিষদের স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিবেন। উপজেলায় কর্মরত সকল সরকারি কর্মকর্তাদের উপর পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করিবে;

(৩) জেলা পরিষদ

(ক) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন;
(খ) উপজেলার সংখ্যা, জনসংখ্যা ইত্যাদির বিবেচনায় জেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যা জেলার শ্রেণীভেদে ন্যূনতম ২০ (বিশ) এবং সর্বোচ্চ ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জনে নির্ধারিত হইবে এবং ইহারা সরাসরি নির্বাচিত হইবেন;
(গ) জেলাভুক্ত সকল উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানগণ অথবা তাহার স্থলাভিষিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইহার সদস্য হইবেন;
(ঘ) জেলা সদরের প্রত্যেক পৌরসভার মেয়র অথবা তাহার স্থলাভিষিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইহার সদস্য হইবেন;
(ঙ) পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের শতকরা ৪০ ভাগ মহিলা সদস্য ঘূর্ণায়মান (Rotation) পদ্ধতিতে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হইবেন এবং এই ঘুর্ণায়মান ব্যবস্থা সরকার নির্বাচন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে গেজেটে প্রকাশ করিবে;
শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত আসন বহির্ভুত আসনে মহিলা প্রার্থীরা সরাসরি অংশগ্রহণ করিতে পারিবে;
আরও শর্ত থাকে যে, মহিলা সদস্যদের জন্য নির্ধারিত আসনের বিধান পরবর্তী পর পর তিনটি নির্বাচনের পর আর কার্যকর থাকিবে না;
(চ) পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায় (যদি থাকে) প্রয়োজনে সরকার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে আসন নির্ধারণ করিতে পারিবে;
(ছ) নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা নির্ধারণের বিষয়ে জেলার মোট উপজেলার সংখ্যাকে প্রধান নির্ণায়ক হিসাবে বিবেচনা করা হইবে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংখ্যাও গণ্য করিতে হইবে;
(জ) জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদের প্রশাসনিক ও সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন। জেলায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত বিভাগের কর্মরত কর্মকর্তাগণ পরিষদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং পরিষদের সভায় কিংবা প্রয়োজনবোধে পরিষদের স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিবেন। জেলায় কর্মরত সকল সরকারি কর্মকর্তাদের উপর পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করিবে;
(ঝ) প্রত্যেক জেলার অন্তর্ভুক্ত সিটি কর্পোরেশন, যদি থাকে, ইহার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এবং জেলা পরিষদের সরাসরি নির্বাচিত সদস্যগণের সমন্বয়ে উক্ত জেলার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচক মণ্ডলী গঠিত হইবে;

(ঞ) এই ধারায় অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও, ভোটার তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি পরিষদের নির্বাচনে ভোট দানের পূর্বে এই উপ ধারার (৩) (ঝ) এর আওতায় যদি নির্বাচক মণ্ডলীর সদস্য হইবার যোগ্যতা হারান তাহা হইলে তিনি উক্ত নির্বাচনে ভোট দান করিতে পারিবেন না বা উক্ত নির্বাচনের জন্য ভোটার বলিয়া গণ্য হইবেন না।

ধারা **১১**। ইউনিয়ন গঠন

(১) ভৌগোলিকভাবে কতকগুলি সংলগ্ন মৌজা বা গ্রাম যাহাদের অভিন্ন সীমা রহিয়াছে তাহাদের সমন্বয়ে একটি ওয়ার্ড গঠিত হইবে এবং কতকগুলি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে প্রশাসনিক একাংশ হিসাবে একটি ইউনিয়ন ঘোষণা করিতে পারিবে;
(২) উপধারা (১) অনুযায়ী জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে ওয়ার্ডের নাম ও ক্রমিক নম্বর এবং ঐ ওয়ার্ডের স্থানীয় সীমানা নির্দিষ্ট থাকিবে;
(৩) কতকগুলি মৌজা বা গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত প্রত্যেক ওয়ার্ডের লোক সংখ্যা সর্বনিম্ন ৩০০০ এবং সর্বোচ্চ ৫০০০ হইবে;
(৪) সরকার যেরূপ অনুসন্ধান করা উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ অনুসন্ধান করিয়া এবং সংশ্লিষ্ট পরিষদের মতামত গ্রহণ করিবার পর, প্রজ্ঞাপন দ্বারা-

(ক) কোন ওয়ার্ড হইতে যে কোন মৌজা বা গ্রাম বা ইহাদের অংশ বিশেষকে বাদ দিতে পারিবে;
(খ) কোন ইউনিয়ন বা ওয়ার্ডকে একাধিক ইউনিয়ন বা ওয়ার্ডে বিভক্ত করিতে পারিবে অথবা এইরূপ কোন ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড এবং সংলগ্ন এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড গঠন করিতে পারিবে।

(৫) ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা ৪৫০০০ এর অধিক এবং ২৭০০০ এর কম হইবে না, তবে বর্তমানে বিদ্যমান যেসকল ইউনিয়ন এই শর্ত পূরণ করিবে না সেইগুলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ইউনিয়ন হিসাবে বহাল থাকিবে;
তবে শর্ত থাকে যে, উপধারা (১) অনুসারে কোন ইউনিয়ন পরিষদ ইহার এলাকাভুক্ত এবং বাতিলকৃত কোন ওয়ার্ডের প্রতিনিধিত্ব না থাকিবার কারণে উক্ত পরিষদ গঠনের বৈধতা ক্ষুণ্ন হইবে না ।

ধারা ১২ । উপজেলা গঠন

১) সরকার এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতকগুলি ইউনিয়নের সমন্বয়ে প্রশাসনিক একাংশ হিসাবে একটি উপজেলা ঘোষণা করিতে পারিবে ।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে উপজেলার নাম এবং ঐ উপজেলার সীমানা নির্দিষ্ট করিবে ।
তবে শর্ত থাকে যে, উপধারা (১) অনুসারে কোন উপজেলা পরিষদ ইহার এলাকাভুক্ত এবং বাতিলকৃত কোন ইউনিয়ন বা পৌরসভার প্রতিনিধিত্ব না থাকিবার কারণে উক্ত উপজেলা পরিষদ গঠনের বৈধতা ক্ষুণ্ন হইবে না ।

ধারা ১৩ । জেলা গঠন

(১) সরকার এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতকগুলি উপজেলার সমন্বয়ে প্রশাসনিক একাংশ হিসাবে একটি জেলা ঘোষণা করিতে পারিবে ।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে জেলার নাম এবং ঐ জেলার সীমানা বিনির্দিষ্ট করিবে ।
তবে শর্ত থাকে যে, উপধারা (১) অনুসারে কোন জেলা পরিষদ ইহার এলাকাভুক্ত এবং বাতিলকৃত কোন উপজেলা পরিষদ বা পৌরসভার প্রতিনিধিত্ব না থাকিবার কারণে উক্ত জেলা পরিষদ গঠনের বৈধতা ক্ষুণ্ন হইবে না ।

ধারা ১৪ । সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা নিয়োগ

(১) ওয়ার্ডসমূহের সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক প্রজাতন্ত্রের চাকুরিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্য হইতে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় সংখ্যক **সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা** ও **সহকারী সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা** নিয়োগ করিতে পারিবেন ।

(২) সহকারী সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তাকে তাঁহার কার্য সম্পাদনে সহায়তা করিবেন এবং সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিয়া সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তার কার্যসমূহ সম্পাদন করিতে পারিবেন ।

ধারা ১৫ । ওয়ার্ডের সীমা নির্ধারণ

(১) ওয়ার্ডসমূহের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এলাকার ভৌগলিক অখণ্ডতা এবং যতদূর সম্ভব জনসংখ্যার বিন্যাস ও প্রশাসনিক সুবিধাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে ।

(২) সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা ওয়ার্ডসমূহের সীমা নির্ধারণকল্পে প্রয়োজন অনুযায়ী তদন্ত অনুষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট রেকর্ড-পত্র পরীক্ষা ও এতদ্‌সংক্রান্ত প্রাপ্ত যাবতীয় অভিযোগ বিবেচনা করিতে পারিবেন এবং কোন্ এলাকা কোন্ ওয়ার্ডের অর্ন্তভুক্ত হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া তালিকা প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তৎসম্পর্কে আপত্তি ও পরামর্শ দাখিল করিবার আহবান সম্বলিত নোটিশসহ একটি প্রাথমিক তালিকা তাহার দফতর, বিভিন্ন স্তরভুক্ত পরিষদ অফিস ও তিনি যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেইরূপ অন্যান্য উম্মুক্ত স্থানে প্রকাশ করিবেন ।

(৩) উপধারা (২) এর অধীন কোন আপত্তি বা পরামর্শ পাওয়া গেলে উক্তরূপ আপত্তি বা পরামর্শ প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ তদন্তের পর তিনি সিদ্ধান্ত দিবেন ।

(৪) সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা উপধারা (৩) অনুযায়ী যেরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ লিখিতভাবে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন । জেলা প্রশাসক আপিলকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে শুনানির সুযোগ দিয়া সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ও তথ্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া আপিল দায়েরের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন । আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৫) উপধারা (৪) এর অধীন আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের পর সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা ওয়ার্ডের সীমার প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন বা রদবদলপূর্বক প্রতিটি ওয়ার্ডে অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহ উল্লেখ করিয়া ওয়ার্ডসমূহের চূড়ান্ত তালিকা তাঁহার দফতরে, পরিষদের কার্যালয় ও তাঁহার বিবেচনানুসারে অন্য কোন প্রকাশ্য স্থান বা স্থানসমূহে প্রকাশ করিবেন এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত করিবেন ।

ধারা ১৬। পরিষদের এলাকা রদবদলের ফল/প্রভাব

(১) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী কোন পরিষদ হইতে কোন একটি এলাকা সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাদ দেওয়া হইলে উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে উহা উক্ত পরিষদের প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র এবং সরকার যদি অন্যরূপ নির্দেশ না দেন তাহা হইলে, উক্ত পরিষদে বলবৎ নিয়ম, আদেশ, নির্দেশ ও প্রজ্ঞাপনের অধীন থাকিবে না;

(২) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী কোন একটি এলাকা সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অন্য কোন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে উহা উক্ত পরিষদের প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র এবং সরকার যদি অন্যরূপ নির্দেশ না দেন তাহা হইলে, উক্ত পরিষদে বলবৎ নিয়ম, আদেশ, নির্দেশ ও প্রজ্ঞাপনের অধীন থাকিবে;

(৩) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী কোন একটি পরিষদের এলাকাকে দুই বা ততোধিক পরিষদে বিভক্ত করা হইলে উক্ত এলাকাসমূহকে পৃথক পৃথক পরিষদ হিসাবে পুনর্গঠিত করিতে হইবে এবং অনুরূপভাবে বিভক্ত পরিষদ নবগঠিত পরিষদের অধিষ্ঠিত হওয়ার তারিখ হইতে আর বিদ্যমান থাকিবে না;

(৪) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী কোন এলাকাকে কোন পরিষদের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হইলে অথবা কোন পরিষদকে এক বা একাধিক পরিষদ গঠনের জন্য বিভক্ত করা হইলে অথবা দুই বা ততোধিক পরিষদকে একটি মাত্র পরিষদ গঠনের জন্য একীভূত করা হইলে ঐরূপ পুনর্গঠন দ্বারা প্রভাবিত পরিষদ বা পরিষদসমূহের সম্পত্তি, তহবিল, দায়দায়িত্ব ইত্যাদি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা যেইরূপ নির্ধারিত হইবে, সেইরূপ বিভাজন অনুসারে, নির্ধারিত পরিষদ বা পরিষদসমূহে বর্তাইবে এবং ঐরূপ নির্ধারণ চূড়ান্ত হইবে;

(৫) উপধারা ৪ অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশে ঐরূপ পুনর্গঠন কার্যকর করিবার জন্য যেইরূপ আবশ্যক হইবে সেইরূপ পরিপূরক, আনুষঙ্গিক ও পারিণামিক (**Consequential**) বিধানাবলী থাকিতে পারিবে;
উপধারা (৩) অনুযায়ী বিভক্তিকরণের পর বা উপধারা ৪ অনুযায়ী একীভূতকরণের পর, পরিষদ পুনর্গঠনের প্রয়োজনে -

(ক) পূর্বতন পরিষদের সদস্যগণের পদের মেয়াদ উত্তীর্ণ না হইলে নবগঠিত পরিষদ বা পরিষদসমূহে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা যাইবে না;

(খ) যে সকল সদস্যের পদের মেয়াদ অনুত্তীর্ণ থাকিবে সে সকল সদস্য সরকার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা সেই সকল নির্বাচনী এলাকা নিয়া গঠিত (সম্পূর্ণ বা আংশিক) পরিষদের সদস্য হিসাবে ঘোষিত হইবেন। যে সকল নির্বাচনী এলাকা হইতে উক্ত সদস্যগণ পূর্বের পরিষদসমূহে নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং এইরূপ যে কোন সদস্য তাঁহার পদের মেয়াদের অনুত্তীর্ণ অংশের জন্য নবগঠিত পরিষদের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন;

ধারা ১৭। কোন পরিষদ বা অংশ বিশেষ পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদিতে অন্তর্ভুক্তির ফল

(১) সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে প্রজ্ঞাপন জারি করিয়া কোন ইউনিয়ন বা ইহার অংশ বিশেষ পৌরসভায় বা সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত বা কোন বিদ্যমান পৌরসভায় বা সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, ঐ ইউনিয়ন বা ইহার এলাকা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর ৪ ধারা এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ ২০০৭ এর ৩ ধারার বর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ করিতে হইবে।
আরো শর্ত থাকে যে, পৌর এলাকা বা সিটি কর্পোরেশন ঘোষণা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার পর ঐ এলাকার সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অনূর্ধ এক মাসের মধ্যে ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবে। উত্থাপিত আপত্তি সম্পর্কে সরকার কমিশনের মতামত গ্রহণ করিবে এবং পরবর্তী এক মাসের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পৌর এলাকা বা সিটি কর্পোরেশন গঠনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(২) যদি কোন সময়ে, কোন পরিষদের সমগ্র এলাকা উক্ত সময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী কোন প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন বা কোন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রশাসনিক এলাকাভুক্ত করা হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিষদ, ঐ প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বা প্রজ্ঞাপনে যেরূপ নির্দিষ্ট হইবে সেইরূপ তারিখ, বা যে তারিখে নবগঠিত সংস্থাটির নির্বাচনসমূহ সম্পন্ন হয় সেই তারিখ, ইহাদের মধ্যে যাহা আগে হইবে, উক্ত তারিখ হইতে কার্যকারিতাক্রমে আর বিদ্যমান থাকিবে না। যে সকল সম্পত্তি, তহবিল ও অন্য

পরিসম্পদ ঐ পরিষদে বর্তাইয়াছিল তৎসমূহ এবং ঐ পরিষদের সকল অধিকার ও দায়দায়িত্ব ক্ষেত্রানুযায়ী সংশ্লিষ্ট পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিকট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আদেশানুযায়ী বর্তাইবে ও হস্তান্তরিত হইবে। ঐ পরিষদের অধীনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে এবং নিয়োগের শর্তানুযায়ী যে তারিখে ঐ পরিষদ আর বিদ্যমান থাকে না সেই তারিখ হইতে কার্যকারিতাক্রমে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার বা সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে নিয়োজিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) যদি কোন সময়ে, কোন পরিষদের অংশ বিশেষ উক্ত সময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী কোন প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন বা কোন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রশাসনিক এলাকাভুক্ত করা হয়, তাহা হইলে উক্ত পরিষদের অংশ, ঐ প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বা প্রজ্ঞাপনে যেরূপ নির্দিষ্ট হইবে সেইরূপ তারিখ, বা যে তারিখে নবগঠিত সংস্থাটির নির্বাচনসমূহ সম্পন্ন হয় সেই তারিখ, ইহাদের মধ্যে যাহা আগে হইবে, উক্ত তারিখ হইতে কার্যকারিতাক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

অনুরূপভাবে অন্তর্ভুক্তকৃত পরিষদের অংশ বিশেষের সকল সম্পত্তি, তহবিল ও অন্য পরিসম্পদ এবং ঐ পরিষদের সকল অধিকার ও দায়দায়িত্ব ক্ষেত্রানুযায়ী সংশ্লিষ্ট পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিকট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আদেশানুযায়ী বর্তাইবে ও হস্তান্তরিত হইবে। সরকার অন্যরূপ নির্দেশ না দিলে, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐ পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অধিক্ষেত্রাধীন **(Jurisdiction)** এলাকার জন্য বলবৎ সকল নিয়ম, আদেশ, নির্দেশ ও প্রজ্ঞাপন ঐ পরিষদ এলাকার যে অংশ ঐরূপে অন্তর্ভুক্ত হয় সেই অংশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

ধারা ১৮। পৌরসভা ইত্যাদির সমগ্র বা আংশিক এলাকা নিয়া ইউনিয়ন পরিষদ গঠন

(১) যদি সরকার মনে করে যে, কোন পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সমগ্র এলাকা বা উহার কোন অংশ বিশেষের রূপরেখা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে এবং উহার অধীনে এক বা একাধিক ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা প্রয়োজন, তাহা হইলে সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকারি গেজেটে ঐ প্রজ্ঞাপনের খসড়ার পূর্ব প্রকাশনার পর-

(ক) ঐরূপ এলাকাকে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করিয়া কোন বিদ্যমান ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে; বা

(খ) ঐরূপ এলাকায় এক বা একাধিক ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করিতে পারিবে;

তবে ঐ প্রজ্ঞাপনের খসড়াটি জেলার অন্তর্গত যে স্থানে পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অবস্থিত সেইরূপ কোন স্থান হইতে প্রকাশিত অন্তত দুইটি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় (স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত একটি পত্রিকাসহ) প্রকাশ করিতে হইবে, যাহাতে ঐ প্রকাশনার তারিখ হইতে দুই মাসের সময়সীমার মধ্যে আপত্তিসমূহ জানাইতে বলা হইবে ও প্রস্তাব চাওয়া হইবে। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষ আপত্তিকারী বা প্রস্তাবকারীকে শুনানির সুযোগ দিয়া প্রাপ্ত আপত্তি বা প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন প্রকাশনার তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত করিতে হইবে এবং ঐরূপ নির্বাচনসমূহের সমাপ্তির তারিখ হইতে, ঐ এলাকা, ক্ষেত্রানুযায়ী, ঐরূপে নির্দিষ্ট বা গঠিত ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ঐরূপে প্রজ্ঞাপিত এলাকার পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আর বিদ্যমান থাকিবে না।

(৩) পূর্বে উল্লিখিত ঐ এলাকা যে তারিখ হইতে ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেই তারিখ হইতে কার্যকারিতাক্রমে -

(ক) সংশ্লিষ্ট পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের যে এলাকা ঐরূপে অন্তর্ভুক্ত হয় সেই এলাকা সম্পর্কিত সম্পত্তি, তহবিল ও দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেইরূপ নির্ধারিত হইবে সেইরূপ বিভাজন অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদে বর্তাইবে ও উহার নিকট হস্তান্তরিত হইবে; এবং

(খ) ঐরূপে অন্তর্ভুক্ত এলাকা সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা পৌরসভার বা সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক নিয়োজিত, তাহারা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে কর্মরত থাকিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদে নিয়োজিত বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা ১৯। নদী ভাঙ্গন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে পরিষদ পুনর্গঠন

কোন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত সম্পূর্ণ এলাকা বা অংশ নদী ভাঙ্গন অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিলীন বা বিলুপ্ত হইয়া গেলে সরকার, স্থানীয় সরকার কমিশনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে, উক্ত পরিষদ পুনর্গঠন করিবে এবং নতুন পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান পরিষদ এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

ধারা ২০। অবস্থা বিশেষে প্রশাসক নিয়োগ

(১) কোন এলাকাকে ইউনিয়ন পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/জেলা পরিষদ ঘোষণার পর ইহার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য *সরকার একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রশাসক নিয়োগ করিবে* এবং পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনবোধে, যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হয় এমন সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে প্রশাসকের কর্ম সম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) প্রশাসক এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ, যদি থাকে, চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচন

ধারা ২১। ভোটার তালিকা

(১) প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত একটি ভোটার তালিকা থাকিবে।

(২) কোন ব্যক্তি কোন ওয়ার্ডের ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) ১৮ বছরের কম বয়স্ক না হন;

(গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত না হন; এবং

(ঘ) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বাসিন্দা বলিয়া গণ্য হন।

ধারা ২২। ভোটাধিকার

কোন ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকায় যে ওয়ার্ডে অন্তর্ভুক্ত হইবে তিনি সে ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনে এবং সে ওয়ার্ড যে পরিষদের আওতাধীন তাহার চেয়ারম্যান নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

ধারা ২৩। নির্বাচন পরিচালনা

(১) বিধি অনুসারে নির্বাচন কমিশন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচনের আয়োজন, পরিচালনা ও সম্পাদন করিবে এবং অনুরূপ বিধিতে সরকার নির্বাচন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে নিম্নরূপ সকল বা যে কোন বিষয়ের বিধান করিতে পারিবে, যথা ঃ-

(ক) নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ এবং অনুরূপ অফিসারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

(খ) প্রার্থীদের মনোনয়ন, মনোনয়নের উপর আপত্তি এবং মনোনয়নপত্র বাছাই;

(গ) নির্বাচনে প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদেয় জামানত এবং উক্ত জামানত কোন্ ক্ষেত্রে প্রার্থীগণকে ফেরৎ প্রদান করা হইবে অথবা পরিষদের পক্ষে বাজেয়াপ্ত করা যাইবে;

(ঘ) প্রার্থীতা প্রত্যাহার;

(ঙ) প্রার্থীদের এজেন্ট নিয়োগ;

(চ) প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচন প্রক্রিয়া;

(ছ) নির্বাচনের তারিখ, সময়, স্থান এবং নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়;

(জ) ভোটদান পদ্ধতি;

(ঝ) প্রাপ্ত ভোট বাছাই ও গণনা, ফলাফল ঘোষণা এবং প্রার্থীদের সমান সংখ্যক ভোট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় প্রক্রিয়া;

(ঞ) ব্যালট পেপার ও নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের হেফাজত ও বিলি বন্টন;

(ট) যে পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ভোট গ্রহণ স্থগিত হইবে এবং কিভাবে পুনঃনির্বাচন হইবে;

(ঠ) নির্বাচনের ব্যয়;

(ড) নির্বাচনে দুর্নীতি ও অবৈধ কার্যকলাপ এবং অন্যান্য নির্বাচনী অপরাধের দণ্ড; এবং

(ঢ) নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল, নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় ।

(২) নির্বাচনে প্রার্থীর মনোনয়ন দাখিলের সময় নির্ধারিত ফরমে স্বাক্ষরিত ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে যাহার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবেঃ

(ক) বর্তমানে তিনি কোন ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত আছেন কিনা;

(খ) অতীতে তাহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন ফৌজদারী মামলার রেকর্ড আছে কিনা, থাকিলে উহাদের রায় কি ছিল?

(গ) ব্যবসা/পেশার বিবরণী;

(ঘ) আয়ের উৎসসমূহ;

(ঙ) তাহার নিজের ও পরিবারের অন্যান্য নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায় এর বিবরণী;

(৩) উপধারা ২ এর অধীনে ঘোষণা দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে, মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৪) উপধারা (১) এর দফা (ড) এর ক্ষেত্রে বর্ণিত বিধিতে কারাদণ্ড, অর্থ দণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডের বিধান করা যাইবে, তবে কারাদণ্ডের মেয়াদ দুই হইতে সাত বৎসরের অধিক হইবে না;

ধারা ২৪ । নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ

চেয়ারম্যান এবং সদস্য হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর নির্বাচন কমিশন যথাশীঘ্র সম্ভব সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে ।

পঞ্চম অধ্যায়

নির্বাচনী বিরোধ

ধারা ২৫ । নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল

(১) এই অধ্যাদেশের অধীনে অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচন বা গৃহীত নির্বাচনী কার্যক্রম বিষয়ে নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কোন আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না ।

(২) কোন নির্বাচনের প্রার্থী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত নির্বাচন বা নির্বাচনী কার্যক্রম বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন ও প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে আবেদন করিতে পারিবেন না ।

(৩) এই অধ্যাদেশের ৩৬ এর অধীনে নিযুক্ত নির্বাচন ট্রাইব্যুনালের কাছে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচনী অভিযোগপত্র পেশ করিতে হইবে ।

ধারা ২৬ । নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন

এই অধ্যাদেশের অধীনে নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল এবং একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে ।

ধারা ২৭ । নির্বাচনী দরখাস্ত স্থানান্তর

নির্বাচন কমিশন নিজ উদ্যোগে অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোন এক পক্ষের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে মামলার যে কোন পর্যায়ে কোন নির্বাচনী দরখাস্ত বা আপিল এক ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য ট্রাইব্যুনালে অথবা ক্ষেত্র মতে, এক আপিল ট্রাইব্যুনাল হতে অন্য আপিল ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করিতে পারিবে; এবং যে ট্রাইব্যুনালে বা আপিল ট্রাইব্যুনালে যাহা

স্থানান্তর করা হয় সেই ট্রাইব্যুনাল বা আপিল ট্রাইব্যুনাল উক্ত দরখাস্ত বা আপিল যে পর্যায়ে স্থানান্তর করা হইয়াছে সে পর্যায় হইতে উহার বিচার কার্য চলিতে থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনী দরখাস্ত বা আপিল যে ট্রাইব্যুনাল বা আপিল ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হইয়াছে সে ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত মনে করিলে ইতিপূর্বে পরীক্ষিত কোন সাক্ষীকে পুনরায় তলব বা পরীক্ষা করিতে পারিবে।

ধারা ২৮। নির্বাচনী দরখাস্ত, আপিল ইত্যাদি নিষ্পত্তি

নির্বাচনী দরখাস্ত ও আপিল দায়েরের পদ্ধতি, ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্বাচন বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি, ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনালসমূহের এখতিয়ার ও ক্ষমতা, সংশ্লিষ্ট পক্ষকে প্রদেয় প্রতিকার এবং আনুষঙ্গিক সকল বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যোগ্যতা অযোগ্যতা

ধারা ২৯। পরিষদের সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

(১) কোন ব্যক্তি এই ধারার উপ-ধারা (২) -এর বিধান সাপেক্ষে পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচিত হইবার এবং চেয়ারম্যান বা সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন, যদি-

- (ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;
- (খ) তাঁহার বয়স পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়;
- (গ) চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে যে কোন ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাহার নাম লিপিবদ্ধ থাকে;
- (ঘ) নির্ধারিত আসনের সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাহার নাম লিপিবদ্ধ থাকে;
- (ঙ) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সাধারণ বাসিন্দা হন।

(২) কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচিত হইবার জন্য অযোগ্য হইবেন, যদি-

- (ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান;
- (খ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক তিনি অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন;
- (গ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;
- (ঘ) তিনি কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া *অন্যূন ছয় মাসের* কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তি লাভের পর পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;
- (ঙ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা পরিষদের অথবা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন লাভজনক কর্মে সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;
- (চ) তিনি বা তাঁহার পরিবারের সদস্য পরিষদের কোন কাজ সম্পাদনের বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার হন বা ইহার জন্য নিযুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারী হন বা পরিষদের কোন বিষয়ে তাঁহার কোন প্রকার আর্থিক স্বার্থ থাকে বা তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অত্যাবশ্যক কোন দ্রব্যের ডিলার হন;
- (ছ) তাঁহার নিকট কোন নির্ধারিত ব্যাংক হইতে গৃহীত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী থাকে;
- *(জ) পরিষদের নিকট হইতে গৃহীত কোন ঋণ অনাদায়ী থাকে বা পরিষদের নিকট তাঁহার কোন আর্থিক দায়-দেনা থাকে;*
- *(ঝ) তিনি অন্য কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা জাতীয় সংসদের সদস্য হন;*
- (ঞ) তিনি এই অধ্যাদেশের অধীন যে কোন কর, উপকর, রেইট, টোল, ফি ইত্যাদি পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন;
- (ট) তিনি কোন সরকারি/*আধাসরকারি দপ্তর, স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা,* স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, *সমবায় সমিতি* ইত্যাদি হইতে নৈতিক স্খলন, দুর্নীতি. অসদাচরণ ইত্যাদি অপরাধে চাকুরিচ্যুত হইয়া ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত না করেন;
- *(ঠ) তিনি সরকার কর্তৃক অনুদান প্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কোন সংস্থার সার্বক্ষণিক বা খণ্ডকালীন পদে নিয়োজিত থাকেন;*

(ড) *তাহার নিকট সরকারি বা সরকারি সংস্থার কোন পাওনা (যেমন - ভূমি উন্নয়ন কর, টেলিফোন বিল, বিদ্যুৎ বিল) অনাদায়ী থাকে;*

(ঢ) *তিনি নির্বাচনী অপরাধ সংক্রান্ত অপরাধে সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজা প্রাপ্ত হন এবং তাহার মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;*

(ণ) *তিনি পরিষদের তহবিল তসরুফের কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত হন;*

(ত) *তিনি বিগত দশ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে দণ্ডবিধি ১৮৯ ও ১৯২ ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হন;*

(থ) *তিনি বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে দণ্ডবিধি ২১৩, ৩৩২, ৩৩৩ ও ৩৫৩ ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হন;*

(দ) *তিনি কোন আদালত কর্তৃক ফেরারী আসামী হিসাবে ঘোষিত হন;*

(ধ) *তিনি যদি দায়িত্ব হস্তান্তরে ব্যর্থ হন বা তাহার নির্বাচনে অযোগ্যতা সম্পর্কে মিথ্যা হলফনামা দাখিলের কারণে সাজা প্রাপ্ত হন;*

(ন) *তিনি যদি স্থানীয় সরকার পরিষদ কিংবা সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্ধারিত দায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার পরিষদকে পরিশোধ না করেন ।*

(৩) প্রত্যেক চেয়ারম্যান ও সদস্য পদ প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় এই মর্মে একটি হলফনামা দাখিল করিবেন যে, উপ-ধারা (২) অনুযায়ী তিনি চেয়ারম্যান বা সদস্য নির্বাচনের অযোগ্য নহেন ।

ধারা ৩০ । একই ব্যক্তির দুইটি পদে প্রার্থী না হওয়া

(১) কোন ব্যক্তি একই সাথে চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে প্রার্থী হইতে পারিবেন না ।

(২) যদি কোন ব্যক্তি একই সাথে কোন পরিষদের একাধিক পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন তাহা হইলে তাহার সকল মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে ।

(৩) পরিষদের মেয়াদকালে যখন চেয়ারম্যান পদ শূন্য হইবে তখন কোন সদস্য চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন এবং তিনি যদি নির্বাচিত হন তবে তাহার সদস্য পদ চেয়ারম্যান পদে শপথ গ্রহণের দিন হইতে রহিত হইবে ।

(৪) কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে চেয়ারম্যান বা জাতীয় সংসদের সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না ।

সপ্তম অধ্যায়

পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সম্পর্কিত বিধান

ধারা ৩১ । পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের শপথ

(১) চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক সদস্য তাঁহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে একাদশ তফসিলে বর্ণিত ছকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন ব্যক্তির সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন এবং শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবেন;

(২) চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত ব্যক্তিগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যানসহ সকল সদস্যের শপথ গ্রহণ বা ঘোষণার জন্য সরকার বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ।

ধারা ৩২ । পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের কার্যকাল

(১) কোন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ঐ পরিষদের প্রথম সভার নির্দিষ্ট তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর সময়ের জন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন এবং উহার অধিক নহে ।

(২) পরিষদ গঠনের জন্য কোন সাধারণ নির্বাচন ঐ পরিষদের জন্য অনুষ্ঠিত পূর্ববর্তী সাধারণ নির্বাচনের তারিখ হইতে অনধিক পাঁচ বৎসর সময়সীমার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবে;

তবে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নবগঠিত পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত না হইলে সরকার যে কোন কর্তৃপক্ষকে সভা আহ্বানের জন্য দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে অনুষ্ঠিত সভা পরিষদের প্রথম সভা হিসাবে গণ্য হইবে ।

ধারা ৩৩। দায়িত্ব হস্তান্তর

পরিষদ গঠনের পর পূর্ববর্তী চেয়ারম্যান/প্যানেল চেয়ারম্যান/চেয়ারম্যানের দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য তাঁহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা পরিষদের সকল নগদ অর্থ, পরিসম্পদ, দলিল দস্তাবেজ, রেজিষ্টার ও সীলমোহর যতশীঘ্র সম্ভব অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্মকর্তা কর্তৃক স্থিরীকৃত তারিখ, সময় ও স্থানে নতুন নির্বাচিত চেয়ারম্যান বা ক্ষেত্র বিশেষে মনোনিত প্যানেল চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্যের নিকট পরিষদের সচিব ও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্মকর্তার মনোনীত একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বুঝাইয়া দিবেন।

ধারা ৩৪। ব্যত্যয়ের দণ্ড

(১) যদি কোন চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব প্রাপ্ত কোন সদস্য ৩৩ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি তিন বৎসর পর্যন্ত মেয়াদে কারাদণ্ড এবং ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন;

(২) কোন চেয়ারম্যান বা সদস্য ধারা ২৯ (২) ও (৩) অনুযায়ী তাহার অযোগ্যতা সম্পর্কে মিথ্যা হলফনামা দাখিল করিলে তিনি তিন বৎসর পর্যন্ত মেয়াদে কারাদণ্ড এবং ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা ৩৫। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পদত্যাগ

(১) কোন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য তাঁহার পদত্যাগ করিবার অভিপ্রায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব এর নিকট লিখিতভাবে ব্যক্ত করিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং ঐ রূপ পদত্যাগ পত্র প্রাপ্তি ঐ চেয়ারম্যান বা সদস্য তাহার পদ শূন্য করিয়া দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে;

(২) যখন কোন পদত্যাগপত্র উপধারা (১) অনুযায়ী প্রাপ্ত হয়, তখন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব উহা প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে পরিষদ সদস্যগণকে জানাইয়া দিবেন।

ধারা ৩৬। চেয়ারম্যানের প্যানেল

(১) পরিষদ গঠিত হইবার পর প্রথম অনুষ্ঠিত সভার এক মাসের মধ্যে অগ্রাধিকারক্রমে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি চেয়ারম্যানের প্যানেল, সদস্যগণ তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচন করিবেন;
তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচিত তিন জনের চেয়ারম্যানের প্যানেলের মধ্যে একজন, মহিলা সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

(২) অনুপস্থিতি, অসুস্থতাহেতু বা অন্য যে কোন কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যানের প্যানেল হইতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) পদত্যাগ, অপসারণ, মৃত্যুজনিত অথবা অন্য যে কোন কারণে চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে নতুন চেয়ারম্যানের কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত চেয়ারম্যানের প্যানেল হইতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যানের প্যানেলভুক্ত সদস্য অযোগ্য হইলে অথবা ব্যক্তিগত কারণে দায়িত্ব পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে নতুন চেয়ারম্যানের প্যানেল তৈরী করা যাইবে।

(৫) উপ-ধারা (১) ও (৪) অনুযায়ী সদস্যদের মধ্য হইতে চেয়ারম্যানের প্যানেল নির্বাচিত না হইলে সরকার প্রয়োজন অনুসারে চেয়ারম্যানের প্যানেল তৈরি করিতে পারিবে।

ধারা ৩৭। চেয়ারম্যানের কার্যাবলী ও দায়িত্ব

(১) এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে চেয়ারম্যান পরিষদের পক্ষে নির্বাহী ক্ষমতা এবং পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

(২) এই অধ্যাদেশের অন্যান্য ধারার পরিপন্থী না হইলে চেয়ারম্যান -

(ক) পরিষদের সভা পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করিবেন;

(খ) পরিষদের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের কার্যক্রম তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং তাহাদের গোপনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন;

(গ) সরকার বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত আর্থিক ব্যয় নির্বাহ করিবেন;

(ঘ) পরিষদের সচিব/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে যৌথ স্বাক্ষরে পরিষদের সকল আয় ব্যয়ের হিসাব পরিচালনা করিবেন;

(ঙ) এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে কমিশন এবং সরকার কর্তৃক নির্দেশিত উপায়ে পরিষদের সকল বিবরণী ও প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন;

(চ) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী সরকার এবং কমিশনের নির্দেশানুযায়ী অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) জনস্বার্থ বা জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইলে চেয়ারম্যান জরুরি ভিত্তিতে পরিষদের তহবিল দ্বারা কোন কাজ সম্পাদন করিতে পারিবেন, তবে শর্ত থাকে যে-

(ক) উক্ত কাজ পরিষদের সভার সিদ্ধান্তের পরিপন্থী হইবে না;

(খ) যৌক্তিকতাসহ উক্ত রূপ কার্যক্রম গ্রহণের একটি প্রতিবেদন তিনি পরবর্তী পরিষদ সভায় উপস্থাপন করিবেন এবং পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

(৬) এতদ্ব্যতীত চেয়ারম্যান নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন -

(ক) তিনি পরিষদের সভায় সচিব ও অন্যান্য কর্মচারী এবং পরিষদে স্থানান্তরিত অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিয়মিত হাজিরা/উপস্থিতি নিশ্চিত করিবেন;

(খ) তিনি আইন বা বিধি বিধানের পরিপন্থী এবং প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার কারণে সচিব এবং স্থানান্তরিত অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যতীত পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন অন্যান্য কর্মচারীগণকে প্রয়োজনে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সাময়িক বরখাস্ত করিতে পারিবেন;

শর্ত থাকে যে, পরিষদের পরবর্তী সাধারণ সভায় উক্তরূপ সাময়িক বরখাস্ত অনুমোদিত হইতে হইবে অন্যথায় উহা কার্যকর হইবে না।

(গ) পরিষদের সচিব বা অন্য কোন কর্মচারীর নিকট থেকে লিখিত আদেশ দ্বারা পরিষদের প্রশাসনিক বিষয় সংক্রান্ত যে কোন নথি তলব করিতে পারিবেন এবং এই অধ্যাদেশ, বিধি বা বিদ্যমান সরকারি আদেশানুযায়ী নিদের্শ প্রদান করিতে পারিবেন;

(ঘ) তাহার বিবেচনায় পরিষদের কোন সিদ্ধান্ত এই অধ্যাদেশ বা অন্য কোন আইন বা বিধি পরিপন্থী হইলে অথবা উক্তরূপ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হইলে উহা জনস্বাস্থ্য, জনস্বার্থ ও জননিরাপত্তা বিপন্ন করিবে বলিয়া বিবেচিত হইলে তিনি তাহা কমিশন ও সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৭) পরিষদের নির্বাহী বা অন্য কোন কার্য পরিষদের নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং উহা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমাণিকৃত হইতে হইবে;

(৮) পরিষদের দৈনন্দিন সেবা প্রদানমূলক দায়িত্ব ত্বরান্বিত করিবার লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের মধ্যে নির্বাহী ক্ষমতা বিভাজনের প্রস্তাব পরিষদের সভায় অনুমোদিত হইবে এবং প্রয়োজনবোধে সময়ে সময়ে হহা সংশোধনের এখতিয়ার পরিষদের থাকিবে।

ধারা ৩৮। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সাময়িক বরখাস্তকরণ ও অপসারণ

(১) ক) যে ক্ষেত্রে কোন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা সদস্যের অপসারণের জন্য উপধারা (২) এর অধীনে কার্যক্রম আরম্ভ করা হইয়াছে অথবা তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলায় অভিযোগপত্র আদালত কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের মতে চেয়ারম্যান অথবা সদস্য কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পরিষদের স্বার্থের পরিপন্থী অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হইলে, সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে লিখিত আদেশের মাধ্যমে চেয়ারম্যান অথবা সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবে;

খ) উপধারা (১)(ক) এর অধীনে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ প্রদান করা হইলে আদেশ প্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান এর অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনকারী সদস্য (প্যানেল চেয়ারম্যান) এর নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করিবেন। উক্ত সদস্য চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আনীত কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা চেয়ারম্যান অপসারিত হইলে তাহার স্থলে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবেন;

গ) উপধারা (১)(ক) এর অধীনে পরিষদের কোন সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ প্রদান করা হইলে উক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা উক্ত সদস্য অপসারিত হইলে তাহার স্থলে নতুন সদস্য নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে একজন সদস্য উক্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) চেয়ারম্যান অথবা সদস্য তাঁহার স্বীয় পদ হইতে অপসারণযোগ্য হইবেন, যদি-

ক) পরিষদের নোটিশ প্রাপ্তি সত্ত্বেও তিনি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে পরিষদের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

খ) তিনি পরিষদের বা রাষ্ট্রের স্বার্থের হানিকর কোন কার্যকলাপে জড়িত থাকেন অথবা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হন;

গ) তিনি দায়িত্ব পালন করিতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তিনি দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;

ঘ) তিনি অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে দোষী হন অথবা পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পত্তির কোন ক্ষতি সাধন বা উহার আত্মসাতের বা অপপ্রয়োগের জন্য দায়ী হন;

(ঙ) নির্বাচনের পর যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি ধারা ২৯ (৩) অনুযায়ী নির্বাচনের অযোগ্য ছিলেন;

(চ) বার্ষিক ১২ টি মাসিক সভার স্থলে ন্যূনতম ৯ টি সভা গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত অনুষ্ঠান করিতে বা উপস্থিত থাকিতে ব্যর্থ হন;

(ছ) তিনি নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল না করেন কিংবা দাখিলকৃত হিসাবে অসত্য তথ্য প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই উপ-ধারায় বর্ণিত 'অসদাচরণ' বলিতে ক্ষমতার অপব্যবহার, এই অধ্যাদেশ বলে সময় সময় সরকার কর্তৃক বিধি নিষেধ পরিপন্থী কার্যকলাপ, দুর্নীতি, অসদুপায়ে ব্যক্তিগত সুবিধা হাসিল, পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি, ইচ্ছাকৃত অপশাসন ও সকল রকম অসদাচরণের প্রচেষ্টা অথবা সহায়তা করিবার উদ্যোগকে বুঝাইবে।

(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে আদেশ দ্বারা, উপধারা (২) এ বর্ণিত কারণে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে চেয়ারম্যান বা সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবে।

(৪) অপসারণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করিবার পূর্বে বিধি মোতাবেক তদন্ত ও অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হইবে;

(৫) একজন চেয়ারম্যান বা সদস্য উপধারা (৩) এর অধীন নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ কিংবা উপধারা (৪) অনুযায়ী অপসারণের প্রস্তাব নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর তাৎক্ষণিকভাবে অপসারিত হইবেন;

(৬) পরিষদের কোন চেয়ারম্যান বা সদস্যকে উপধারা (২) অনুযায়ী তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা হইলে তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষের নিকট ঐ আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে আপিল করিতে পারিবেন। আপিল কর্তৃপক্ষ ঐ আপিলটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অপসারণ আদেশটি স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং আপিলকারীরকে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রদানের পর ঐ আদেশটি পরিবর্তন, বাতিল বা বহাল রাখিতে পারিবেন;

(৭) এইরূপ আপিলের উপর আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত হইবে;

(৮) এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারা অনুযায়ী অপসারিত কোন ব্যক্তি কোন পদে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের কার্যকালের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

ধারা ৩৯। চেয়ারম্যান ও সদস্য পদ শূন্য হওয়া

(১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইবে, যদি -

(ক) তিনি ধারা ২৯ (২) অনুযায়ী চেয়ারম্যান বা সদস্য হইবার অযোগ্য হইয়া পড়েন;

(খ) তিনি ধারা ৩৮ অনুযায়ী অপসারিত হন;

(গ) তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ধারা ৩১ (১) এ বর্ণিত শপথ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন;

(ঘ) তিনি ধারা ৩৫ এর অধীন পদত্যাগ করেন;

(ঙ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়া পদটি শূন্য ঘোষণা করিবে।

ধারা ৪০। শূন্য পদ পূরণ

যদি কোন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্যের পদ তাহার মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ বা অন্যবিধ কারণে শূন্য হয়, তাহা হইলে উক্ত শূন্যতার তারিখ হইতে (১৮০) একশত আশি দিনের মধ্যে শূন্য পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

ধারা ৪১। সদস্যপদ পুনর্বহাল

পরিষদের কোন নির্বাচিত চেয়ারম্যান বা সদস্য এই অধ্যাদেশের ৩৮ ধারার বিধানমতে অপসারিত হইয়া অথবা ২৯ ধারার বিধানমতে অযোগ্য ঘোষিত হইয়া সদস্যপদ হারাইবার পর আপিল বা রিভিশনে তাহার উক্তরূপ সাজা রদ বা বাতিল হইলে বা তাহার অযোগ্যতা অবলোপন হইলে তিনি অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পদে বহাল হইবেন। সরকার কর্তৃক উক্তরূপ পূনর্বহাল আদেশের পর উক্ত পদে অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য নির্বাচিত সদস্যের পদ শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা ৪২। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের অধিকার ও দায়বদ্ধতা

(১) পরিষদের চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক সদস্যের এই অধ্যাদেশ ও সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী সাপেক্ষে পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার থাকিবে। প্রত্যেক সদস্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সভাপতির নিকট পরিষদের বা স্থায়ী কমিটির প্রশাসনিক এখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন বা কৈফিয়ৎ দাবী করিতে পারিবেন।

*(২) পরিষদের চেয়ারম্যানকে নোটিশ প্রদান করিয়া পরিষদের যে কোন সদস্য অফিস চলাকালীন সময়ে **Notified** নথিপত্র ব্যতীত অন্যান্য রেকর্ড ও নথিপত্র দেখিতে পারিবেন।*

(৩) পরিষদের চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক সদস্য পরিষদ কর্তৃক অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত কোন কাজ বা প্রকল্পের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে পরিষদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবেন।

(৪) পরিষদের চেয়ারম্যান, স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং সদস্যগণ এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী জনস্বার্থে পরিষদের কার্য পরিচালনা করিবেন এবং পরিষদের নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকিবেন।

ধারা ৪৩। অনাস্থা প্রস্তাব

(১) এই ধারার বিধান সাপেক্ষে পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য বা পরিষদের উপর অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাইবে।

(২) পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের স্বাক্ষরিত নোটিশ, যাহাতে উপধারা (১) অনুযায়ী অনাস্থার বিষয়টি উল্লিখিত থাকিবে, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তার নিকট যে কোন একজন সদস্য ব্যক্তিগতভাবে দাখিল করিবেন।

(৩) অনাস্থা প্রস্তাব প্রাপ্তির পর নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ১ (এক) মাসের মধ্যে অভিযোগসমূহ তদন্ত করিবেন। অভিযোগ প্রমাণিত হইলে ১০ (দশ) কার্য দিবসের সময় প্রদান করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিবেন।

(৪) জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে নিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশ প্রাপ্তির অনধিক ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে অনাস্থা প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য নির্বাচিত সদস্যগণের সভা আহবান করিবেন এবং সকল নির্বাচিত সদস্যের নিকট সভার নোটিশ প্রেরণ নিশ্চিত করিবেন।

(৫) চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে স্থায়ী কমিটির সভাপতি (ক্রমানুসারে) এবং কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে পরিষদের চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।
শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান বা স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপস্থিত থাকিলে বা অন্য কোন কারণে পাওয়া না গেলে উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে একজন সদস্যকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সভাপতি নির্বাচিত করা যাইবে।

(৬) উপধারা (২) অনুযায়ী নিয়োগকৃত কর্মকর্তা সভায় একজন পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকিবেন।

(৭) এই উদ্দেশ্যে আহুত সভাটি নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণ ছাড়া স্থগিত করা যাইবে না এবং মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার অর্ধেক সদস্য সমন্বয়ে সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৮) সভার শুরুতে সভাপতি অনাস্থা প্রস্তাবটি সভায় পাঠ করিয়া শুনাইবেন এবং উন্মুক্ত আলোচনা আহ্বান করিবেন। শর্ত থাকে যে, নিয়ন্ত্রণ বহির্ভুত কোন কারণ ছাড়া এই ধরনের উন্মুক্ত আলোচনা বা বিতর্ক স্থগিত করা যাইবে না।

(৯) সভা শুরু হইবার তিন ঘন্টার মধ্যে বিতর্ক বা উন্মুক্ত আলোচনা শেষ না হইলেও অনাস্থা প্রস্তাবটির উপর ভোট গ্রহণ করিতে হইবে।

(১০) গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করিতে হইবে।

(১১) সভার সভাপতি অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রকাশ্য মতামত প্রকাশ করিবেন না। তিনি ব্যালটের মাধ্যমে উপধারা (১০) অনুযায়ী ভোট প্রদান করিতে পরিবেন। তবে তিনি নির্ণায়ক বা দ্বিতীয় ভোট দিতে পারিবেন না।

(১২) উপধারা (২) অনুযায়ী কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত উপস্থিত কর্মকর্তা সভা শেষ হওয়ার পর পরই অনাস্থা প্রস্তাবের কপি এবং ভোটের ফলাফলসহ সভার কার্যবিবরণী কমিশন ও সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(১৩) অনাস্থা প্রস্তাবটি মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হইলে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান বা সদস্যের আসনটি কমিশনের পরামর্শক্রমে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিবে।

(১৪) অনাস্থা প্রস্তাবটি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অথবা কোরামের অভাবে সভা অনুষ্ঠিত না হইলে উক্ত তারিখের পর ছয় মাস অতিক্রান্ত না হইলে অনুরূপ কোন অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ প্রদান করা যাইবে না।

(১৫) পরিষদের চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের দায়িত্বভার গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে তাহার বিরুদ্ধে অনাস্থা নোটিশ আনয়ন করা যাইবে না।

ধারা ৪৪। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের অনুপস্থিতির ছুটি

(১) কোন চেয়ারম্যান অথবা সদস্যকে পরিষদ যুক্তিসঙ্গত কারণে এক বৎসরে সর্বোচ্চ তিন মাস ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে;

(২) কোন সদস্য ছুটিতে থাকিলে বা অন্য কোন কারণে অনুপস্থিত থাকিলে উক্ত অনুপস্থিতকালীন সময়ের জন্য পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে চেয়ারম্যান যে কোন সদস্যকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

ধারা ৪৫। সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা

(১) চেয়ারম্যান এবং প্রত্যেক সদস্য, তাহার মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময় টিআইএন নম্বরসহ, যদি থাকে, তাহার এবং তাঁহার পরিবারের সদস্যদের দেশে বিদেশে অবস্থিত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সর্বশেষ বিবরণ, যাহা সংশ্লিষ্ট কর অফিসে দাখিল ও গৃহীত হইয়াছে, ঘোষণার মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট কর অফিসে দাখিলকৃত ও গৃহীত টিআইএন নম্বর সম্বলিত সম্পত্তির সর্বশেষ হিসাব দাখিল করিতে না পারিলে বা করা না হইলে চেয়ারম্যান এবং প্রত্যেক সদস্য তাহার মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময় তাহার এবং তাহার পরিবারের যে কোন সদস্যের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এই প্রকার যাবতীয় স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত ছকে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট হলফনামার মাধ্যমে দাখিল করিবেন।

(৩) উপধারা (১) এর অধীনে দাখিলকৃত ঘোষণা মিথ্যা প্রমাণিত হইলে দণ্ড বিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যাইবে।

ব্যাখ্যা। - এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "পরিবারের সদস্য" বলিতে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান বা সদস্যের স্ত্রী বা স্বামী এবং তাহার সহিত বসবাসকারী এবং তাহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নিকে বুঝাইবে।

অষ্টম অধ্যায়

পরিষদের সভা, ক্ষমতা ও কার্যাবলী

ধারা ৪৬। পরিষদের সভা

(১) প্রত্যেক পরিষদ, ঐ পরিষদের কার্যালয়ে মাসে অন্তত একটি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবে। এই সভা অফিস সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবে এবং সভার তারিখ অব্যবহিত পূর্ববর্তী সভায় নির্ধারিত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, নবগঠিত কোন পরিষদের প্রথম সভা শপথ গ্রহণের এক মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইতে হইবে। পরিষদের সচিব উক্ত সভার নোটিশ জারি করিবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, পরিষদের ৫০% সদস্য তলবী সভা আহবানের জন্য চেয়ারম্যানের বরাবরে লিখিত অনুরোধ জানাইলে তিনি ১৫ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠেয় একটি সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিয়া সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৭ দিন পূর্বে পরিষদের সদস্যগণকে নোটিশ প্রদান করিবেন। পরিষদ চেয়ারম্যান এইরূপ সভা আহবান করিতে ব্যর্থ হইলে পূর্বোক্ত সদস্যগণ ১০ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠেয় সভা আহবান করিয়া কমপক্ষে ৭ দিন পূর্বে পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে নোটিশ প্রদান করিবেন। এইরূপ সভা পরিষদের কার্যালয়ে নির্ধারিত তারিখে অফিস চলাকালীন সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে। এইরূপ সভা পরিচালনাকালীন সময়ে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন পর্যবেক্ষণে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন, যিনি উক্তরূপ তলবী সভা পরিচালনা ও সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট একটি লিখিত প্রতিবেদন সভা অনুষ্ঠানের ৭ দিনের মধ্যে পেশ করিবেন।

তবে আরও শর্ত থাকে যে, যদি পরিষদের কোন সভায় পরবর্তী সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ না করা হইয়া থাকে অথবা অব্যবহিত পূর্ববর্তী সভায় নির্ধারিত কোন সভার তারিখ ও সময়ে পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত না হইলে সংশ্লিষ্ট পরিষদের চেয়ারম্যান স্বীয় বিবেচনা অনুযায়ী পরিষদের সভা আহবান করিবেন।

(২) চেয়ারম্যান অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি প্রয়োজন মনে করিলে যে কোন সময় পরিষদের সভা আহবান করিতে পরিবেন।

(৩) সদস্যগণের মোট সংখ্যার অন্যূন এক তৃতীয়াংশের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি না থাকিলে পরিষদ সভায় কোন কার্য নিষ্পন্ন করা যাইবে না।

(৪) এই অধ্যাদেশের ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পরিষদের সভায় সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইবে।

(৫) প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(৬) পরিষদের সভায় চেয়ারম্যান অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে ৩৬ ধারা অনুযায়ী তাহার দায়িত্বপালনকারী সদস্য অথবা উভয়ের অনুপস্থিতিতে, উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত কোন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৭) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্মকর্তাগণ পরিষদের আমন্ত্রণে উহার সভায় যোগদান এবং সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন তবে তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে না।

(৮) কোন্ প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইয়াছে বা হয় নাই তাহা সভাপতি উক্ত সভায় স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিবেন।

(৯) সভার আলোচ্যসূচিতে কারিগরি ও গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে কোনো বিশেষজ্ঞের মতামত প্রয়োজন হইলে পরিষদ উক্ত বিষয় বা বিষয়সমূহে মতামত প্রদানের জন্য এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

ধারা ৪৭। পরিষদের সভায় সম্পাদনীয় কার্য তালিকা

পরিষদের কোন মুলতবী সভা ব্যতীত অন্য প্রত্যেক সভায় সম্পাদনীয় কার্যাবলীর একটি তালিকা, ঐরূপ সভার জন্য নির্ধারিত সময়ের অন্তত সাতদিন পূর্বে পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রেরণ করিতে হইবে। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন ব্যতীত, ঐরূপ তালিকা বহির্ভূত কোন বিষয় সভায় আলোচনার জন্য আনীত হইবে না বা সম্পাদিত হইবে না।

তবে, যদি চেয়ারম্যান মনে করেন যে, এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যাহার জন্য পরিষদের একটি জরুরি সভা আহবান করা সমীচীন, তাহা হইলে তিনি সদস্যগণকে তিন দিনের নোটিশ প্রদানের পর এইরূপ একটি সভা আহবান করিতে পারিবেন।

শর্ত থাকে যে, ঐরূপ সভায় সম্পাদনীয় কার্য তালিকায় একাধিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

ধারা ৪৮। পরিষদের কার্যাবলী নিষ্পন্ন

(১) পরিষদের সকল কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত সীমা ও পদ্ধতিতে পরিষদের অথবা স্থায়ী কমিটিসমূহের সভায় বা ইহার চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক নিষ্পন্ন হইবে;

(২) পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে ৩৬ ধারায় বর্ণিত ক্রমানুসারে একজন প্যানেল সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন;

(৩) কোন পদ শূন্য থাকিলে বা পরিষদের গঠন প্রক্রিয়ায় কোন ত্রুটি রহিয়াছে কিংবা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত হইবার বা ভোটদানে বা অন্য উপায়ে ইহার কার্যধারায় অংশগ্রহণে অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন কেবল এই কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না;

(৪) পরিষদের প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণী এই উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত একটি বইয়ে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;

(৫) সভার কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী চৌদ্দ দিনের মধ্যে পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত নিম্নরূপভাবে প্রেরণ করিতে হইবে-

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিয়া অনুলিপি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;

(খ) উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিয়া অনুলিপি সরকার ও স্থানীয় সরকার কমিশন এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;

(গ) জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে সরকার ও স্থানীয় সরকার কমিশন এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৬) প্রত্যেক পরিষদকে মাসে কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে। প্রয়োজনে এই সংখ্যা আরও বেশি করা যাইবে।

ধারা ৪৯। স্থায়ী কমিটি গঠন

(১) প্রত্যেক পরিষদ উহার কার্যাবলী সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য পরিষদের দায়িত্বভার গ্রহণের পর প্রথম সভা অনুষ্ঠানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিণোক্ত বিষয়ে স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন করিবে ঃ

(ক) ইউনিয়ন পরিষদঃ

(i) অর্থ ও সংস্থাপন;
(ii) শিক্ষা ও গণশিক্ষা;
(iii) স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, মহামারী নিয়ন্ত্রণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;
(iv) স্যানিটেশন, গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন;
(v) হিসাব নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ;
(vi) কৃষি, মৎস্য ও পশু সম্পদ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কাজ;
(vii) সমাজকল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার;
(viii) আইন-শৃংখলা রক্ষা;
(ix) নারী ও শিশু কল্যাণ, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা;
(x) পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ;

(খ) উপজেলা পরিষদ

(i) আইন-শৃঙ্খলা;
(ii) সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন;
(iii) সংস্থাপন, অর্থ ও হিসাব;
(iv) পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন;

(গ) জেলা পরিষদ

(i) আইন-শৃঙ্খলা;
(ii) সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা;
(iii) সংস্থাপন, অর্থ ও হিসাব;
(iv) পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন;

(২) পরিষদ অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে প্রয়োজনে অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৩) স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান কো-অপট সদস্য ব্যতীত পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন। মহিলাদের জন্য নির্ধারিত আসন হইতে নির্বাচিত সদস্যগণ ৪০% ভাগ স্থায়ী কমিটির সভাপতি থাকিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি থাকিবেন, অন্য কোনটির নহে।

(৪) পরিষদ, পরিষদের সদস্য ব্যতীত যে কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপট করিতে পারিবে, যাহাদের, পরিষদের বিবেচনায়, স্থায়ী কমিটিকে সহযোগিতা করিবার জন্য বিশেষ যোগ্যতা থাকিবে। তবে, কোঅপটকৃত সদস্যের ভোটাধিকার থাকিবে না, স্থায়ী কমিটির অন্য সব কার্যাবলীতে তিনি/তাহারা সদস্য হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

(৫) পরিষদের সাধারণ সভায় স্থায়ী কমিটির সকল সিদ্ধান্ত বিবেচিত এবং বিবেচনার পর গৃহীত হইবে।

(৬) শুধুমাত্র নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে স্থায়ী কমিটির উপর পরিষদের ক্ষমতা থাকিবে-

- (ক) বিধি মোতাবেক নিয়মিত সভা আহবান করিতে না পারিলে;
- (খ) নির্ধারিত ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে পরিষদকে পরামর্শ প্রদানে ব্যর্থ হইলে;
- (গ) এই অধ্যাদেশ বা অন্য কোন আইনের বিধান বহির্ভূত কোন কাজ করিলে।

(৭) স্থায়ী কমিটির মেয়াদকাল নিম্নরূপ হইবেঃ

- (ক) ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে ২ বৎসর ৬মাস;
- (খ) উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে ২ বৎসর ৬ মাস;
- (গ) জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে গঠনের তারিখ হইতে ২ বৎসর ৬ মাস।

(৮) প্রত্যেক স্থায়ী কমিটি সাধারণভাবে প্রতি দুইমাসে একবার সভায় মিলিত হইবে, তবে প্রয়োজনে অতিরিক্ত সভা অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।

ধারা ৫০। পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা

(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধন এবং পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কল্পে চেয়ারম্যান নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন;

(২) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্যানেল চেয়ারম্যান পরিষদের চেয়ারম্যানের কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন;

(৩) এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানাবলীতে বর্ণিত বিষয়সমূহকে খর্ব না করিয়া পরিষদ চেয়ারম্যান নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন -

- (ক) তিনি পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সভা পরিচালনা করিবেন;
- (খ) পরিষদের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর কাজ কর্ম তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং তাহাদের গোপনীয় অনুবেদন প্রস্তুত করিবেন;
- (গ) সরকার বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমা পর্যন্ত আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ করিবেন;
- (ঘ) পরিষদের ব্যয় মিটানো এবং পাওনা আদায়ের জন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে ক্ষমতা অর্পন করিবেন;
- (ঙ) এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রয়োজনীয় সকল বিবরণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন;
- (চ) এই অধ্যাদেশ বা বিধি দ্বারা আরোপিত অন্যান্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) পরিষদ চেয়ারম্যান, পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে জন নিরাপত্তামূলক কোন জরুরি কাজ সম্পাদনের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন, যাহা পরিষদের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী হইবে না, এবং এই ধরনের কার্য সম্পাদনের ব্যয়ভার পরিষদ তহবিল হইতে বহনের নির্দেশ দিতে পারিবেন। পরিষদের পরবর্তী সভায় এই উপধারা অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে হইবে এবং উহা পরিষদের সভায় অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৫) উপরোক্ত উপধারাসমূহে বর্ণিত ক্ষমতা ছাড়াও পরিষদের চেয়ারম্যান নিম্নরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন -

- (ক) তিনি পরিষদের সভায় প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ও অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের উপস্থিতি নিশ্চিত করিতে পারিবেন;
- (খ) তিনি পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব বা অন্য কোন কর্মচারীর নিকট হইতে পরিষদের প্রশাসনিক বিষয় সংক্রান্ত যে কোন রেকর্ড বা নথি লিখিতভাবে তলব করিতে এবং আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন -

  তবে, তিনি এইরূপ কোন রেকর্ড বা নথি তলব করিতে পারিবেন না, যাহা সম্পূর্ণরূপে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

(গ) পরিষদের সভায় গৃহীত এমন সিদ্ধান্ত, যাহা বিদ্যমান আইন ও বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এবং যাহা বাস্তবায়িত হইলে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য বা জননিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত তিনি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

ধারা ৫১। পরিষদের কার্যাবলী

(১) পরিষদ স্থানীয় সরকার হিসাবে কাজ করিবে এবং ইহার নিম্নরূপ প্রধান কার্যাবলী থাকিবে-

ক) প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য;

খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা;

গ) জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পর্কিত সেবা; এবং

ঘ) স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

উপরোক্ত মৌলিক কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া পরিষদের দায়িত্বের পরিধি এই অধ্যাদেশের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত হইল।

ধারা ৫২। নাগরিক সনদ প্রকাশ

(১) এই অধ্যাদেশের আওতায় গঠিত প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান হইতে বিভিন্ন প্রকারের নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্তসমূহ এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করিয়া বিবরণ প্রকাশ করিবে যাহা "নাগরিক সনদ" বলিয়া অভিহিত হইবে।

(২) নাগরিক সনদ ন্যূনতম প্রতিবৎসর অন্তর হাল নাগাদ বা নবায়ন করিতে হইবে।

(৩) সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য আদর্শ নাগরিক সনদ সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন করিয়া দিবে। প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান আইন ও বিধি সাপেক্ষে এই নির্দেশিকার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন করিবার ক্ষমতা রাখিবে। তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের পবিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হইলে তাহা অবগতির জন্য সরকার ও কমিশনকে জানাইতে হইবে।

(৪) নাগরিক সনদ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়সহ অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবেঃ

(ক) প্রতি সেবার নির্ভুল ও স্বচ্ছ বিবরণ;

(খ) সেবা প্রদানের মূল্য;

(গ) সেবা গ্রহণ ও দাবি করা সংক্রান্ত যোগ্যতা ও প্রক্রিয়া;

(ঘ) সেবা প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা;

(ঙ) সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে নাগরিকদের দায়িত্ব;

(চ) সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা;

(ছ) সেবা প্রদান সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া; এবং

(জ) সনদে উল্লিখিত অঙ্গীকার লংঘনের শাস্তি।

ধারা ৫৩। উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুশাসন

(১) প্রত্যেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উন্নততর তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করিবে।

(২) উপরোক্ত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার আর্থিক ও কারিগরি সাহায্যসহ অন্যান্য সহায়তা নিশ্চিত করিবে।

(৩) উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বীয় প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সনদে বর্ণিত আধুনিক সেবা সংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সকল সেবার বিবরণ নাগরিকদের অবহিত করিবার ব্যবস্থা করিবে।

নবম অধ্যায়

পরিষদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সম্পদ ও তহবিল

ধারা ৫৪। পরিষদের সম্পত্তি অর্জন, দখলে রাখিবার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা

(১) প্রত্যেক পরিষদের সম্পত্তি অর্জনের, দখলে রাখিবার ও নিষ্পত্তি করিবার এবং চুক্তিবদ্ধ হইবার ক্ষমতা থাকিবে;

তবে, অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা নিষ্পত্তির সকল ক্ষেত্রে পরিষদকে সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) সরকার বিধি দ্বারা -

(ক) পরিষদের মালিকানাধীন বা উহার উপর ন্যস্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিধান করিতে পারিবে;

(খ) উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে; এবং

(গ) এই অধ্যাদেশ কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে সরকার পরিষদের জন্য প্রয়োজনীয় স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) পরিষদ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে-

(ক) উহার মালিকানাধীন বা উহার উপর বা উহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত যে কোন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিদর্শন ও উন্নয়ন করিতে পারিবে;

(খ) এই অধ্যাদেশ বা বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত সম্পত্তি কাজে লাগাইতে পারিবে; এবং

(গ) দান, বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা, বিনিময়ের মাধ্যমে যে কোন সম্পত্তি বিধি অনুযায়ী অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(৪) পরিষদ যথাযথ জরিপের মাধ্যমে ইহার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল সম্পত্তির বিবরণাদি প্রস্তত করিয়া প্রতি বৎসর ইহা হালনাগাদ করিবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পদের বিবরণী, মানচিত্র প্রস্তত করিয়া ইহার একটি অনুলিপি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ও কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) এই অধ্যাদেশ বা বিধির দ্বারা নির্ধারিত পন্থা উপেক্ষা বা লংঘন করিয়া যদি সম্পত্তি অর্জন, দখল ও নিষ্পত্তি করা হয় তাহা হইলে তাহা অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রদানকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ আইনতঃ দায়ী থাকিবেন।

ধারা ৫৫। পরিষদকে সম্পদ হস্তান্তর

সরকার কোন পরিষদকে উহার স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে অবস্থিত কোন সরকারি সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিতে পারিবে এবং ঐরূপ সম্পত্তি ঐ পরিষদে বর্তাইবে ও উহার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে।

ধারা ৫৬। পরিষদের তহবিল

প্রত্যেক পরিষদের জন্য ঐ পরিষদের নামে একটি তহবিল গঠন করিতে হইবে এবং উহার অনুকূলে জমা দিতে হইবে-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও মঞ্জুরী;

(খ) *এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সকল স্থানীয় উৎস হইতে আয়;*

(গ) অন্যকোন পরিষদ কিংবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও মঞ্জুরী;

(ঘ) সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণসমূহ (যদি থাকে);

(ঙ) পরিষদ কর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আদায়কৃত সকল কর, রেইট ও ফি বাবদ অর্থ;

(চ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঐ পরিষদে বর্তানো, উহা কর্তৃক নির্মিত বা উহার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার অধীনে অর্পিত বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ঔষধালয়, ভবন, প্রতিষ্ঠান বা পূর্ত কার্য সম্পর্কে লব্ধ সকল অর্থ;

(ছ) কোন ট্রাষ্টের নিকট হইতে উপঢৌকন বা অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ;

(জ) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী আরোপিত ও আদায়কৃত জরিমানা ও অর্থ দণ্ডের অর্থ;

(ঝ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য সকল প্রকার অর্থ।

ব্যাখ্যাঃ স্থানীয় সম্পদের উৎস বলিতে হাট-বাজার, জলমহাল, বালুমহাল, ভূমি রেজিষ্ট্রেশন ফি, ভূমি উন্নয়ন কর, নিকাহ্ রেজিষ্ট্রেশন ফি এবং অন্যান্য ফি যাহা কেন্দ্রীয়ভাবে সরকার কতৃক আহরিত হইয়া থাকে তাহা বুঝাইবে। এই সকল উৎস হইতে আহরিত আয়ের প্রধান অংশ হইবে ইজারালব্ধ অর্থ, যাহা কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং কোন নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ইহা ক্ষুণ্ন করা যাইবে না।

ধারা ৫৭। পরিষদের ব্যয়

পরিষদ তহবিলের অর্থ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত খাতসমূহে ব্যয় করা যাইবে, যথাঃ

প্রথমতঃ	পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান;
দ্বিতীয়তঃ	এই অধ্যাদেশের অধীন তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;
তৃতীয়তঃ	এই অধ্যাদেশ বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা পরিষদে ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পাদন ও কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয়;
চতুর্থতঃ	নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;
পঞ্চমতঃ	স্থানীয় সরকার/সরকার কর্তৃক পরিষদের উপর ঘোষিত দায়যুক্ত ব্যয়।

(৩) প্রত্যেক পরিষদ, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করিবার জন্য যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ অর্থ ব্যয় করিবার ক্ষমতা সেই পরিষদের থাকিবে;

(৪) পরিষদ তহবিল পরিষদে বর্তাইবে এবং ঐ তহবিলের জমা খাতে উদ্বৃত্ত অর্থ, সরকার সময়ে সময়ে যেইরূপ নির্দেশ দিবেন, সেইরূপ খাতে ব্যয় হইবে;

(৫) পরিষদের সকল তহবিল পরিষদ চেয়ারম্যান ও নির্বাহী কর্মকর্তা/ সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

ধারা ৫৮। পরিষদের তহবিল সংরক্ষণ বা বিনিয়োগ এবং বিশেষ তহবিল গঠন

(১) পরিষদের তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোন সরকারি ট্রেজারীতে বা সরকারি ট্রেজারীর কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংক বা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা রাখিতে হইবে;

(২) পরিষদ নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদের তহবিলের যে কোন অংশ বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) পরিষদ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিশেষ উদ্দেশ্যে আলাদা তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করিবে।

ধারা ৫৯। দায়যুক্ত ব্যয়

(১) পরিষদ তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে, যথা -

(ক) পরিষদের চাকুরিতে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে (প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত কিংবা নিজস্ব) বেতন ও ভাতা হিসেবে দেয় সমুদয় অর্থ;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা, হিসাব নিরীক্ষণ বা সময়ে সময়ে সরকারের নির্দেশক্রমে অন্য কোন বিষয়ের জন্য দেয় অর্থ;

(গ) কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পরিষদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রী বা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক দায়যুক্ত বলিয়া ঘোষিত অন্য যে কোন ব্যয়।

(২) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত কোন ব্যয়ের খাতে যদি কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হেফাজতে উক্ত তহবিল থাকিবে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে সরকার আদেশ দ্বারা উক্ত তহবিল হইতে যতদূর সম্ভব উক্ত অর্থ পরিশোধ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

ধারা ৬০। ***কমিশনের অর্থ বিষয়ক সুপারিশ বাস্তবায়ন***

নিম্নলিখিত বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বিবেচনা করিয়া সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেঃ

(ক) সরকারের বিভিন্ন উৎস হইতে প্রদত্ত কর বা ফিস ইত্যাদি প্রদানের হার বৃদ্ধি;

(খ) সরকারি কোষাগার হইতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান;

(গ) পরিষদের আয়ের উৎস ও পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা।

দশম অধ্যায়

বাজেট ও হিসাব নিরীক্ষা

ধারা ৬১ । বাজেট

প্রত্যেক পরিষদের জন্য জুলাই হতে পরবর্তী জুন মাস পর্যন্ত সময়কাল অর্থ বছর হিসাবে গণ্য হইবে । প্রত্যেক পরিষদ নিম্নরূপভাবে প্রতি অর্থ বছরের জন্য বাজেট প্রণয়ন করিবেঃ

(১) ইউনিয়ন পরিষদ

(ক) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি অর্থ বছর শুরু হইবার ৬০ দিন পূর্বে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ওয়ার্ড সভা থেকে প্রাপ্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উক্ত অর্থ বছরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় বিবরণী সম্বলিত একটি বাজেট প্রণয়ন করিবে ।

(খ) ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি এবং স্থানীয় জনসাধারণের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠান করিয়া এই বাজেট পেশ করিবে এবং পরিষদের পরবর্তী সভায় পাসকৃত বাজেটের অনুলিপি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবে ।

(গ) কোন ইউনিয়ন পরিষদ অর্থ বছর শুরু হইবার পূর্বে উক্ত বাজেট প্রণয়ন করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সম্ভাব্য আয় ব্যয়ের একটি বিবরণী প্রস্তুত ও প্রত্যয়ন করিবে এবং এইরূপ প্রত্যয়নকৃত বিবরণী ইউনিয়ন পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে ।

(ঘ) উপধারা (১) (খ) এর অধীন প্রণীত বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বাজেটে পদ্ধতিগত কোন ত্রুটি থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া পরিষদকে অবহিত করিবে এবং অনুরূপভাবে প্রণীত বাজেট ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে ।

(ঙ) কোন অর্থ বছর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় উক্ত বছরের জন্য প্রয়োজন হইলে ইউনিয়ন পরিষদ সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন করিয়া ইহার অনুলিপি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবে এবং উক্ত সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রেও ঐ ধারার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে ।

(চ) এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী গঠিত ইউনিয়ন পরিষদ প্রথম বার যেই অর্থ বছরে দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে সেই অর্থ বছরটির অবশিষ্ট সময়ের জন্য দায়িত্বভার গ্রহণের পর বাজেট প্রণয়ন করিবে এবং উক্ত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে ।

(২) উপজেলা পরিষদ

(ক) প্রতি অর্থ বৎসর শুরু হইবার অন্তত ৬০ দিন পূর্বে পরিষদ উক্ত বৎসরের আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী, অতপর বাজেট বলিয়া উল্লিখিত, সরকার প্রণীত নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রণয়ন করিয়া উহার অনুলিপি পরিষদের নোটিশ বোর্ডে অন্ততঃ পনের দিনব্যাপী জনসাধারণের অবগতি, মন্তব্য ও পরামর্শের জন্য প্রকাশ্য স্থানে রাখিবে ।

(খ) উপধারা (২)(ক) অনুসারে প্রদর্শিত বাজেট সম্পর্কে জনগণের মন্তব্য ও পরামর্শ বিবেচনাক্রমে পরিষদ সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসর শুরু হইবার ত্রিশ দিন পূর্বে বাজেটটি অনুমোদন করিয়া উহার একটি অনুলিপি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে ।

(গ) কোন অর্থ বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ ইহার বাজেট অনুমোদন করিতে না পারিলে সরকার উক্ত বৎসরের জন্য একটি আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করাইয়া উহা প্রত্যয়ন করিবে এবং এইরূপ প্রত্যয়নকৃত বিবরণী পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) উপধারা (২)(ক) এর অধীনে বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে বাজেটে পদ্ধতিগত কোন ত্রুটি থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া পরিষদকে অবহিতকরিবে এবং অনুরূপ সংশোধিত বাজেটই পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, পরিষদ একটি সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করিতে পারিবে এবং উক্ত সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

(চ) এই অধ্যাদেশ মোতাবেক গঠিত পরিষদ প্রথমবার যে অর্থ বৎসরে দায়িত্ব গ্রহণ করিবে সেই অর্থ বৎসরের বাজেট উক্ত দায়িত্বভার গ্রহণের পর অর্থ বৎসরটির বাকী সময়ের জন্য প্রণীত হইবে এবং উক্ত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

(৩) জেলা পরিষদ

(ক) প্রতি অর্থ বৎসর শুরু হইবার ৬০ দিন পূর্বে জেলা পরিষদ উক্ত বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী, অতপর বাজেট বলিয়া উল্লিখিত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন করিবে এবং উহার একটি করিয়া অনুলিপি জনগণের মন্তব্য ও পরামর্শ গ্রহণের জন্য প্রকাশ্য স্থানে রাখিবে।

(খ) উপধারা (৩)(ক) অনুসারে প্রদর্শিত বাজেট সম্পর্কে জনগণের মন্তব্য ও পরামর্শ বিবেচনাক্রমে পরিষদ সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসর শুরু হইবার ত্রিশ দিন পূর্বে বাজেটটি অনুমোদন করিয়া উহার একটি অনুলিপি বিভাগীয় কমিশনার বা সরকার কতৃক নির্ধারিত কর্তপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

(গ) কোন অর্থ বৎসর শুরু হইবার পূর্বে জেলা পরিষদ ইহার বাজেট অনুমোদন করিতে না পারিলে সরকার উক্ত বৎসরের জন্য একটি আয় ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করাইয়া উহা প্রত্যয়ন করিবে এবং এইরূপ প্রত্যয়নকৃত বিবরণী জেলা পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) উপধারা (৩)(ক) এর অধীনে বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার, আদেশ দ্বারা, বাজেটে পদ্ধতিগত কোন ত্রুটি থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া পরিষদকে অবহিত করিবে এবং অনুরূপভাবে প্রণীত সংশোধিত বাজেটই জেলা পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, পরিষদ একটি সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করিতে পারিবে এবং উক্ত সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

(চ) এই অধ্যাদেশ মোতাবেক গঠিত জেলা পরিষদ প্রথমবার যে অর্থ বৎসরে দায়িত্ব গ্রহণ করিবে সেই অর্থ বৎসরের বাজেট উক্ত দায়িত্বভার গ্রহণের পর অর্থ বৎসরটির বাকী সময়ের জন্য প্রণীত হইবে এবং উক্ত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

ধারা ৬২। হিসাব

প্রত্যেক পরিষদ নিম্নরূপভাবে প্রতি অর্থ বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেঃ

(১) ইউনিয়ন পরিষদ

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(খ) প্রত্যেক অর্থ বছরের শেষে ইউনিয়ন পরিষদ উক্ত অর্থ বছরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবে এবং ইউনিয়ন পরিষদের সকল স্থায়ী কমিটি ও জনসাধারণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত

বাজেট অধিবেশনে এই হিসাব পেশ করিবে এবং প্রয়োজনবোধে সভায় উপস্থিত জনগণের মতামত বা পরামর্শের আলোকে বাজেট সংশোধন করিতে পারিবে।

(গ) ইউনিয়ন পরিষদ পরবর্তী অর্থ বছরের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উপধারা (১)(খ) অনুযায়ী পরিষদের আয়-ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাব এর অনুলিপি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সমন্বিত প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সরকার ও কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) উপজেলা পরিষদ

(ক) প্রত্যেক উপজেলা পরিষদের আয় ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে সংরক্ষণ করা হইবে।

(খ) প্রতিটি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পর উপজেলা পরিষদ একটি বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবে এবং পরবর্তী অর্থ বৎসরের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উহা জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে। জেলা প্রশাসক সমন্বিত প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সরকার ও কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

(গ) উক্ত বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাবের একটি অনুলিপি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের কোন নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করিতে হইবে এবং উক্ত হিসাব সম্পর্কে জনসাধারণের আপত্তি বা পরামর্শ উপজেলা পরিষদ বিবেচনা করিবে এবং প্রয়োজনবোধে জনগণের মতামত বা পরামর্শের আলোকে বাজেট সংশোধন করিতে পারিবে।

(৩) জেলা পরিষদ

(ক) প্রত্যেক জেলা পরিষদের আয় ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে সংরক্ষণ করা হইবে।

(খ) প্রতিটি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পর জেলা পরিষদ একটি বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবে এবং পরবর্তী অর্থ বৎসরের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উহা বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবে। বিভাগীয় কমিশনার সমন্বিত প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সরকার ও কমিশনের নিকট মতামতসহ প্রেরণ করিবে।

(গ) উক্ত বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাবের একটি অনুলিপি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য জেলা পরিষদ কার্যালয়ের কোন নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করিতে হইবে এবং উক্ত হিসাব সম্পর্কে জনসাধারণের আপত্তি বা পরামর্শ জেলা পরিষদ বিবেচনা করিবে এবং প্রয়োজনবোধে জনগণের মতামত বা পরামর্শের আলোকে বাজেট সংশোধন করিতে পারিবে।

ধারা ৬৩। নিরীক্ষক নিয়োগ

(১) ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদের তহবিলের হিসাবসমূহ কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার যেইরূপ বিহিত করিবেন, সেই সময়ে ও স্থানে এবং নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত কোন নিরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিত ও নিরীক্ষিত হইবে।

(২) এই ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত নিরীক্ষক বাংলাদেশ দণ্ড বিধি আইনের ২১ ধারা মতে জনসেবক **(Public Servant)** বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) ক্ষেত্র অনুযায়ী পরিষদের চেয়ারম্যান তহবিলের যে সকল হিসাব উপস্থাপনের জন্য নিরীক্ষক অনুরোধ জানাইবেন, সেই সকল হিসাব তিনি নিরীক্ষকের নিকট উপস্থাপন করিবেন বা করাইবেন।

ধারা ৬৪। নিরীক্ষকগণের ক্ষমতা

(১) এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী নিরীক্ষার প্রয়োজনে কোন নিরীক্ষক -

(ক) নিরীক্ষা কার্য যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য তিনি যেইরূপ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিবেন সেইরূপ কোন দস্তাবেজ তাহার সম্মুখে উপস্থাপন করিবার জন্য অথবা সেইরূপ কোন তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য তিনি লিখিত ভাবে অনুরোধ করিতে পারিবেন;

(খ) যে ব্যক্তি ঐরূপ কোন দস্তাবেজের জন্য কৈফিয়ত দিতে দায়ী, অথবা যে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে ঐরূপ কোন দস্তাবেজ থাকে, অথবা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ বা জেলা পরিষদের সদস্যগণের

সহিত, দ্বারা বা পক্ষে কোন অংশ বা স্বার্থ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, এবং তাহার স্বনামেই হউক বা তাহার অংশীদারের নামেই হউক, থাকে, সেইরূপ কোন ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইবার জন্য লিখিত অনুরোধ করিতে পারিবেন; এবং

(গ) ঐরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ কোন দস্তাবেজ সম্পর্কে একটি ঘোষণা প্রস্তুত করিয়া তাহা স্বাক্ষর করিবার জন্য, অথবা কোন প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য অথবা কোন বিবৃতি প্রস্তুত করিয়া তাহা দাখিল করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে।

যদি কোন ব্যক্তি ১ (ক) নং উপধারা অনুযায়ী নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত অনুরোধ পালন করিতে অবহেলা করে বা অস্বীকৃত হয়, নিরীক্ষক, যে কোন সময়, ঐ বিষয়টি কোন ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বা কোন উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে এবং কোন জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারকে বিষয়টি অবহিত করিতে পারিবেন। ক্ষেত্রানুযায়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা জেলা প্রশাসক বা বিভাগীয় কমিশনার, যে ব্যক্তি নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত অনুরোধ পালন করিতে অবহেলা করিতেছে বা অস্বীকৃতি করিয়াছে সেই ব্যক্তিকে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত নির্দেশ ঐ ব্যক্তির জন্যে অবশ্যই পালনীয় হইবে।

ধারা ৬৫। নিরীক্ষা প্রতিবেদন

সরকার স্থানীয় সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে নিরীক্ষা বিষয়ক ব্যবস্থাপনার বিধি প্রণয়ন করিবে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিধিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকিবেঃ

(ক) নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংক্রান্ত সময়সীমা;
(খ) হিসাব পত্রের গুরুত্বপূর্ণ অসংগতি বা অনিয়ম;
(গ) অর্থ বা সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতি বা অপচয়;
(ঘ) নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর ব্যবস্থা গ্রহণের সময়সীমাসহ অন্যান্য করণীয় বিষয়াবলী;
(ঙ) অবৈধভাবে অর্থ প্রদানকারী বা অর্থ প্রদান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট সুপারিশ;
(চ) হিসাব পত্রের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা;
(ছ) হিসাব পত্রের বিশেষ নিরীক্ষা।

একাদশ অধ্যায়

পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

ধারা ৬৬। ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

(১) সচিব

(ক) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের এক জন সচিব থাকিবেন, যিনি সরকার বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিযুক্ত হইবেন ;

(খ) সরকার ইউনিয়ন পরিষদের সচিব নিয়োগ, চাকুরির শর্ত নির্ধারণ, বেতন ভাতা প্রদান, শৃংখলা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, অবসর প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিবে;

(গ) ইউনিয়ন পরিষদের সচিব পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে নিম্ন লিখিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করিবেন-

(i) তিনি দাপ্তরিক দায়িত্ব হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদের সভায় এবং স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করিবেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না;

তবে, সচিব পরিষদের আলোচ্যসূচিভুক্ত যে কোন বিষয়ে তাহার মতামত দিবেন। সচিবের উক্তরূপ সুনির্দিষ্ট মতামতসহ প্রত্যেকটি আলোচ্যসূচি পরিষদের সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে;

শর্ত থাকে যে, তিনি যদি মনে করেন যে, পরিষদের সভায় গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত সরকারের নিকট প্রেরণ করা প্রয়োজন তিনি তাহা রেকর্ড করিবেন;

(ii) *পরিষদের যে কোন কমিটির সভায়, সভাপতি প্রয়োজন মনে করিলে উপস্থিত থাকিবেন;*

(iii) *পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবেন;*
তবে, তিনি যদি মনে করেন যে, সভার সিদ্ধান্ত আইনসংগতভাবে গৃহীত হয়নি এবং উক্ত সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হইলে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য এবং জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবে, তিনি পরিষদকে উহা পুনর্বিবেচনার জন্য লিখিত অনুরোধ করিবেন। পরিষদ ইহার পূর্বের সিদ্ধান্ত বহাল রাখিলে বিষয়টি চেয়ারম্যানকে অবহিত রাখিয়া সরকার বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে ইহবে এবং ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সরকার বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া না গেলে সরকার বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে অবহিত রাখিয়া সিদ্ধান্তটি বা সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা যাইবে;

(iv) *চেয়ারম্যানের সাধারণ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ করিবেন;*

(v) *এই অধ্যাদেশ দ্বারা বা অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন;*

(vi) *পরিষদ এবং অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক নিরূপিত ব্যয় নির্বাহ করিবেন;*

(vii) *পরিষদ তহবিলের নিরাপদ হেফাজতের জন্য দায়ী থাকিবেন;*

(viii) *পরিষদের আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন;*

(ix) *পরিষদের সভা এবং ওয়ার্ড সভার কার্যবিবরণী রেকর্ড করিবেন;*

(x) *পরিষদের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;*

(xi) *অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির নিকট পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে অথবা পরবর্তী মাসের সভায়, যাহা আগে হইবে, মাসিক হিসাব বিবরণী উপস্থাপন করিবেন;*

(xii) *৩০ শে জুনের মধ্যে পরিষদের নিকট বিগত অর্থ বছরের বার্ষিক হিসাব উপস্থাপন করিবেন;*

(xiii) *সরকার, স্থানীয় সরকার কমিশন বা অডিট কর্তৃপক্ষের নিকট চাহিদা অনুযায়ী আয় ব্যয়ের হিসাব বিবরণী সরবরাহ করিবেন;*

(xiv) *পরিষদের অধীনস্ত কোন প্রতিষ্ঠানের (যদি থাকে) আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন;*

(xv) *পরিষদের স্থায়ী কমিটি এবং এই আইনের অধীনে গঠিত অন্যান্য কমিটির রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ করিবেন;*

(xvi) *সরকার বা স্থানীয় সরকার কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বার্ষিক এবং পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম সমন্বয় করিবেন;*

(xvii) *সরকার এবং স্থানীয় সরকার কমিশন কর্তৃক আদিষ্ট হইলে পরিষদের তহবিল ব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন;*

(xviii) *নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে কিংবা প্রশাসনিক কারণে প্রয়োজন মনে করিলে জেলাধীন এক ইউনিয়ন হইতে অন্য ইউনিয়নে তাকে বদলী করা যাইবে।*

(২) অন্যান্য কর্মচারী

(ক) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করিতে পারিবে, যাহাদের বেতন ভাতা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল হইতে পরিশোধ করা হইবে এবং যাহাদের নিয়ন্ত্রণ ইউনিয়ন পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে;

(খ) উপধারা (২)(ক) অনুযায়ী নিয়োগকৃত কর্মচারীদের চাকুরি বদলিযোগ্য হইবে না।

(গ) ইউনিয়ন পর্যায়ে নিযুক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী পরিষদে প্রেষণে নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

ধারা ৬৭। উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

(১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

(ক) *প্রত্যেক উপজেলায় কর্মরত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উক্ত উপজেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।*

(খ) *উপজেলা পরিষদের সদস্য সচিব হিসাবে সরকার একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করিবে;*

(গ) সরকার পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ, চাকুরির শর্ত নির্ধারণ, বেতন ভাতা প্রদান, শৃঙ্খলা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিবে;

(ঘ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে নিম্নলিখিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করিবেন-

(*i*) *তিনি দাপ্তরিক দায়িত্ব হিসাবে পরিষদের এবং স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করিবেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না;*

তিনি পরিষদের আলোচ্যসূচিভুক্ত যে কোন বিষয়ে তাহার মতামত দিবেন। উক্তরূপ সুনির্দিষ্ট মতামতসহ প্রত্যেকটি আলোচ্যসূচি পরিষদের সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে;

শর্ত থাকে যে, তিনি যদি মনে করেন, পরিষদের সভায় গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত সরকারের নিকট প্রেরণ করা প্রয়োজন তিনি তাহা রেকর্ড করিবেন;

(*ii*) পরিষদের যে কোন কমিটির সভায়, সংশ্লিষ্ট সভাপতি প্রয়োজন মনে করিলে, উপস্থিত থাকিবেন;

(*iii*) পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবেন;

তবে, তিনি যদি মনে করেন যে, সভার সিদ্ধান্ত আইনসংগতভাবে গৃহীত হয়নি এবং উক্ত সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হইলে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য এবং জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবে, তিনি পরিষদকে উহা পুনর্বিবেচনার জন্য লিখিত অনুরোধ করিবেন। পরিষদ ইহার পূর্বের সিদ্ধান্ত বহাল রাখিলে তিনি বিষয়টি চেয়ারম্যানকে অবহিত করিয়া সরকার বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং ১৫ দিনের মধ্যে সরকার বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া না গেলে সরকার বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে অবহিত রাখিয়া সিদ্ধান্তটি বা সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা যাইবে;

(*iv*) চেয়ারম্যানের সাধারণ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ করিবেন;

(*v*) এই অধ্যাদেশ দ্বারা বা অধ্যাদেশের অধীনে প্রদত্ত দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন;

(*vi*) পরিষদ অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক নিরূপিত ব্যয় নির্বাহ করিবেন;

(*vii*) পরিষদ তহবিলের নিরাপদ হেফাজতের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(*viii*) পরিষদের আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন;

(*ix*) পরিষদের সভা এবং সভার কার্যবিবরণী রেকর্ড করিবেন;

(*x*) পরিষদের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(*xi*) অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির নিকট পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে অথবা পরবর্তী মাসের সভায়, যাহা আগে হইবে, মাসিক হিসাব বিবরণী উপস্থাপন করিবেন;

(*xii*) ৩০ শে জুনের মধ্যে পরিষদের নিকট বিগত অর্থ বছরের বার্ষিক হিসাব উপস্থাপন করিবেন;

(*xiii*) সরকার, স্থানীয় সরকার কমিশন বা অডিট কর্তৃপক্ষের নিকট চাহিদা অনুযায়ী আয় ব্যয়ের হিসাব বিবরণী সরবরাহ করিবেন;

(*xiv*) পরিষদের অধীনস্ত কোন প্রতিষ্ঠানের (যদি থাকে) আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন;

(*xv*) পরিষদের স্থায়ী কমিটি এবং এই আইনের অধীনে গঠিত অন্যান্য কমিটির রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ করিবেন;

(*xvi*) সরকার বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম সমন্বয় করিবেন;

(*xvii*) সরকার এবং স্থানীয় সরকার কমিশন কর্তৃক আদিষ্ট হইলে পরিষদের তহবিল ব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন;

(২) অন্যান্য কর্মকর্তা

উপজেলা পরিষদে ইতিপূর্বে বলবৎ জনবল কাঠামো সরকার কর্তৃক পরবর্তী সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকিবে এবং তাহারা পূর্বের ন্যয় কাজ করিবে।

ধারা ৬৮। জেলা পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

জেলা পরিষদে বর্তমান জনবল কাঠামো সরকার কর্তৃক পরবর্তী সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকিবে এবং তাহারা পূর্বের ন্যয় কাজ করিবে।

ধারা ৬৯। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিষদে ন্যস্তকরণে সরকারের ক্ষমতা

(১) নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে পরিষদের সাধারণ বা বিশেষ কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে নির্ধারিত সময়ের জন্য পরিষদে ন্যস্ত করিতে পারিবে, উক্তরূপে স্থানান্তরিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সংশ্লিষ্ট পরিষদের তত্ত্বাবধানে ও সাধারণ নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) উপধারা (১) অনুসারে হস্তান্তরিত বা ন্যস্তকৃত কোন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সমীচীন মনে করিলে পরিষদ এ বিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

(৩) উপধারা (১) অনুযায়ী পরিষদে স্থানান্তরিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাহাদের উপর অর্পিত সাধারণ দায়িত্ব ছাড়াও পরিষদের কর্মকর্তা/কর্মচারীর ন্যায় পরিষদ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্বও পালন করিবেন।

(৪) উপধারা (১) অনুযায়ী স্থানান্তরিত/ন্যস্তকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ পরিষদের নিকট এই অধ্যাদেশ বা বিধি অনুযায়ী স্থানান্তরিত নহে এমন সরকারি প্রকল্প, স্কীম, পরিকল্পনা ইত্যাদিও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) সংশ্লিষ্ট পরিষদ কর্তৃক ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা অর্জন না করা পর্যন্ত উপধারায় (১) অনুযায়ী স্থানান্তরিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা সরকার কর্তৃক প্রদেয় হইবে।

(৬) ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরযোগ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণ পঞ্চম তফসিল এ দেওয়া হইল।

ধারা ৭০। পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্পর্ক

(১) পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইনগত অধিকার ও পেশাগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন বা পরিষদে ন্যস্তকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ বিষয়ক একটি আচরণ বিধি **(Code of Conduct)** *প্রণয়ন করিবে।*

(২) পরিষদের যে কোন সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের মতামত সভার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৩) পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন বা পরিষদে ন্যস্তকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন করিবেন এবং যে কোন প্রকার অশোভন আচরণ পরিহার করিবেন।

(৪) কমিশন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আচরণ বিধি বহির্ভূত যে কোন অভিযোগ বিবেচনা করিবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করিবে।

(৫) পরিষদ নির্বাচিত কোন জনপ্রতিনিধি কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কোন কার্য সম্পাদনের জন্য মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করিলেও সংশ্লিষ্ট কাজটি বাস্তবায়নের পূর্বে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

পরিষদের করারোপ

ধারা ৭১। ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক করারোপ

(১) করারোপ

(ক) ইউনিয়ন পরিষদ ষষ্ঠ তফসিলে উল্লিখিত সকল অথবা যে কোন কর, রেইট, ফিস ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করিতে পারিবে;

(খ) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট ও ফিস নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিজ্ঞাপিত হইবে এবং উক্ত আরোপের বিষয়টি পুর্বেই প্রকাশ করিতে হইবে;

(গ) কোন কর, রেইট ও ফিস আরোপের বা আরোপিত কর, রেইট ও ফিস সংশোধনের কোন প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ হইতে উক্ত কর, রেইট, ফিস বা উহাদের সংশোধন কার্যকর হইবে ।

(ঘ) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্য কোন খাতের উপর আরোপিত কর, রেইট, টোল, ফিস বা অন্য কোন উৎস হইতে অর্জিত আয় ।

(২) আদর্শ কর তফসিল

সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য আদর্শ কর তফসিল প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ তফসিল প্রণীত হইলে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক কর, রেইট কিংবা ফিস ইত্যাদি আরোপ উক্ত তফসিল দ্বারা পরিচালিত হইবে ।

(৩) কর সংক্রান্ত দায়

(ক) কোন ব্যক্তি বা জিনিসপত্রের উপর কর, রেইট কিংবা ফিস আরোপ করা যাইবে কিনা তাহা নির্ধারণের প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদ নোটিশের মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিতে বা দলিলপত্র হিসাব বই বা জিনিসপত্র দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে;

(খ) এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইউনিয়ন পরিষদের কোন সদস্য বা কর্মচারী যথাযথ নোটিশ প্রদানের পর কোন ইমারত বা অঙ্গন কর আরোপযোগ্য কি না তাহা যাচাই করিবার জন্য উক্ত ইমারত বা অঙ্গনে প্রবেশ করিতে পারিবেন ।

(৪) কর সংগ্রহ ও আদায়, ইত্যাদি ।

(ক) এই অধ্যাদেশে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে এই অধ্যাদেশের অধীন আরোপণীয় সকল কর, রেইট এবং ফিস নির্ধারিত ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করিতে হইবে;

(খ) এই অধ্যাদেশের অধীন ইউনিয়ন পরিষদের প্রাপ্য অনাদায়ী সকল কর, রেইট, ফিস এবং অন্যান্য অর্থ সরকারি দাবি হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(গ) এতদুদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন সদস্য বা কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বকেয়া কোন কর, রেইট বা ফিস আদায়ের জন্য জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত ও নিস্পত্তি করিতে পারিবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৪)(ক) এর বিধান সত্ত্বেও সরকার কোন ইউনিয়ন পরিষদকে এই আইনের অধীন প্রাপ্য সকল অনাদায়ী কর, রেইট, ফিস বা অন্য কোন অর্থ আদায় করিবার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে;

(ঙ) উপধারা (৪)(ঘ) এর অধীন ক্ষমতা কোন্ কর্মকর্তা বা কোন্ শ্রেণীর কর্মকর্তা কি প্রকারে প্রয়োগ করিবেন তাহা সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিবে ।

(৫) কর মূল্যায়ন, নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপত্তি ইত্যাদি ।

নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়ে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট পেশকৃত লিখিত দরখাস্ত ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে এই অধ্যাদেশের অধীন ধার্য কোন কর, রেইট, ফিস বা এতদ্‌সংক্রান্ত কোন সম্পত্তির মূল্যায়ন অথবা কোন ব্যক্তির নিকট দাবি সম্পর্কে কোন আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না ।

(৬) কর বিধি ।

(ক) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত সকল কর, রেইট, ফিস এবং অন্যান্য দাবি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্য, আরোপ, ইজারা ইত্যাদি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে;

(খ) এই ধারায় উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কিত বিধিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কর দাতাদের করণীয় এবং কর ধার্যকারী ও আদায়কারী কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিধান থাকিবে ।

ধারা ৭২ । উপজেলা পরিষদ কর্তৃক করারোপ

(১) উপজেলা পরিষদ সপ্তম তফসিলে উল্লিখিত সকল অথবা যে কোন কর, রেইট, ফিস ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করিতে পারিবে ।

(২) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্য কোন খাতের উপর আরোপিত কর, উপকর, রেইট, টোল, ফিস বা অন্য কোন উৎস হইতে অর্জিত আয় ।

ধারা ৭৩ । জেলা পরিষদ কর্তৃক করারোপ

(১) জেলা পরিষদ অষ্টম তফসিলে উল্লিখিত সকল অথবা যে কোন কর, রেইট, ফিস ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করিতে পারিবে ।

(২) বিজ্ঞাপনের উপর কর ।

(৩) জেলা পরিষদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন রাস্তা, পুল ও ফেরির উপর টোল ।

(৪) জেলা পরিষদ কর্তৃক জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য রেইট ।

(৫) জেলা পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত বা পরিচালিত স্কুলের ফিস ।

(৬) জেলা পরিষদ কর্তৃক কৃত জনকল্যাণমূলক কাজ হইতে প্রাপ্ত উপকার গ্রহণের জন্য ফিস ।

(৭) জেলা পরিষদ কর্তৃক কৃত কোন বিশেষ সেবার জন্য ফিস ।

(৮) সরকার কর্তৃক জেলা পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আরোপিত যে কোন কর ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সরকার ও কমিশনের ক্ষমতা

ধারা ৭৪ । পরিষদের রেকর্ড ইত্যাদি পরিদর্শনের ক্ষমতা -

(১) সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা পরিষদকে নিম্নরূপ নির্দেশ দিতে পারিবে-

(ক) পরিষদের হেফাজতে বা নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন রেকর্ড, রেজিষ্টার বা অন্যান্য নথিপত্র উপস্থাপন;

শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনে এই সকল রেকর্ড, রেজিষ্টার বা নথিপত্রের ফটোকপি রাখিয়া মূল কপি ৯০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পরিষদে ফেরত দিতে হইবে;

(খ) যে কোন রিটার্ন, প্ল্যান, প্রাক্কলন, আয়-ব্যয় বিবরণী ইত্যাদি দাখিল;

(গ) পরিষদ সংশ্লিষ্ট যে কোন তথ্য বা প্রতিবেদন সরবরাহ;

(২) পরিষদের আয়ের উৎস হিসাবে কোন দাবি পরিত্যাগ বা কোন প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেওয়ার পূর্বে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ;

(৩) সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা যে কোন পরিষদ এবং পরিষদের নথিপত্র, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, সমাপ্ত ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসহ যে কোন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করিতে পারিবে;

(৪) প্রত্যেক পরিষদ, পরিষদের চেয়াম্যান ও সদস্যগণ এবং সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ উপ-ধারা (১) অনুযায়ী নিযুক্ত কর্মকর্তাকে সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(৫) সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রত্যেক পরিষদের প্রশাসনিক কার্যক্রম সংক্রান্ত পারফরমেন্স অডিট সম্পন্ন করিবে ।

ধারা ৭৫ । কারিগরি তদারকি ও পরিদর্শন -

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং তাঁহার কর্তৃক মনোনীত কারিগরি কর্মকর্তাগণ পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উক্ত বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ড ও নথিপত্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন ।

ধারা ৭৬ । সরকার বা কমিশনের দিক নির্দেশনা প্রদান এবং তদন্ত করিবার ক্ষমতা -

(১) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন সরকার কমিশনের মতামত গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রীয় নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রাখিয়া যে কোন পরিষদকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন, পরিষদ ও ওয়ার্ড সভার কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে, এবং পরিষদ উক্তরূপ দিক নির্দেশনা আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করিবে;

(২) কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন বা কোনরূপ আর্থিক অনিয়ম বা পরিষদের অন্য যে কোন অনিয়মের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ নির্ধারিত পদ্ধতিতে এক বা একাধিক কর্মকর্তা তদন্ত করিবেন; সংশ্লিষ্ট পরিষদ উক্ত তদন্ত কাজ পরিচালনায় সহযোগিতা করিবেন;

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী তদন্ত সম্পাদনের পর তদন্তের ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে প্রয়োজন মনে করিলে এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে দায়ী ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারী বা পরিষদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

ধারা ৭৭। পরিষদ, পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গাফিলতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ -

(১) যদি সরকারের নিকট এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, কোন পরিষদ বা পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এই অধ্যাদেশ বা সরকারের অন্য কোন আদেশ দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব সম্পাদনে ব্যর্থ হইয়াছে, সরকার অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ লিখিত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্তরূপ দায়িত্ব পালনের জন্য পরিষদ বা চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দিতে পারিবে;

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ পালনে ব্যর্থ হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট পরিষদ বা চেয়ারম্যানকে গ্রহণযোগ্য সুযোগ প্রদান করিয়া, কেন তাহার/তাহাদের বিরুদ্ধে এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না তৎমর্মে কারণ দর্শাইবেন; এবং উক্তরূপ দায়িত্ব সম্পাদন বা আদেশ পালনের জন্য যে কোন কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব পালনার্থে নিয়োগ করিবেন এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট আর্থিক সংশ্লেষ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিষদের তহবিল বা চেয়ারম্যান বা ব্যক্তিগত তহবিল হইতে বহনের নির্দেশ প্রদান করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, উপধারা (১) ও (২) অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে কমিশনের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

ধারা ৭৮। পরিষদের সিদ্ধান্ত ও কার্যবিবরণী ইত্যাদি বাতিল বা স্থগিতকরণ

(১) সরকার নিজে অথবা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য বা দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিষদের যে কোন কার্যবিবরণী বা সিদ্ধান্ত বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবে, যদি উক্তরূপ সিদ্ধান্ত বা কার্যবিবরণী-

- (ক) আইনসংগতভাবে গৃহীত না হইয়া থাকে;
- (খ) এই অধ্যাদেশ বা অন্য কোন আইনের পরিপন্থী বা অপব্যবহারমূলক হইয়া থাকে;
- (গ) যদি মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হুমকির সম্মুখীন হয়, অথবা যদি দাঙ্গা বা ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে;
- (ঘ) যদি সরকার কর্তৃক জারীকৃত দিকনির্দেশনামূলক সিদ্ধান্তের পরিপন্থী হয়;

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোন সিদ্ধান্ত বা কার্যবিবরণী বাতিল বা স্থগিত করিবার পূর্বে সরকার বিষয়টি এই আইনের ৮১ ধারা অনুযায়ী গঠিত স্থানীয় সরকার কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে। কমিশন সংশ্লিষ্ট পরিষদকে শুনানির সুযোগ দিয়া সরকারের নিকট মতামতসহ রিপোর্ট পেশ করিবে। সরকার উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পরিষদের কার্যবিবরণী বা সিদ্ধান্ত বাতিল বা সংশোধন বা চূড়ান্ত করিবে;

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী পরিষদের কোন সিদ্ধান্ত বা কার্যবিবরণী বাতিল বা সংশোধন করা প্রয়োজন মনে করিলে, সরকার সাময়িকভাবে উক্ত কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত স্থগিত করিতে পারিবে এবং উপ-ধারা (২) অনুযায়ী কমিশনের মতামত না পাওয়া পর্যন্ত উক্তরূপ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন স্থগিত রাখিবার জন্য পরিষদকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

ধারা ৭৯। পরিষদের (বার্ষিক) প্রশাসনিক প্রতিবেদন

(১) পরিষদ প্রত্যেক বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে পরিষদের প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং পরবর্তী বৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উহা প্রকাশ করিবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রকাশ করিতে না পারিলে সরকার পরিষদের অনুকূলে অনুদান প্রদান স্থগিত রাখিতে পারিবে।

(২) পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চেয়ারম্যানের সঙ্গে পরামর্শক্রমে খসড়া প্রসাশনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং উহা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিষদের সভায় উপস্থাপন করিবেন।

(৩) জেলা পরিষদের প্রশাসনিক প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। বিভাগীয় কমিশনার সমন্বিত প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন। উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। জেলা প্রশাসক সমন্বিত প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সরকার ও কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন। ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক প্রতিবেদন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সমন্বিত প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সরকার ও কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৪) সরকার উপধারা (৩) অনুসারে প্রাপ্ত সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে উপস্থাপন করিবে।

ধারা ৮০। পরিষদ বাতিল ও পুনঃনির্বাচন

(১) সরকার নিম্নলিখিত কারণে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে -

(ক) কোন পরিষদ চলতি অর্থ বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে পরবর্তী বৎসরের বাজেট পাশ করিতে ব্যর্থ হইলে, যাহা পরিষদের আর্থিক সংকট সৃষ্টি করিবে; অথবা

(খ) পরিষদের অধিকাংশ নির্বাচিত সদস্য পদত্যাগ করিলে; অথবা

(গ) পরিষদের অধিকাংশ সদস্য অযোগ্য হইয়া পড়িলে;

এই উপধারা অনুযায়ী গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে। সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির একটি কপি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করিবে।

শর্ত থাকে যে, পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার পূর্বে পরিষদকে যুক্তিসংগতভাবে শুনানির সুযোগ দিতে এবং কমিশনের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) সরকারের বিবেচনায় কোন পরিষদ এই অধ্যাদেশ ও অন্যান্য আইন/বিধি এবং সরকারের সার্কুলার/পরিপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব পালনে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হইলে অথবা পরিষদ ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে, সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উক্ত পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে এবং উহার একটি কপি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

শর্ত থাকে যে, এই উপধারা অনুযায়ী পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার পূর্বে সরকার পরিষদকে ভাঙ্গিয়া দিবার কারণসহ প্রস্তাবটি অবগত করিবে এবং পরিষদকে কারণ দর্শানোর জন্য যুক্তিসংগত সুযোগ দিবে এবং কোনরূপ আপত্তি বা ব্যাখ্যা থাকিলে তাহা বিবেচনা করিবে এবং কমিশনের মতামত গ্রহণের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৩) উপধারা (১) অথবা (২) অনুযায়ী গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে পরিষদের চেয়ারম্যান ও সকল সদস্যের আসন শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত আসন শূন্য হইবার ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) পুনর্গঠিত পরিষদের সদস্যগণ পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হইবেন এবং দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) পরিষদ ভাঙ্গিয়া যাইবার এবং পুনর্গঠিত হইবার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি প্রশাসনিক কমিটি পরিষদের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(৬) পরিষদের সকল সম্পদ ও দায় উপধারা (৫) অনুযায়ী গঠিত প্রশাসনিক কমিটির উপর দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হইতে পরিষদ পুনর্গঠন হওয়া পর্যন্ত এবং উপধারা (৩) অনুযায়ী পুনর্গঠিত পরিষদের উপর দায়িত্ব গ্রহণের পর হইতে পরিষদের অবিশষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত বর্তাইবে।

ধারা ৮১। স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন

সরকার এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি কমিশন গঠন করিবে যাহা স্থানীয় সরকার কমিশন নামে অভিহিত হইবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

তথ্য প্রাপ্তির অধিকার

ধারা ৮২। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার

(১) প্রচলিত আইনের বিধান সাপেক্ষে বাংলাদেশের যে কোন নাগরিকের পরিষদ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাপ্তির অধিকার থাকিবে।

(২) উপধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার জনস্বার্থ এবং স্থানীয় প্রশাসনিক নিরাপত্তার স্বার্থে গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যে কোন রেকর্ড বা নথিপত্র নোটিফাইড রেকর্ড হিসাবে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিতে পারিবে। কোন ব্যক্তির উক্তরূপ বিশেষ শ্রেণীভুক্ত রেকর্ড ও নথিপত্রের তথ্যাদি জানিবার অধিকার থাকিবেনা এবং পরিষদ এই সংক্রান্ত যে কোন আবেদন অগ্রাহ্য করিতে পারিবে।

(৩) সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এলাকার জনসাধারণের নিকট সরবরাহযোগ্য তথ্যাদির একটি তালিকা প্রকাশের জন্য পরিষদকে আদেশ দিতে পারিবে।

ধারা ৮৩। তথ্য সরবরাহের পদ্ধতি

(১) কোন ব্যক্তির কোন তথ্যের প্রয়োজন হইলে তাহাকে নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত ফি দিয়া পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব এর বরাবরে লিখিত আবেদন করিতে হইবে। উক্ত দরখাস্ত নামঞ্জুর বা অন্যরূপ নিষ্পত্তি না হইলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব এর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করিবে।

(২) কোন ব্যক্তির কোন আবেদন নামঞ্জুর হইলে উক্ত নামঞ্জুরের কারণ তাহাকে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

ধারা ৮৪। তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার শাস্তি

(১) পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী এই অধ্যায়ে বর্ণিত নোটিফাইড রেকর্ডপত্র ব্যতীত অন্যান্য তথ্যাদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) যদি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে উক্তরূপ তথ্যাদি সরবরাহ না করে তাহা হইলে প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য ৫০ টাকা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে এবং উক্ত জরিমানার অর্থ পরিষদের তহবিলে জমা হইবে।

(৩) পরিষদের সচিব বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী যদি তথ্য সরবরাহ না করে, অথবা যদি তাহার জানা সত্ত্বেও মিথ্যা বা ভুল তথ্য সরবরাহ করে, তাহা হইলে তিনি কমপক্ষে এক হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

ধারা ৮৫। সরল বিশ্বাসে কৃত কর্ম

এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট নথি বা রেকর্ডপত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না অথবা এই ধরনের তথ্যাদি পরিষদে সংরক্ষিত নাই, তাহা হইলে উক্ত বিষয়টি আবেদনকারীকে যথাশীঘ্র সম্ভব জানাইয়া দিতে হইবে। এই ধারায় বর্ণিত কারণে তথ্য সরবরাহ না করিতে পারিলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ

ধারা ৮৬। টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ

(১) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার তারিখে বা তারপর পরিষদ এলাকায় পরিষদের রেজিষ্ট্রেশন ব্যতীত বেসরকারিভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিতব্য টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু করা যাইবে না। উক্ত রেজিষ্ট্রেশনের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত ফি জমা দিয়া পরিষদের চেয়ারম্যান বরাবরে

আবেদন করিতে হইবে। পরিষদ প্রয়োজনীয় তদন্ত করিয়া সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে পরিষদ সভার অনুমোদক্রমে নিবন্ধনের অনুমতি প্রদান করিবে এবং মাসিক টিউটোরিয়াল ফি বা কোচিং ফি নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(২) এই অধ্যাদেশ জারি হওয়ার সময় যে সকল টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু থাকিবে সে সকল প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করিবে।
শর্ত থাকে যে, কোন সরকারি সম্পত্তিতে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এই ধরনের টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু করিবার আবেদন করিলে উহা নিবন্ধন করা যাইবে না।
আরও শর্ত থাকে যে, সরকারি সম্পত্তিতে পূর্ব হইতে চালুকৃত প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারি সম্পত্তি ব্যবহার সংক্রান্ত অনুমতি না পাইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের রেজিষ্ট্রেশন নির্দিষ্ট সময়ের পর আপনা আপনি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপধারা (১) ও (২) অনুযায়ী নিবন্ধিকৃত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন প্রত্যেক বৎসর নির্ধারিত ফি দিয়া নবায়ন করিতে হইবে।

ধারা ৮৭। প্রাইভেট হাসপাতাল ইত্যাদির নিবন্ধিকরণ

(১) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার তারিখে বা তারপর পরিষদের এখতিয়ারাধীন এলাকায় পরিষদে যথানিয়মে নিবন্ধন ব্যতীত কোন প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না।

(২) এই অধ্যাদেশ জারি হওয়ার সময় যে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট চালু থাকিবে সে সকল প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করিবে।
শর্ত থাকে যে, কোন সরকারি সম্পত্তিতে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এই ধরনের প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট চালু করিবার আবেদন করিলে উহা নিবন্ধন করা যাইবে না।
আরও শর্ত থাকে যে, সরকারি সম্পত্তিতে পূর্ব হইতে চালুকৃত প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারি সম্পত্তি ব্যবহার সংক্রান্ত অনুমতি না পাইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নির্দিষ্ট সময়ের পর আপনা আপনি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপধারা (১) ও (২) অনুযায়ী নিবন্ধনকৃত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন প্রত্যেক বৎসর নির্ধারিত ফি দিয়া নবায়ন করিতে হইবে।

ধারা ৮৮। নিবন্ধিকরণে ব্যর্থতার দন্ড

কোন ব্যক্তি পরিষদের নিবন্ধিকরণ ব্যতীত কোন টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল বা প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন বা পরিচালনা করিলে অথবা উক্তরূপ প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতালের নিবন্ধিকরণ বাতিল করিবার পরও তাহা পরিচালনা অব্যাহত রাখিলে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং উক্ত জরিমানা দণ্ড আরোপের তারিখের পরেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল পরিচালনা বন্ধ না করিলে প্রতিদিনের জন্য পাঁচশত টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা দিতে হইবে।

ধারা ৮৯। পরিষদ কর্তৃক ফি আদায়

সরকার ইহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় নিবন্ধনকৃত ও পরিচালিত টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট ইত্যাদির নিকট হইতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে বাৎসরিক ফি আদায় করিতে পারিবে।

ধারা ৯০। পুনঃনিবন্ধিকরণ

কোন টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট ইত্যাদির নিবন্ধন ধারা ৮৬ (২) এবং ৮৭ (২) এর শর্তাংশে বর্ণিত অনিয়ম ব্যতীত নিজস্ব ব্যত্যয়ের কারণে বাতিল হইয়া ধারা ৮৮ অনুযায়ী দন্ড প্রাপ্ত হইলে জরিমানা প্রদানের ছয় মাসের মধ্যে দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানাসহ পুনঃনিবন্ধিকরণের জন্য

নির্ধারিত পদ্ধতিতে কারণ উল্লেখ পূর্বক আবেদন করিতে পারিবে। উক্ত আবেদন তদন্তপূর্বক সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে পরিষদ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পুনঃনিবন্ধন করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রতিষ্ঠান এই ধারার অধীনে পুনঃনিবন্ধনের সুযোগ একবারের বেশি গ্রহণ করিতে পারিবে না।

ষোড়শ অধ্যায়

স্থানীয় সরকার পরিষদ এবং অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত বিষয়াবলী

ধারা ৯১। যৌথ কমিটি

কোন অভিন্ন উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য কোন পরিষদ অন্য যে কোন পরিষদ অথবা পরিষদসমূহের সাথে বা কোন পৌরসভা অথবা পৌরসভাসমূহের সাথে অথবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা কর্তৃপক্ষসমূহের সাথে যৌথ স্বার্থ সংশিষ্ট বিষয়ে যৌথ কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং কমিটির কার্য পরিচালনার জন্য প্রবিধি প্রণয়নের ক্ষমতাসহ যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

ধারা ৯২। স্থানীয় পরিষদ ও পৌরসভার মধ্যে বিরোধ

কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে কোন পৌরসভা অথবা যদি দুই বা ততোধিক পৌরসভার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবে বিষয়টি মীমাংসার জন্য-

(ক) যদি সংশিষ্ট পক্ষসমূহ একই বিভাগে হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং

(খ) যদি সংশিষ্ট পক্ষসমূহ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের হয় অথবা একটি পক্ষ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হয় তবে সরকারের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং ক্ষেত্রমতে বিভাগীয় কমিশনার অথবা সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

ধারা ৯৩। অপরাধ

নবম থেকে একাদশ তফসিলে বর্ণিত প্রত্যেকটি কাজ কিংবা ভূলক্রটি এই অধ্যাদেশের অধীনে একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

ধারা ৯৪। শাস্তি

এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন অপরাধের সাজা হিসাবে সর্বোচ্চ **দুই হাজার** টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে এবং অপরাধটির পুনরাবৃত্তি ঘটিলে প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের পর ঐ অপরাধের সাথে পুনরায় জড়িত থাকিবার সময়কালে প্রতিদিনের জন্য সর্বোচ্চ **দুই শত** টাকা পর্যন্ত হইতে পারিবে।

ধারা ৯৫। অপরাধের আপোষ রফা

চেয়ারম্যান অথবা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধারণভাবে অথবা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন অপরাধের আপোষ মীমাংসা করিতে পারিবেন।

ধারা ৯৬। অপরাধ আমলে নেয়া

এই ক্ষেত্রে পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে লিখিত কোন অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই অধ্যাদেশের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

ধারা ৯৭। পুলিশ অফিসারের কর্তব্য

(১) প্রত্যেক পুলিশ অফিসারের কর্তব্য হইবে -

(ক) এই অধ্যাদেশ বা সংশ্লিষ্ট বিধানের আওতায় কোন অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা বা অপরাধ সংঘটনের খবর সম্পর্কে অনতিবিলম্বে পরিষদের চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিবকে অবহিত করা ।

(খ) পরিষদের চেয়ারম্যান প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তার লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে আইন সঙ্গত দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা ।

(২) কোন পুলিশ অফিসার উপধারা (১) অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে তাহা সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধি মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে ।

সপ্তদশ অধ্যায়

বিবিধ

ধারা ৯৮ । অবৈধভাবে সীমা লংঘন

(১) কোন ব্যক্তি কোন সরকারি জায়গা, সড়ক অথবা নর্দমার উপর অথবা ভিতরে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে অন্যায় দখল করিতে পারিবে না ।

(২) প্রবিধান সাপেক্ষে পরিষদ নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে উল্লিখিত সীমালংঘনকারী ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উল্লিখিত স্থানসমূহ হইতে তাহার সম্পদ বা সম্পত্তি অপসারণ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা অপসারণ না করা হয় তবে পরিষদ স্বীয় উদ্যোগে তাহা অপসারণের ব্যবস্থা করিবে এবং এই বাবদ খরচের অর্থ এই অধ্যাদেশ মোতাবেক সীমালংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তির উপর পরিষদের পাওনা হিসাবে ধার্য হইবে ।

(৩) অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই ধারা অনুসারে অপসারিত অথবা অপসারণযোগ্য কোন অপরাধ দমনের জন্য কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না ।

ধারা ৯৯ । আপিল আদেশ

(১) কোন পরিষদ এই অধ্যাদেশ বা বিধিমালা বা কোন উপ আইন অনুসারে কোন আদেশ প্রদানের ফলে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ও সংস্থার নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন ।

(২) আপিলের আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আদেশের বিরুদ্ধে কোন আদালতে প্রশ্ন তোলা যাইবে না ।

ধারা ১০০ । স্থায়ী আদেশ

সরকার সময়ে সময়ে স্থায়ী আদেশ জারির দ্বারা

(ক) স্থানীয় পরিষদ ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে এবং পৌরসভাসমূহের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে ।

(খ) স্থানীয় পরিষদ ও সরকারি দপ্তরসমূহের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে ।

(গ) স্থানীয় পরিষদকে আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ বিশেষ শর্তে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মজুরী প্রদান করিতে পারিবে ।

(ঘ) কোন স্থানীয় পরিষদ কর্তৃক অন্য স্থানীয় পরিষদকে অথবা কোন পৌরসভাকে চাঁদা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে, এবং

(ঙ) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে স্থানীয় পরিষদকে সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে ।

ধারা ১০১ । বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কমিশনের মতামত গ্রহণপূর্বক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে ।

২) বিশেষ করিয়া এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া অনুরূপ বিধিতে নিুবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথাঃ

ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচন এবং তৎসংক্রান্ত কার্যাবলী;

খ) নির্বাচন বিরোধ, নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ ও উহাদের ক্ষমতা, নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল এবং নির্বাচন বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি;

গ) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের ক্ষমতা ও কার্যাবলী;

ঘ) পরিষদের পক্ষে চুক্তি সম্পাদনের বিধান;

ঙ) পরিষদ কর্তৃক যে সব রেকর্ড, রির্পোট রক্ষণাবেক্ষণ, প্রস্তুত বা প্রকাশ করা হইবে তাহা নির্ধারণ;

চ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলী;

ছ) তহবিল ও বিশেষ তহবিলসমূহের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও বিনিয়োগ;

জ) বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়;

ঝ) হিসাব রক্ষণ এবং নিরীক্ষণ;

ঞ) পরিষদের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয়;

ট) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ, সংকলন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন;

ঠ) পরিষদের অর্থের বা সম্পত্তির ক্ষতি, নষ্ট বা অপপ্রয়োগের জন্য পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং অন্য কোন ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করিবার পদ্ধতি;

ড) কর, রেইট এবং ফিস ধার্য, আদায় ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়;

ঠ) পরিষদের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের পদ্ধতি ও কর্তৃপক্ষ;

ণ) পরিষদ পরিদর্শনের পদ্ধতি এবং পরিদর্শকের ক্ষমতা;

ত) শিক্ষা সফর, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি উপলক্ষে সরকারি বা বেসরকারিভাবে বিদেশ ভ্রমণ;

থ) এই অধ্যাদেশের অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে হইবে এইরূপ যে কোন বিষয় ।

৩। কোন সরকারি প্রজ্ঞাপন বা অন্য কোন ধরনের নির্দেশ এই অধ্যাদেশ বা বিধির পরিপন্থী হইতে পারিবে না ।

ধারা ১০২। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই অধ্যাদেশ বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্য নয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে ।

২) বিশেষ করিয়া উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া অনুরূপ প্রবিধানে নিুরূপ বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথাঃ

ক) পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনা;

খ) সভার কোরাম নির্ধারণ;

গ) প্রশ্ন উপস্থাপন;

ঘ) সভা আহবান;

ঙ) সভার কার্যবিবরণী লিখন;

চ) সভায় গৃহীত প্রস্তাব বাস্তবায়ন;

ছ) স্থায়ী কমিটির বিষয়াদি ও কার্যাবলী পরিচালনা;

জ) সাধারণ সীলমোহর হেফাজত ও ব্যবহার;

ঝ) কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে পরিষদের চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ;

ঞ) পরিষদের অফিসের বিভাগ ও শাখা গঠন এবং এই সব কাজের পরিধি নির্ধারণ;

ট) গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণীর বিক্রয় রেজিষ্ট্রিকরণ;

ঠ) সাধারণের ব্যবহার্য সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;

ড) শ্মশান ও কবরস্থান নিয়ন্ত্রণ;

ঢ) সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;

ণ) অবৈধ দখল রোধকরণ;

ত) গবাদি পশুর খোয়াড় ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;

থ) এই অধ্যাদেশের অধীন প্রবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য অন্য যে কোন বিষয় ।

৩) পরিষদের বিবেচনায় জনসাধারণ যে প্রকারে প্রকাশ করিলে কোন প্রবিধান সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হইতে পারিবে সেই প্রকারে প্রত্যেক প্রবিধান প্রকাশ করিতে হইবে ।

ধারা ১০৩। বিধি সংক্রান্ত সাধারণ বিধান ইত্যাদি

১) প্রত্যেক বিধি সরকারি গেজেটে বিজ্ঞাপিত হইতে হইবে এবং পরিষদের বিবেচনায় যেই প্রকারে প্রকাশ করিলে কোন প্রবিধান সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণ ভালভাবে অবহিত হইতে পারিবে সেই প্রকারে প্রত্যেক প্রবিধান প্রকাশ করিতে হইবে।

২) পরিষদ সকল প্রবিধান নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রণয়ন করিবে।

৩) সরকার নমুনা প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং এইরূপ কোন নমুনা প্রবিধান প্রণীত হইলে পরিষদ প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে উক্ত নমুনা অনুসরণ করিবে।

৪) পরিষদ সম্পর্কিত বিধিমালা ও প্রবিধানমালার কপি পরিষদ অফিসে পরিদর্শন ও বিক্রয়ের জন্য রাখিতে হইবে।

৫) সকল বিধি ও প্রবিধানমালা যথাযথভাবে প্রণীত হইলে তাহা এই অধ্যাদেশের অংশ হিসেবে গণ্য হইবে এবং তদরূপ বলবৎ হইবে।

ধারা ১০৪। নির্ধারিত কতিপয় বিষয়

এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন কাজ করিবার জন্য নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও যদি কোন্ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা কোন্ পদ্ধতিতে তাহা করা হইবে তৎসম্পর্কে কোন বিধান না থাকে তাহা হইলে উক্ত কাজ সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিবে।

ধারা ১০৫। প্রথম নির্বাচনের জন্য পরিষদ এবং ওয়ার্ড

এই অধ্যাদেশের অধীন পরিষদের প্রথম নির্বাচনের উদ্দেশ্যে এই আইন জারি হইবার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত যে সব পরিষদের অস্তিত্ব ছিল, সরকার ভিন্নরূপ কোন আদেশ না দিলে এই অধ্যাদেশের অধীন ঘোষিত ইউনিয়ন/উপজেলা/জেলা বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সকল ওয়ার্ড ১৫ ধারা অনুযায়ী সীমানা নির্ধারিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা ১০৬। রহিতকরণ এবং হেফাজত

১) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার সংগে সংগে বর্তমানে বলবৎ আইন যথা (ক) The Local Government (Union Parishads) Ordinance, 1983 (খ) উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (গ) জেলা পরিষদ আইন ২০০০ এর প্রয়োগ রহিত হইবে;

২) উপধারা (১) এ বর্ণিত আইনসমূহ রহিত হইবার পর -

ক) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত অধ্যাদেশ বা আইনসমূহ রহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে যেই পরিষদ বিদ্যমান ছিল তাহা এই অধ্যাদেশের অধীন গঠিত পরিষদ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুসারে উহার কার্যাবলী পরিচালনা করিবে;

খ) উক্ত অধ্যাদেশ বা আইনের অধীন প্রণীত সকল বিধি, প্রবিধান ও আদেশ, জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ বা মঞ্জুরীকৃত সকল লাইসেন্স ও অনুমতি এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত ও সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত, জারিকৃত বা মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

গ) পূর্বতন পরিষদের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধা, সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, বিনিয়োগ এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কীয় ইহার যাবতীয় অধিকার বা ইহাতে যাবতীয় স্বার্থ ইহার উত্তরাধিকারী পরিষদের নিকট হস্তান্তারিত ও ন্যস্ত হইবে;

ঘ) উক্ত অধ্যাদেশ বা আইন রহিত হইবার পূর্বে পূর্বতন পরিষদের যে সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব ছিল এবং উহার দ্বারা বা উহার সাথে যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা উহার উত্তরাধিকারী পরিষদের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার সাথে সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

ঙ) উক্ত অধ্যাদেশ বা আইন রহিত হইবার পূর্বে পূর্বতন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত সকল বাজেট, প্রকল্প ও পরিকল্পনা বা তৎকর্তৃক কৃত মূল্যায়ন ও নির্ধারিত কর, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং ইহার উত্তরাধিকারী পরিষদ কর্তৃক এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত, কৃত বা নির্ধারিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

চ) উক্ত অধ্যাদেশ বা আইন রহিত হইবার পূর্বে পূর্বতন পরিষদের প্রাপ্য সকল কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন ইহার উত্তরাধিকারী পরিষদের প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

ছ) উক্ত অধ্যাদেশ বা আইন রহিত হইবার পূর্বে পূর্বতন পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য দাবি ইহার উত্তরাধিকারী পরিষদ কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত একই হারে অব্যাহত থাকিবে।

জ) উক্ত অধ্যাদেশ বা আইন রহিত হইবার পূর্বে পূর্বতন পরিষদের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ইহার উত্তরাধিকারী পরিষদে বদলী হইবেন ও ইহার কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাঁহারা উক্তরূপ বদলীর পূর্বে যে শর্তে চাকুরীরত ছিলেন, উত্তরাধিকারী পরিষদ কর্তৃক পরিবর্তিত না হইলে সেই শর্তেই তাঁহারা ইহার অধীন চাকুরীরত থাকিবেন।

ঝ) উক্ত অধ্যাদেশ বা আইন রহিত হইবার পূর্বে পূর্বতন পরিষদ কর্তৃক বা ইহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত যে সব মামলা মোকদ্দমা চালু ছিল সেই সব মামলা মোকদ্দমা ইহার উত্তরাধিকারী পরিষদ কর্তৃক বা ইহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা ১০৭। অসুবিধা দূরীকরণ

এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর করিতে কোন অসুবিধা দেখা দিলে অসুবিধা দূরীকরণার্থে সরকার **কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে** আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার সময় হইতে দুই বছর অতিক্রান্ত হইবার পর অনুরূপ কোন আদেশ দেওয়া যাইবে না।

ধারা ১০৮। ক্ষমতা অর্পণ

(১) সরকার সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে এই অধ্যাদেশে বা বিধিমালাসমূহে বর্ণিত তাহার সকল ক্ষমতা বা ইহার অংশ হিসাবে বিভাগীয় কমিশনার বা তাহার অধীনস্ত কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) বিভাগীয় কমিশনার সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এই অধ্যাদেশে অথবা বিধিমালার অধীন, উপ-ধারা (১) এর অধীনে তাহার উপর অর্পিত হয়নি এমন ক্ষমতা ব্যতীত, তাহার সকল ক্ষমতা অথবা যে কোন ক্ষমতা তাহার অধীনস্ত অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

ধারা ১০৯। লাইসেন্স ও অনুমোদন

(১) এই অধ্যাদেশে অথবা বিধিমালা অথবা উপ-আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কাজ সম্পাদন করিবার জন্য পরিষদের অনুমতি বা অনুমোদনের প্রয়োজন হইলে, এইরূপ অনুমতি বা অনুমোদন লিখিত হইতে হইবে।

(২) পরিষদ কর্তৃক পরিষদের কর্তৃত্বের অধীনে প্রদত্ত সকল লাইসেন্স অনুমোদন বা অনুমতি চেয়ারম্যান কর্তৃক অথবা চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে বিধি ও প্রবিধান দ্বারা পরিষদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

ধারা ১১০। পরিষদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের

সরকারিভাবে দায়িত্ব পালন কালে কোন পরিষদ কিংবা কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দ্বারা কৃত কোন কাজ, বা কাজ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হইলে, সে সম্পর্কে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদানের পর একমাস অতিবাহিত না হইলে তাহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে না। এই ক্ষেত্রে পরিষদের নিকট লিখিত নোটিশ অফিসে বিলি করিতে বা পৌছাইতে হইবে এবং কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে লিখিত নোটিশ তাহার নিকট পৌছাইতে হইবে কিংবা তাহার অফিসে বা আবাসিক ঠিকানায় পৌছাইতে হইবে এবং নোটিশে ফরিয়াদী হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তি তাহার এহেন পদক্ষেপের কারণ, নিজ নামও আবাসিক ঠিকানা উল্লেখ করিবেন। মোকদ্দমা আর্জিতে এই মর্মে একটি বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে যে, উপরোক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী নোটিশ পাঠানো হইয়াছে।

ধারা ১১১। নোটিশ ও উহা জারিকরণ

এই অধ্যাদেশ অথবা বিধিমালা অথবা উপ-আইনের অধীনে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন কিছু করিবার অথবা না করিবার প্রয়োজন হইলে সংশিষ্ট ব্যক্তিকে তাহা প্রতিপালনের সময় নির্দেশপূর্বক নোটিশ জারি করিতে হইবে।

ধারা ১১২। প্রকাশ্য রেকর্ড

এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রস্তুতকৃত সকল রেকর্ড অথবা সংরক্ষিত সকল রেজিষ্ট্রার সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (Evidence Act, 1872) এ ব্যবহৃত অর্থে প্রকাশ্য রেকর্ড হিসাবে গণ্য হইবে এবং বিপরীত প্রমাণিত না হইলে তা বিশুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা ১১৩। পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ইত্যাদি জনসেবক (Public Servant) হইবেন

পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী এবং পরিষদের পক্ষে কাজ করিবার জন্য যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি দণ্ড বিধি, ১৮৬০ (Penal code 1860)-এর ধারা ২১ এ ব্যবহৃত অর্থে জনসেবক বলিয়া গণ্য হইবেন।

ধারা ১১৪ । সরল বিশ্বাসে গৃহীত ব্যবস্থাদি সংরক্ষণ

এই অধ্যাদেশ বা বিধিমালার অথবা প্রবিধানের অধীনে সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত অথবা সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক কোন কিছুর জন্য অথবা এইরূপ কোন কিছুর দ্বারা কোন ক্ষতি হইয়া থাকিলে অথবা সম্ভাবনা থাকিলে তাহার জন্য সরকার অথবা পরিষদ অথবা ইহাদের উভয় কর্তৃক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের, অভিযোগ পেশ অথবা অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না ।

ধারা ১১৫ । নির্ধারিত কতিপয় বিষয়

এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন কাজ করিবার জন্য নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও যদি কোন্ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা কোন্ পদ্ধতিতে তাহা করা হইবে তৎসম্পর্কে কোন বিধান না থাকে তাহা হইলে উক্ত কাজ সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিবে ।

প্রথম তফসিল

(ধারা ৩১ দ্রষ্টব্য)

ইউনিয়ন পরিষদ

শপথনামা

আমি --
পিতা / স্বামী ---
------------------------------জেলার ------------------------ উপজেলার----------------------------- ইউনিয়নের চেয়ারম্যান/ সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী এবং সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিব । আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব ।

উপজেলা পরিষদ

শপথনামা

আমি --
পিতা / স্বামী ---
--- জেলার-- উপজেলার চেয়ারম্যান/ সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী এবং সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিব । আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব ।

জেলা পরিষদ

শপথনামা

আমি ---
পিতা / স্বামী --
-- জেলার চেয়ারম্যান/ সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী এবং সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিব। আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব।

দ্বিতীয় তফসিল
(ধারা ৫১ দ্রষ্টব্য)

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী

১। *পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী।*
২। *জনপথ ও রাজপথের ক্ষতি, বিনষ্ট বা ধ্বংস প্রতিরোধ করা।*
৩। *সরকারি স্থান, উন্মুক্ত জায়গা, উদ্যান ও খেলার মাঠের হেফাজত করা।*
৪। *ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তায় ও সরকারি স্থানে আলো জ্বালানো।*
৫। *সাধারণভাবে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ এবং বিশেষভাবে জনপথ, রাজপথ ও সরকারি জায়গায় বৃক্ষরোপণ এবং বৃক্ষসম্পদ চুরি ও ধ্বংস প্রতিরোধ।*
৬। *কবরস্থান, শ্মশান, জনসাধারণের সভার স্থান ও অন্যান্য সরকারি সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা।*
৭। *জনপথ, রাজপথ ও সরকারি স্থানে অনধিকার প্রবেশ রোধ এবং এইসব স্থানে উৎপাত ও তাহার কারণ বন্ধ করা।*
৮। *ইউনিয়নের পরিচ্ছন্নতার জন্য নদী, বন ইত্যাদির দূষণ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।*
৯। *গোবর ও রাস্তার আবর্জনা সংগ্রহ, অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।*
১০। *অপরাধমূলক ও বিপজ্জনক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ।*
১১। *মৃত পশুর দেহ অপসারণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ।*
১২। *ইউনিয়নে নতুন বাড়ি, দালান নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ এবং বিপজ্জনক দালান নিয়ন্ত্রণ।*
১৩। *কূয়া, পানি তোলার কল, জলাধার, পুকুর এবং পানি সরবরাহের অন্যান্য উৎসের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ।*
১৪। *খাবার পানির উৎসের দূষণ রোধ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সন্দেহযুক্ত কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানের পানি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।*
১৫। *খাবার পানির জন্য সংরক্ষিত কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানে বা নিকটবর্তী স্থানে গোসল, কাপড় কাঁচা বা পশু গোসল করানো নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।*
১৬। *পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানে বা নিকটবর্তী স্থানে শন, পাট বা অন্যান্য গাছ ভিজানো নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।*
১৭। *আবাসিক এলাকার মধ্যে চামড়া রং করা বা পাকা করা নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।*
১৮। *আবাসিক এলাকার মাটি খনন করিয়া পাথর বা অন্যান্য বস্তু উত্তোলন নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।*
১৯। *আবাসিক এলাকায় ইট, মাটির পাত্র বা অন্যান্য ভাটি নির্মাণ নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।*
২০। *অগ্নি, বন্যা, শিলাবৃষ্টিসহ ঝড়, ভূমিকম্প বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় তৎপরতার ব্যবস্থা করা এবং এইসব কাজে সরকারকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান।*
২১। *বিধবা, এতিম, গরীব ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের তালিকা সংরক্ষণ ও সাহায্য করা;*
২২। *খেলাধুলা, সামাজিক উন্নতি, শিক্ষার উন্নয়নসহ গণশিক্ষা কার্যক্রম, সমবায় আন্দোলন ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন ও উৎসাহ প্রদান এবং এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান করা।*

২৩। বাড়তি খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

২৪। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কাজ।

২৫। গবাদিপশুর খোয়াড় নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।

২৬। প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা।

২৭। ইউনিয়ন পরিষদের মত সদৃশ কাজে নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা সম্প্রসারণ।

২৮। ইউনিয়নের বাসিন্দাদের উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, আরাম-আয়েশ বা সুযোগ সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

২৯। ই-গভার্ণেন্স চালু ও উৎসাহিতকরণ।

তৃতীয় তফসিল

(ধারা ৫১ দ্রষ্টব্য)

উপজেলা পরিষদের কাযাবলী

১। পাঁচসালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।

২। পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উক্ত দপ্তরের কাজকর্মসমূহের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করা।

৩। আন্তঃ ইউনিয়ন সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৪। ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করিবার জন্য সরকারের নির্দেশনা অনুসারে উপজেলা পরিষদ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৫। জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ।

৬। স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭। ক) উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ এবং সহায়তা প্রদান;
খ) মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার কার্যক্রমের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম তদারকি ও উহাদিগকে সহায়তা প্রদান।

৮। ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।

৯। সমবায় সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান এবং উহাদের কাজে সমন্বয় সাধন।

১০। বেসরকারিভাবে মহিলা, শিশু, সমাজকল্যাণ এবং যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

১১। বেসরকারিভাবে কৃষি, গবাদি পশু, মৎস্য এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

১২। উপজেলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নসহ পুলিশ বিভাগের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং জেলার আইন শৃঙ্খলা কমিটিসহ নিয়মিতভাবে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ।

১৩। আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনের জন্য নিজ উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং এতদ্‌সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারিভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

১৪। ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

১৫। এসিড নিক্ষেপ, নারী ও শিশু নির্যাতনসহ ফতোয়া ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

১৬। সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

১৭। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

১৮। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কাজের সমন্বয়।

১৯। উপজেলা পরিষদের অনুরূপ কার্যাবলী সম্পাদনরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা।

২০। সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

২১। ই-গভার্নেন্স চালু ও উৎসাহিতকরণ।

চতুর্থ তফসিল
(ধারা ৫১ দ্রষ্টব্য)

জেলা পরিষদের কার্যাবলী

১। পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী।
২। সরকারি অনুদানপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার গুণগতমান পরিবীক্ষণ।
৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ।
৪। জেলার সার্বিক আইন-শৃংখলা কার্যক্রমের তদারকি ও মূল্যায়ন।
৫। জেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় ও পর্যালোচনা।
৬। উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, পৌরসভাসহ সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা।
৭। সাধারণ পাঠাগারের ব্যবস্থা ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ।
৮। উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা বা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত নহে এই প্রকার জনপথ, কালভার্ট ও ব্রিজ এর নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন।
৯। রাস্তার পার্শ্বে ও জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বৃক্ষরোপণ ও উহার সংরক্ষণ।
১০। জনসাধারণের ব্যবহারার্থে উদ্যান, খেলার মাঠ ও উম্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা ও উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ।
১১। সরকারি, উপজেলা পরিষদ বা পৌরসভার রক্ষণাবেক্ষণে নহে এমন খেয়াঘাটের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ।
১২। সরাইখানা, ডাকবাংলা এবং বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
১৩। জেলা পরিষদের অনুরূপ কার্যাবলী সম্পাদনরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংগে সহযোগিতা।
১৪। উপজেলা ও পৌরসভাকে সহায়তা, সহযোগিতা এবং উৎসাহ প্রদান।
১৫। সরকার কর্তৃক জেলা পরিষদের উপর অর্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।
১৬। সরকার কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য কাজ।
১৭। ই-গভার্নেন্স চালু ও উৎসাহিতকরণ।

(ক) শিক্ষা

১। বিদ্যালয় স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ
২। ছাত্রাবাসের জন্য দালান নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৩। ছাত্র বৃত্তির ব্যবস্থা।
৪। শিক্ষক প্রশিক্ষণ।
৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ মঞ্জুরী প্রদান।
৬। শিক্ষামূলক জরিপ গ্রহণ, শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উহার বাস্তবায়ন।
৭। শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত সমিতি সমূহের উন্নয়ন ও সাহায্য।

৮। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন।
৯। স্কুলের শিশু-ছাত্রদের জন্য দুগ্ধ সরবরাহ ও খাদ্যের ব্যবস্থা।
১০। বই প্রকাশনা ও ছাপাখানা রক্ষণাবেক্ষণ।
১১। এতিম ও দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য বিনা মূল্যে অথবা কম মূল্যে পাঠ্য পুস্তকের ব্যবস্থা।
১২। স্কুলের বই এবং ষ্টেশনারী মাল বিক্রয় কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ।
১৩। শিক্ষা উন্নয়নের সহায়ক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) সংস্কৃতি

১৪। তথ্যকেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
১৫। সাধারণ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড উৎসাহিতকরণ।
১৬। জনসাধারণের জন্য ক্রীড়া ও খেলাধুলার উন্নয়ন।
১৭। সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে রেডিও ও টেলিভিশন এর ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
১৮। যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারি স্থাপন ও প্রদর্শনীর আয়োজন।
১৯। পাবলিক হল, কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং জনসভার জন্য স্থানের ব্যবস্থা।
২০। নাগরিক শিক্ষার প্রসার এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও পুনর্গঠন, স্বাস্থ্য, সমাজ উন্নয়ন, কৃষি শিক্ষা, গবাদি পশু প্রজনন সম্পর্কিত এবং জনস্বার্থ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের উপর তথ্য প্রচার।
২১। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, জাতীয় শোক দিবস, শহীদ দিবস ও অন্যান্য জাতীয় অনুষ্ঠান উদযাপন।
২২। বিশিষ্ট অতিথিগণের অভ্যর্থনা।
২৩। শরীরচর্চার উন্নয়ন, খেলাধুলায় উৎসাহ দান এবং সমাবেশ ও প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা।
২৪। স্থানীয় এলাকার ঐতিহাসিক এবং আদি বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণ।
২৫। সাংস্কৃতিক উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা।

(গ) সমাজ কল্যাণ

২৬। দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণ সদন, আশ্রয় সদন, এতিমখানা, বিধবা সদন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
২৭। মৃত নিঃস্ব ব্যক্তিদের দাফনের ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করা।
২৮। ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ।
২৯। জনগণের মধ্যে সামাজিক, নাগরিক এবং দেশপ্রেমমূলক গুণাবলী উন্নয়ন এবং গোত্র বা গোষ্ঠীগত, বর্ণগত এবং সম্প্রদায়গত কুসংস্কার নিরুৎসাহিত করা।
৩০। সমাজ সেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিতকরণ।
৩১। দরিদ্রদের জন্য আইনগত সহায়তা (legal aid)।
৩২। নারী ও পশ্চাদপদ শ্রেণীর পরিবারের সদস্যদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।
৩৩। সালিশী ও আপোষের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩৪। সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঘ) অর্থনৈতিক কল্যাণ

৩৫। আদর্শ কৃষিখামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৩৬। উন্নত কৃষি পদ্ধতি জনপ্রিয়করণ, উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির সংরক্ষণ ও কৃষকগণকে উক্ত যন্ত্রপাতি ধারে প্রদান এবং পতিত জমি চাষের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩৭। শস্য পরিসংখ্যাণ সংরক্ষণ, ফসলের নিরাপত্তা বিধান, বপনের উদ্দেশ্য বীজের ঋণদান রাসায়নিক সার বিতরণ এবং উহার ব্যবহার জনপ্রিয়করণ এবং পশু খাদ্যের মওজুদ গড়িয়া তোলা।

৩৮। কৃষি ঋণ প্রদান ও কৃষি শিক্ষার উন্নয়ন এবং কৃষি উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩৯। বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত এবং কৃষি কাজে ব্যবহার্য পানি সরবরাহ, জমানো ও নিয়ন্ত্রণ।
৪০। গ্রামাঞ্চলে বনভূমি সংরক্ষণ।
৪১। ভূমি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার এবং জলাভূমির পানি নিষ্কাশন।
৪২। বাজার স্থাপন, নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
৪৩। গ্রামাঞ্চলের শিল্পসমূহের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা।
৪৪। শিল্প-স্কুল স্থাপন ও সংরক্ষণ এবং গ্রামভিত্তিক শিল্পের জন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
৪৫। গ্রাম্য বিপণী স্থাপন ও সংরক্ষণ।
৪৬। সমবায় আন্দোলন জনপ্রিয়করণ এবং সমবায় শিক্ষার উন্নতিসাধন।
৪৭। অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঙ) জন স্বাস্থ্য

৪৮। জনস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার উন্নয়ন।
৪৯। ম্যালেরিয়া সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
৫০। প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৫১। ভ্রাম্যমান চিকিৎসক দল গঠন।
৫২। চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের জন্য সমিতি গঠনে উৎসাহ দান।
৫৩। চিকিৎসা-শিক্ষার উন্নয়ন এবং চিকিৎসা সাহায্যদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থ মঞ্জুরী প্রদান।
৫৪। কম্পাউন্ডার, নার্স এবং অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীদের কাজ ও ডিসপেনসারী পরিদর্শন।
৫৫। ইউনানী, আয়ুর্বেদীয় ও হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন।
৫৬। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাতৃসদন ও শিশু মংগল কেন্দ্র স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন, ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ দান এবং মাতা ও শিশুদের কল্যাণের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫৭। পশু-পাখির ব্যাধি দূরীকরণ এবং পশু-পাখিদের মধ্যে ছোঁয়াচে রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।
৫৮। গবাদি পশু সম্পদ সংরক্ষণ।
৫৯। চারণভূমির ব্যবস্থা ও উন্নয়ন।
৬০। দুগ্ধ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, দুগ্ধপল্লী স্থাপন এবং স্বাস্থ্যসম্মত আস্তাবলের ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ।
৬১। গবাদি পশুর খামার ও দুগ্ধ খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ।
৬২। হাঁস মুরগির খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ।
৬৩। জনস্বাস্থ্য, পশুপালন ও পাখি কল্যাণ উন্নয়নের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

(চ) গণপূর্ত

৬৪। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।
৬৫। পানি নিষ্কাশন পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, ভূ-উপরিস্থ সুপেয় পানির জলাশয় সংরক্ষণ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, রাস্তা পাকাকরণ ও অন্যান্য জনহিতকর অত্যাবশ্যকীয় কাজ করা।
৬৬। স্থানীয় এলাকার নকশা প্রণয়ন।
৬৭। এই অধ্যাদেশ বা অন্য কোন আইনের অধীনে ন্যস্ত কোন দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অথচ এই অধ্যাদেশের অন্যত্র উল্লেখ নাই এমন জনকল্যাণমূলক অত্যাবশ্যকীয় কাজের নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা।

(ছ) সাধারণ

৬৮। স্থানীয় এলাকা ও উহার অধিবাসীদের ধর্মীয়, নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

পঞ্চম তফসিল

(ধারা ৬৯ দ্রষ্টব্য)

সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিষদে ন্যস্তকরণে সরকারের ক্ষমতা

ইউনিয়ন পরিষদ

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	ইউনিয়ন পরিষদের নিকট ন্যস্তকৃত সরকারের বিষয় অথবা দপ্তর
১।	স্থানীয় সরকার বিভাগ	১. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনস্থ উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনবল ও তাহাদের কার্যাবলী। ২. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনস্থ টিউবওয়েল মেকানিক, জনবল ও তাহাদের কার্যাবলী।
২।	কৃষি মন্ত্রণালয়	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনস্থ উপ-সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, জনবল ও তাহাদের কার্যাবলী।
৩।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনস্থ স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক, জনবল ও তাহাদের কার্যাবলী। ২. পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনস্থ পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ সহকারী, জনবল এবং তাহাদের কার্যাবলী
৪।	প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনস্থ সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা, জনবল ও তাহাদের কার্যাবলী।
৫।	মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	মৎস্য ও পশু সম্পদ অধিদপ্তরের অধীনস্থ ভেটেরেনারী ফিল্ড এসিসট্যান্ট এবং ভেটেরেনারী ফিল্ড এসিসট্যান্ট (কৃত্রিম প্রজনন), জনবল ও তাহাদের কার্যাবলী।
৬।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনস্থ ইউনিয়ন সমাজকর্মী, জনবল ও তাহাদের কার্যাবলী।
৭।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ পরিদর্শক/ অর্গানাইজার, জনবল ও তাহাদের কার্যাবলী।
৮।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের অধীনস্থ ইউনিয়ন দলনেতা, জনবল ও তাহাদের কার্যাবলী।

উপজেলা পরিষদ

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	উপজেলা পরিষদের নিকট ন্যস্তকৃত সরকারের বিষয় অথবা দপ্তর
১।	স্থানীয় সরকার বিভাগ	১. সহকারী পরিচালক, স্থানীয় সরকার ও তাহার অধীনস্থ কর্মচারী ও তাহাদের কার্যাবলী। ২. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিপ্তরের অধীনস্থ উপজেলা প্রকৌশলী ও তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও তাহাদের কার্যাবলী। ৩. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনস্থ থানা পর্যায়ে উপ সহকারী প্রকৌশলী ও তাহার অধীনস্থ কর্মচারী ও তাহাদের কার্যাবলী।
২।	কৃষি মন্ত্রণালয়	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনস্থ থানা কৃষি কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও তাহাদের কাযাবলী।
৩।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী; থানা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্ত কর্মচারী এবং কার্যাবলী; স্বাস্থ্য অধিপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যাবালী।
৪।	প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের থানা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্থ কর্মচারীগণ।
৫।	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	১. মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনস্থ থানা মৎস্য কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্থ কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলী। ২. পশুসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনস্থ থানা পশুসম্পদ কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্থ কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলী।
৬।	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনস্থ থানা সমাজসেবা কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্থ কর্মচারী ও তাহাদের কার্যাবলী।
৭।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ সহকারী-পরিচালক ও তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলী। ২. সমবায় অধিদপ্তরের অধীনস্থ উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলী।
৮।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর অধীনস্থ থানা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্থ ও তাহার কার্যাবলী।
৯।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মহিলা অধিদপ্তরের অধীনস্থ থানা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা/ কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলী।
১০।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের আওতাধীন থানা পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) ও তাহার অধীনস্থ কর্মচারীগণ ও তাহাদের কার্যাবলী।

জেলা পরিষদ

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	জেলা পরিষদের নিকট ন্যস্তকৃত সরকারের বিষয় অথবা দপ্তর
১।	স্থানীয় সরকার বিভাগ	১. জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব ও অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলী। ২. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিপ্তরের অধীনস্থ নির্বাহী প্রকৌশলী

			ও তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলী।
		৩.	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনস্থ নির্বাহী প্রকৌশলী ও তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলী।
২।	কৃষি মন্ত্রণালয়		কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনস্থ উপ-পরিচালক ও তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাহাদের কাযাবলী।
৩।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১.	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনস্থ সিভিল সার্জন এবং তাহার আওতাধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারী; এবং
		২.	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনস্থ উপ-পরিচালক এবং তাহার আওতাধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও তাহাদের কার্যাবলী।
৪।	প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ		প্রাথমিক শিক্ষা অধিপ্তরের অধীনস্থ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলী।
৫।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১.	শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনস্থ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলী।
		২.	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনস্থ নির্বাহী প্রকৌশলী ও তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলী।
৬।	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	১.	মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনস্থ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারী; এবং
		২.	পশুসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনস্থ জেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্থ কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলী।
৭।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়		সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনস্থ উপ-পরিচালক ও তাহার আওতাধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলী।
৮।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ উপ-পরিচালক ও তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলী।
		২.	সমবায় অধিদপ্তরের অধীনস্থ জেলা সমবায় কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলী।
৯।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়		মহিলা অধিদপ্তরের অধীনস্থ জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলী।
১০।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়		ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের অধীনস্থ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্থ কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলী।
১১।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়		যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর অধীনস্থ উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলী।
১২।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়		পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ নির্বাহী প্রকৌশলী ও তাহার আওতাধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলী।
১৩।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়		সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনস্থ নির্বাহী প্রকৌশলী ও তাহার আওতাধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলী।
১৪।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়		আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের অধীনস্থ জেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের কার্যাবলী।

ষষ্ঠ তফসিল
(ধারা ৭১ দ্রষ্টব্য)

ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়

১) নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপিত ইমারত/ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর অথবা ইউনিয়ন রেইট;
২) পাকা ইমারতের সর্বমোট আয়তনের প্রতি বর্গফুটের উপর নির্ধারিত হারে ইমারত পরিকল্পনা অনুমোদন ফি;
৩) পেশা, ব্যবসা এবং বৃত্তির (কলিং) উপর কর;
৪) সিনেমা, ড্রামা ও নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদ এবং চিত্ত বিনোদনের উপর কর;
৫) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং পারমিটের উপর ফি;
৬) ইউনিয়নের সীমানার মধ্যে নির্ধারিত হাট-বাজার এবং ফেরী ঘাট হইতে ফি (লীজ মানি);
৭) ইউনিয়নের সীমানার মধ্যে হস্তান্তরিত জলমহাল;
৮) ইউনিয়নের সীমানার মধ্যে অবস্থিত পাথরমহাল, বালুমহালের আয়ের অংশ;
৯) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর বাবদ আয়ের অংশ;
১০) নিকাহ নিবন্ধন ফি;
১১) ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত আয়ের অংশ;
১২) বিজ্ঞাপনের উপর কর;
১৩) এই অধ্যাদেশের যে কোন বিধানের অধীনে অন্য যে কোন কর ।

সপ্তম তফসিল
(ধারা ৭২ দ্রষ্টব্য)

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়

১। উপজেলার আওতাভুক্ত এলাকায় অবস্থিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হাট-বাজার, হস্তান্তরিত জলমহাল ও ফেরিঘাট হইতে ইজারালব্ধ আয়।

২। (ক) যে সকল উপজেলায় পৌরসভা গঠিত হয় নাই সেখানে সীমানা, অতঃপর থানা সদর বলিয়া অভিহিত, ইহার মধ্যে অবস্থিত সিনেমা হলের উপর কর;

(খ) একই সীমানায় নাটক, যাত্রার উপর করের অংশ বিশেষ, যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হয়;

(গ) নির্ধারিত সদর সীমানাভুক্ত রাস্তা আলোকিত করণের উপর ধার্যকৃত কর।

৩। বেসরকারিভাবে আয়োজিত মেলা, প্রদর্শনী ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর ধার্যকৃত ফি।

৪। ইউনিয়ন পরিষদের নির্ধারিত খাত ব্যতীত বিভিন্ন ব্যবসা, বৃত্তি ও পেশার উপর পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ও পারমিটের উপর ধার্যকৃত ফি।

৫। পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার উপর ধার্যকৃত ফিস ইত্যাদি।

৬। সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্য কোন খাতের উপর আরোপিত কর, রেইট, টোল, ফিস বা অন্য কোন উৎস হইতে অর্জিত আয়।

অষ্টম তফসিল

(ধারা ৭৩ দ্রষ্টব্য)

জেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়

১।	স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর ধার্য করের অংশ।
২।	বিজ্ঞাপনের উপর কর।
৩।	পরিষদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন রাস্তা, পুল ও ফেরির উপর টোল।
৪।	পরিষদ কর্তৃক কৃত কোন বিশেষ সেবার জন্য ফিস।
৫।	সরকার কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আরোপিত কোন কর, রেইট, টোল ও ফিস ইত্যাদি।

নবম তফসিল
(ধারা ৯৩ দ্রষ্টব্য)

ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে বিবেচ্য অপরাধসমূহ

১) *ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আইনানুগভাবে ধার্যকৃত কর বা অন্যান্য ফাঁকি দেওয়া।*

২) *এই অধ্যাদেশ, বিধি-প্রবিধানের অধীন যে সব বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ কোন তথ্য চাইতে পারে সেই সব বিষয়ে চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইতে বা ভুল তথ্য সরবরাহ করিলে।*

৩) *এই অধ্যাদেশে, বিধি-প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী যে কাজের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রয়োজন সেই কাজ বিনা লাইসেন্স বা বিনা অনুমতিতে সম্পাদন করিলে।*

৪) *ইউনিয়ন পরিষদের বিনা অনুমতিতে কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা অথবা কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর দ্রব্য জমা করিলে।*

৫) *ইউনিয়ন পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন জনপথ বা রাজপথ বা সরকারি জায়গায় অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটাইলে।*

৬) *পানীয় জল দূষিত বা ব্যবহারের অনুপযোগী হয় এমন কাজ করিলে।*

৭) *জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হওয়া সন্দেহে এই অধ্যাদেশের অধীন কোন উৎস হইতে পানি পান করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঐ উৎস হইতে পানি পান করা।*

৮) *কূয়া বা জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন পানীয় জলের উৎসের সন্নিকটে গবাদিপশু বা জীবজন্তুকে পানি পান করানো, পায়খানা প্রস্রাব করানো বা গোসল করানো।*

৯) *আবাসিক এলাকা হইতে এই অধ্যাদেশের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত কোন পুকুরে বা ডোবায় অথবা ইহার সন্নিকটে শন,পাট বা অন্য গাছপালা ডুবাইয়া রাখা।*

১০) *আবাসিক এলাকা হইতে এই অধ্যাদেশের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে চামড়া রং করা বা পাকা করা।*

১১) *আবাসিক এলাকা হইতে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে মাটি, পাথর বা অন্য কোন কিছু খনন করা।*

১২) *আবাসিক এলাকা হইতে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধ দূরত্বের মধ্যে ইটের ভাটি, চূণ ভাটি, কাঠ-কয়লা ভাটি বা মৃৎ শিল্প স্থাপন।*

১৩) *আবাসিক এলাকা হইতে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধ দূরত্বের মধ্যে মৃত জীবজন্তুর দেহ বিশেষ ফেলা।*

১৪) *এই অধ্যাদেশের দ্বারা নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও, কোন জমি বা ইমারত হইতে আবর্জনা, জীবজন্তুর বিষ্ঠা, সার অথবা দুর্গন্ধযুক্ত অন্য কোন পদার্থ অপসারণে ব্যর্থতা।*

১৫) *এই অধ্যাদেশের দ্বারা নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন শৌচাগার, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, মলকুন্ড, পানি, আবর্জনা অথবা বর্জ্য পদার্থ রাখিবার জন্য অন্যান্য স্থান বা পাত্র আচ্ছাদনে, অপসারণে, মেরামতে, পরিস্কার করিতে, জীবাণুমুক্ত করিতে অথবা যথাযথভাবে রক্ষণে ব্যর্থতা।*

১৬) এই অধ্যাদেশের অধীন কোন আগাছা, ঝোপঝাড় বা লতাগুল্ম জনস্বাস্থ্যের বা পরিবেশের জন্য প্রতিকূল ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও তাহা অপসারণ বা পরিস্কার করিতে সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকের বা দখলদারের ব্যর্থতা।

১৭) জনপথ সংলগ্ন কোন স্থানে জন্মানো কোন আগাছা, লতাগুল্ম বা গাছপালা জনপদের উপর ঝুলিয়া থাকা অথবা জনসাধারণের ব্যবহার্য পানির পুকুর, কূয়া বা অন্য কোন উৎসের উপর ঝুলিয়া থাকা চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করা সত্ত্বেও বা পানি দূষিত করা সত্ত্বেও অথবা তাহা এই অধ্যাদেশের অধীনে জনস্বাস্থ্য হানিকর বলিয়া ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট স্থানের মালিক বা দখলদার কর্তৃক তাহা কাটিয়া ফেলিতে, অপসারণ করিতে বা ছাটিয়া ফেলিতে ব্যর্থ হওয়া।

১৮) এই অধ্যাদেশের অধীন জনস্বাস্থ্যের জন্য বা পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোন শস্যের চাষ করা, সার প্রয়োগ করা বা ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত পন্থায় জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা।

১৯) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলাভরে পায়খানার গর্ত বা পায়খানার নালা হইতে মলমূত্র বা অন্য কোন ক্ষতিকর পদার্থ কোন জনপথ বা জনসাধারণের কোন স্থানের উপর প্রবাহিত করিতে বা ছড়াইয়া যাইতে দেওয়া বা এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয় এই প্রকার কোন নর্দমা, খাল বা পয়ঃপ্রণালীর উপর পতিত হইতে দেওয়া।

২০) এই অধ্যাদেশের অধীন জনস্বাস্থ্যের জন্য বা পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোন কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্য কোন উৎস পরিস্কার করিতে, মেরামত করিতে, আচ্ছাদন করিতে বা ভরাট করিতে বা তাহা হইতে পানি নিষ্কাশন করিতে ইহার মালিক বা দখলকারের ব্যর্থতা।

২১) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী নির্দেশিত হইয়া কোন জমি বা দালান হইতে কোন পানি বা আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য যথোপযুক্ত পাইপ বা নর্দমার ব্যবস্থা করিতে জমি বা দালানের মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

২২) চিকিৎসক হিসাবে কর্তব্যরত থাকাকালীন সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও ইউনিয়ন পরিষদের নিকট তৎসম্পর্কে রিপোর্ট করিতে কোন চিকিৎসকের ব্যর্থতা।

২৩) কোন দালানে সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও তৎসম্পর্কে কোন ব্যক্তির ইউনিয়ন পরিষদকে খবর দেওয়ার ব্যর্থতা।

২৪) সংক্রামক রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোন দালান সংক্রামকমুক্ত করিতে ইহার মালিকের ব্যর্থতা।

২৫) সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক খাদ্য বা পানীয় বিক্রয় করা।

২৬) রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোন যানবাহনের মালিক বা চালক কর্তৃক সংক্রমিত গাড়ি সংক্রমণমুক্ত করিতে ব্যর্থ হইলে বা সংক্রমিত গাড়িতে যাত্রী বহন করিলে।

২৭) দুগ্ধের বা খাদ্যের জন্য রক্ষিত কোন প্রাণীকে ক্ষতিকর কোন দ্রব্য খাওয়াইলে বা খাবার সুযোগ দিলে।

২৮) এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থান ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থানে মাংস বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণী জবাই করা।

২৯) ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ না করিয়া নিম্ন বা ভিন্ন মানের খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ করিয়া ক্রেতাকে ঠকানো।

৩০) ভিক্ষার জন্য বিরক্তিকর কাকুতি মিনতি করা বা শরীরের কোন বিকৃত বা গলিত অংগ বা নোংরা ক্ষতস্থান প্রদর্শন করা।

৩১) নিষিদ্ধ ঘোষিত এলাকায় পতিতালয় স্থাপন বা পতিতা বৃত্তি পরিচালনা করা।

৩২) এই অধ্যাদেশের অধীন নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও, বাড়ি হইতে ময়লা নিস্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করিতে বাড়ীর মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

৩৩) কোন বৃক্ষ বা ইহার শাখা কর্তন, বা অন্য কোন দালান বা ইহার কোন অংশ নির্মাণ বা ভাংচুর এই অধ্যাদেশের অধীনে জনসাধারণের জন্য বিপদজ্জনক বা বিরক্তিকর ঘোষণা করা সত্ত্বেও তাহা কর্তন, নির্মাণ বা ভাংচুর।

৩৪) ইউনিয়ন পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন রাস্তা নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা বা রাস্তা নির্মাণ করিলে।

৩৫) নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন দালান বা স্থানে নোটিশ, প্লেকার্ড, বিজ্ঞাপন বা অন্য কোন প্রচারপত্র লাগানো।

৩৬) এই অধ্যাদেশের অধীন বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত পদ্ধতিতে কাঠ, ঘাস, খড় বা অন্য কোন দাহ্য বস্তু স্তূপীকৃত করা।

৩৭) এই অধ্যাদেশের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে কোন রাস্তার উপরে পিকেটিং করা, জীবজন্তু রাখা, যানবাহন জমা করিয়া রাখা, অথবা কোন রাস্তাকে যানবাহন বা জীবজন্তুকে থামাইবার স্থান হিসাবে অথবা তাঁবু খাটাইবার স্থান হিসাবে ব্যবহার করা।

৩৮) গৃহপালিত জীবজন্তুকে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে দেওয়া।

৩৯) সূর্যাস্তের অর্ধঘন্টা পর হইতে সূর্যোদয়ের অধঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন যানবাহন যথাযথ বাতির ব্যবস্থা না করিয়া চালানো।

৪০) যানবাহন চালানোর সময় সংগত কারণ ব্যতীত রাস্তার বাম পার্শ্বে না থাকা অথবা একই দিকগামী অন্য কোন যানবাহনের ডান পার্শ্বে না থাকা অথবা রাস্তায় চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-নিষেধ না মানা।

৪১) এই অধ্যাদেশের সাধারণ বা বিশেষ বিধানের ব্যত্যয়ে রেডিও বা বাদ্যযন্ত্র বাজানো, ঢাক-ঢোল পিটানো, ভেঁপু বাজানো, অথবা কাঁশা বা অন্য কোন জিনিষের দ্বারা আওয়াজ সৃষ্টি করা।

৪২) আগ্নেয়াস্ত্র, পটকা বা আতশবাজি এমনভাবে ছোঁড়া অথবা উহাদের লইয়া এমনভাবে খেলা বা শিকারে রত হওয়া যাহাতে পথচারী বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বা কোন সম্পত্তির বিপদ বা ক্ষতি হয় বা হইবার সম্ভাবনা থাকে।

৪৩) পথচারীদের বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বিপদ হয় বা বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে এমনভাবে গাছ কাটা, দালান-কোঠা নির্মাণ বা খনন কাজ পরিচালনা করা অথবা বিস্ফোরণ ঘটানো।

৪৪) এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে স্বীকৃত গোরস্থান বা শ্মশান ছাড়া অন্য কোথাও লাশ দাফন করা, শব দাহ করা।

৪৫) হিংস্র কুকুর বা অন্য কোন ভয়ঙ্কর প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণবিহীন ভাবে ছাড়িয়া বা লেলাইয়া দিলে।

৪৬) এই অধ্যাদেশের অধীন বিপজ্জনক কোন দালান ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বা তাহা মজবুত করিতে ব্যর্থ হইলে।

৪৭) এই অধ্যাদেশের অধীন মানুষের বসবাসের অনুপোযোগী বলিয়া ঘোষিত কোন দালান কোঠা বসবাসের জন্য ব্যবহার করা বা কাউকে ইহাতে বসবাস করিতে দেওয়া।

৪৮) এই অধ্যাদেশের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়া কোন দালান নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করিলে।

৪৯) এই অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক কোন দালানে চুনকাম বা মেরামত করিতে ব্যর্থ হইলে।

৫০) এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে বা ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করিলে।

৫১) ইউনিয়ন পরিষদের কোন সদস্য বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক সজ্ঞানে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, স্বয়ং বা কোন অংশীদার মারফত ইউনিয়ন পরিষদের কোন ঠিকাদারীতে স্বত্ত্ব বা অংশ অর্জন করা।

৫২) এই অধ্যাদেশ দ্বারা অপরাধ বলিয়া ঘোষিত কোন কাজ করা।

৫৩) এই অধ্যাদেশের বা কোন বিধি বা তদধীনে প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ বা ঘোষণা বা জারিকৃত কোন বিজ্ঞপির খেলাপ।

৫৪) উপরে উল্লিখিত অপরাধসমূহ সংঘটনের চেষ্টা বা সহায়তা করা।

দশম তফসিল

(ধারা ৯৩ দ্রষ্টব্য)

উপজেলা পরিষদের অধীনে বিবেচ্য অপরাধসমূহ

১। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক আইনগতভাবে ধার্যকৃত কর, টোল, রেইট, ফিস ইত্যাদি ফাঁকি দেওয়া।

২। এই অধ্যাদেশ, বিধি বা প্রবিধানের অধীন যে সকল বিষয়ে উপজেলা পরিষদ তথ্য চাহিতে পারে সেই সকল বিষয়ে উপজেলা পরিষদের তলব অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের ব্যর্থতা বা ভুল তথ্য সরবরাহ।

৩। এই অধ্যাদেশ, বিধি বা প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী যে কার্যের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রয়োজন হয় সেই কার্য বিনা লাইসেন্সে বা বিনা অনুমতিতে সম্পাদন।

৪। এই অধ্যাদেশ বিধি বা প্রবিধানের বিধানাবলী লংঘন বা উহার অধীন জারিকৃত নির্দেশ বা ঘোষণার লংঘন।

একাদশ তফসিল
(ধারা ৯৩ দ্রষ্টব্য)

জেলা পরিষদের অধীনে বিবেচ্য অপরাধসমূহ

১। পরিষদ কর্তৃক আইনানুগভাবে ধার্যকৃত কর, টোল, রেইট ও ফিস ফাঁকি দেওয়া।

২। এই অধ্যাদেশ, বিধি বা প্রবিধানের অধীন যে সকল বিষয়ে পরিষদ কোন তথ্য চাহিতে পারে সেই সকল বিষয়ে পরিষদের তলব অনুযায়ী তথ্য সরবরাহে ব্যর্থতা বা ভুল তথ্য সরবরাহ।

৩। এই অধ্যাদেশ, বিধি বা প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী যে কার্যের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রয়োজন হয় সেই কার্য বিনা লাইসেন্স বা বিনা অনুমতিতে সম্পাদন।

৪। পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে সর্ব সাধারণের ব্যবহার্য কোন জনপথে অবৈধ অনুপ্রবেশ।

৫। পানীয় জল দূষিত বা ব্যবহারের অনুপযোগী হয় এমন কোন কাজ করা।

৬। জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হওয়ার সন্দেহে এই অধ্যাদেশের অধীন কোন উৎস হইতে পানি পান করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঐ উৎস হইতে পানি পান করা।

৭। জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন পানীয় জলের উৎসের সন্নিকটে গবাদিপশু বা জীবজন্তুকে পানি পান করানো, পায়খানা প্রস্রাব করানো বা গোসল করানো।

৮। আবাসিক এলাকা হইতে এই অধ্যাদেশের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত কোন পুকুরে বা ডোবায় অথবা উহার সন্নিকটে শন, পাট বা অন্য গাছপালা ডুবাইয়া রাখা।

৯। আবাসিক এলাকা হইতে এই অধ্যাদেশের অধীন নির্ধারিত দুরত্বের মধ্যে চামড়া রং করা বা পাকা করা।

১০। আবাসিক এলাকা হইতে এই অধ্যাদেশের অধীনে নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে মাটি খনন, পাথর বা অন্য কিছু খনন করা।

১১। আবাসিক এলাকা হইতে পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধ দূরত্বের মধ্যে ইটের ভাটা, চুণ ভাটি, কাঠ-কয়লা ভাটি ও মৃৎ শিল্প স্থাপন।

১২। আসাসিক এলাকা হইতে পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধ দূরত্বের মধ্যে মৃত জীবজন্তুর দেহাবশেষ ফেলা।

১৩। এই অধ্যাদেশের অধীনে নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও, কোন জমি বা ইমারত হইতে আবর্জনা, জীবজন্তুর বিষ্ঠা, সার অথবা দুর্গন্ধযুক্ত অন্য কোন পদার্থ অপসারণে ব্যর্থতা।

১৪। এই অধ্যাদেশের অধীনে নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন শৌচাগার, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, মলকুণ্ড, পানি, আবর্জনা অথবা বর্জ্য পদার্থ রাখিবার জন্য অন্যান্য স্থান বা পাত্র আচ্ছাদনে, অপসারণে, মেরামতে, পরিষ্কার করিতে, জীবাণুমুক্ত করিতে অথবা যথাযথভাবে রক্ষণ করিতে ব্যর্থতা।

১৫। এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন আগাছা, ঝোপঝাড় বা লতাগুল্ম জনস্বাস্থ্যের বা পরিবেশের জন্য প্রতিকূল ঘোষণা করা সত্ত্বেও উহা অপসারণ বা পরিষ্কার করিতে সংশ্লিষ্ট জমির মালিকের বা দখলদারদের ব্যর্থতা।

১৬। জনপথ সংলগ্ন কোন স্থানে জন্মানো কোন আগাছা, লতাগুল্ম বা গাছপালা জনপথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া অথবা জনসাধারণের ব্যবহার্য পানির কোন পুকুর, কুয়া বা অন্য কোন উৎসের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করা সত্ত্বেও বা পানি দূষিত করা সত্ত্বেও অথবা উহা এই অধ্যাদেশের অধীনে জনস্বাস্থ্য হানিকর বলিয়া ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট স্থানের মালিক বা দখলদার কর্তৃক উহা কাটিয়া ফেলিতে, অপসারণ করিতে বা ছাটিয়া ফেলিতে ব্যর্থতা।

১৭। এই অধ্যাদেশের অধীন জনস্বাস্থ্যের জন্য বা পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোন শস্যের চাষ করা, সার প্রয়োগ করা বা ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত পন্থায় জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা।

১৮। এই অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলাভরে পায়খানার গর্ত বা পায়খানার নালা হইতে মলমূত্র বা অন্য কোন ক্ষতিকর পদার্থ কোন জনপথ বা জনসাধারণের কোন স্থানের উপর ছড়াইয়া পড়িতে বা গড়াইয়া যাইতে দেওয়া বা এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয় এই প্রকার কোন নর্দমা, খাল বা পয়ঃপ্রনালীর উপর পতিত হইতে দেওয়া।

১৯। এই অধ্যাদেশের অধীন জনস্বাস্থ্যের জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোন কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্য কোন উৎস পরিষ্কার করিতে, মেরামত করিতে, আচ্ছাদন করিতে বা ভরাট করিতে বা উহা হইতে পানি নিষ্কাশন করিতে উহার মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

২০। এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী নির্দেশিত হইয়া কোন জমি বা দালান হইতে কোন পানি বা আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য যথোপযুক্ত পাইপ বা নর্দমার ব্যবস্থা করিতে জমি বা দালানের মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

২১। চিকিৎসক হিসাবে কর্তব্যরত থাকাকালে সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও পরিষদের নিকট তৎসম্পর্কে রিপোর্ট করিতে কোন চিকিৎসকের ব্যর্থতা।

২২। কোন দালানে সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তৎসম্পর্কে কোন ব্যক্তির পরিষদকে খবর দিতে ব্যর্থতা।

২৩। সংক্রামক রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোন দালানকে রোগজীবাণু মুক্ত করিতে উহার মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

২৪। সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক খাদ্য বা পানীয় বিক্রয়।

২৫। রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোন যানবাহনের মালিক বা চালক কর্তৃক উহাকে রোগজীবাণুমুক্ত করিতে ব্যর্থতা।

২৬। দুগ্ধের জন্য বা খাদ্যের জন্য রক্ষিত কোন প্রাণীকে ক্ষতিকর কোন দ্রব্য খাওয়ানো বা খাওয়ার সুযোগ দেওয়া।

২৭। এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থান ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থানে মাংস বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণী জবাই করা।

২৮। ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ না করিয়া নিম্ন বা ভিন্ন মানের খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ করিয়া ক্রেতাকে ঠকানো।

২৯। ভিক্ষার জন্য বিরক্তিকর কাকুতি মিনতি করা বা শরীরের কোন বিকৃতি বা গলিত অংগ বা নোংরা ক্ষতস্থান প্রদর্শন করা।

৩০। পতিতালয় স্থাপন বা পতিতা বৃত্তি পরিচালনা করা।

৩১। কোন বৃক্ষ বা উহার শাখা কর্তন, বা কোন দালান বা উহার কোন অংশ নির্মাণ বা ভাংচুর এই অধ্যাদেশের অধীনে জনসাধারণের জন্য বিপজ্জনক বা বিরক্তিকর বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও উহার কর্তন, নির্মাণ ও ভাংচুর।

৩২। পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে পরিষদের ভূমি বা আওতাধীন এলাকায় কোন রাস্তা নির্মাণ।

৩৩। এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কোন স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে কোন বিজ্ঞাপন, নোটিশ, প্লাকার্ড বা অন্য কোনবিধ প্রচারপত্র আটিয়া দেওয়া।

৩৪। এই অধ্যাদেশের অধীনে বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত পদ্ধতিতে কাঠ, ঘাস, খড় বা অন্য কোন দাহ্য বস্তু স্তুপিকৃত করা।

৩৫। এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে কোন রাস্তার উপরে পিকেটিং করা, জীবজন্তু রাখা, যানবাহন জমা করিয়া রাখা অথবা কোন রাস্তাকে যানবাহন বা জীবজন্তুকে থামাইবার স্থান হিসাবে অথবা তাঁবু খাটাইবার স্থান হিসাবে ব্যবহার করা।

৩৬। গৃহপালিত জীবজন্তুকে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে দেওয়া।

৩৭। আগ্নেয়াস্ত্র, পটকা বা আতশবাজি এমনভাবে ছোঁড়া অথবা উহাদের লইয়া এমনভাবে খেলায় বা শিকারে রত হওয়া যাহাতে পথচারী বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বা কোন সম্পত্তির বিপদ বা ক্ষতি হয় বা হইবার সম্ভাবনা থাকে।

৩৮। পথচারীদের বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বিপদ হয় বা বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে এমনভাবে গাছ কাটা, দালান কোঠা নির্মাণ বা খনন কাজ পরিচালনা করা অথবা বিস্ফোরণ ঘটানো।

৩৯। এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে স্বীকৃত গোরস্থান বা শ্মশান ছাড়া অন্য কোথাও লাশ দাফন করা, শবদাহ করা।

৪০। হিংস্র কুকুর বা অন্য কোন ভয়ংকর প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া বা লেলাইয়া দেওয়া।

৪১। এই অধ্যাদেশের অধীনে বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত কোন দালান ভাংগিয়া ফেলিতে বা উহা মজবুত করিতে ব্যর্থতা।

৪২। এই অধ্যাদেশের অধীনে মানুষ বসবাসের অনুপযোগী বলিয়া ঘোষিত দালান কোঠা বসবাসের জন্য ব্যবহার করা বা কাহাকেও উহাতে বসবাস করিতে দেওয়া।

৪৩। এই অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক কোন দালান চুণকাম বা মেরামত করিবার প্রয়োজন হইলে তাহা করিতে ব্যর্থতা।

৪৪। বিধি দ্বারা অপরাধ বলিয়া ঘোষিত কোন কাজ করা।

৪৫। এই অধ্যাদেশ বা কোন বিধি বা তদধীনে প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ বা ঘোষণা বা জারিকৃত কোন বিজ্ঞপ্তির খেলাপ।

৪৬। এই তফসিলে উল্লিখিত অপরাধসমূহ সংঘটনের চেষ্টা বা সহায়তা করা।